NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ১২৫ জন্মবর্ষেও জীবনানন্দ দাশ কুরুচিকর বিতর্কের ফেরে!

ফেব্রুয়ারিতেই ছক্কার ভারতীয় রেকর্ড ভাঙলেন জয়সোয়াল ৮

কলকাতা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১২ ফাল্গুন ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৫৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 25.2.2024, Vol.17, Issue No. 254, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

১ জুলাই থেকে দেশে চালু হচ্ছে নতুন তিন 'সংহিতা'

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অনুমোদন মিলেছিল গত বছর ডিসেম্বরেই। অবশেষে দেশজুড়ে কার্যকর হতে চলেছে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, আগামী ১ জুলাই থেকে থেকেই ভারতে কার্যকর হবে দণ্ডসংহিতা সংক্রান্ত তিনটি নতুন আইন। ফলে ভারতীয় আইন ব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি মুছে যাবে ব্রিটিশ আমলে তৈরি হওয়া নিয়মগুলি।

১৮৬০ সালে তৈরি 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড' (ভারতীয় দণ্ডবিধি) প্রতিস্থাপিত হয়েছে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' দিয়ে। ১৮৯৮ সালের 'ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট' (ফৌজদারি দণ্ডবিধি) প্রতিস্থাপিত হয়েছে 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা' দিয়ে এবং ১৮৭২ সালের 'ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট'-এর বদলে আসতে চলেছে 'ভারতীয় সাক্ষ্য আইন'।

প্রসঙ্গত, গত ১১ অগস্ট সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় তিনটি বিল পেশ করেছিলেন। বিল পেশের সময় শাহ দাবি করেছিলেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং সাক্ষ্য অধিনিয়ম শীর্ষক ওই তিনটি বিল আইন থেকে 'ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ জমানার প্রভাব এবং দাসত্বের মানসিকতা' দূর করবে।

কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী দলগুলিও তাড়াহুড়ো করে বিল পাশের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু বিল পাশ করতে বেগ পেতে হয়নি নরেন্দ্র মোদি সরকারকে। সেই বিলে রাষ্ট্রপতি সইও করে দেন। এ বার সেই নতুন আইনই বলবৎ হতে চলেছে দেশে। জানুয়ারি মাসেই শাহের মন্ত্রক জানিয়েছিল, এক বছরের মধ্যেই এই নতুন তিনটি আইন কার্যকর হবে। এ বার তার দিনক্ষণও জানানো হল। উল্লেখ্য, নতুন তিন আইনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। কিছু নিয়মে বদলও আনা হয়েছে। মহিলা এবং শিশুদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধগুলির ক্ষেত্রে আরও কঠোর সাজার বিধান থাকছে নতুন আইনে।

নয়া আইনে ১৮ বছরের কমবয়সি মহিলাকে ধর্ষণের সাজা হবে মৃত্যুদণ্ড অথবা আজীবন কারাদণ্ড। গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ২০ বছর থেকে আজীবন জেলের সাজার কথা বলা হয়েছে। এমনকী, মহিলাদের হার বা মোবাইল ছিনতাইয়ের মতো ঘটনার বিচারের জন্য রয়েছে নয়া আইন। যৌন হিংসার মামলার ক্ষেত্রে নির্যাতিত মহিলার বয়ান তাঁরই বাড়িতে এক জন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নথিবদ্ধ করার কথাও জানাচ্ছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। বিয়ে বা চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহিলাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের অপরাধের জন্য ১০ বছরের সাজার কথা বলা হয়েছে এতে। এ ছাড়াও সন্ত্রাসবাদ এবং রাষ্ট্রদ্রোহের মতো অপরাধের ক্ষেত্রেও আরও কঠোর সাজার কথার উল্লেখ থাকছে নতুন আইনে।

রাজ্যে ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি: লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে ১৫০ কোম্পানি সিএপিএফ বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। রাজ্যের পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে এই ১৫০ কোম্পানি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে টহলদারি করবে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, আগামী ৭ মার্চের মধ্যেই রাজ্যে পৌঁছে যাবে এই ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

সন্দেশখালিতে দিনভর অভিযোগ শুনে পাশে থাকার আশ্বাস পার্থ-সুজিতের

বার্তা দিলেন, দলের কেউ অন্যায় করলে কাউকে ক্ষমা করা হবে না

নিজস্ব প্রতিবেদন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল দলের উপর কারও কোনও অভিযোগ নেই। এলাকার কিছু মানুষ অন্যায় করেছিলো। তাদের বিরুদ্ধেই মানুষ সোচ্চার হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যাতে কালিমালিপ্ত না হয় তার জন্যই মিছিল করেছিলো, যারা অন্যায় করেছিলো তাদের শনাক্ত করার জন্য। শনিবার সন্দেশখালিতে মানুষের সঙ্গে কথা বলার পর এমনটাই জানান সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। সেচ ও অগ্নি সম্পর্কিত কিছু সমস্যা থাকায় শনিবার সন্দেশখালি পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ও দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। রাজ্যের দুই হেভিওয়েট মন্ত্রী সন্দেশখালী এলাকায় সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

মানুষের দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে এলাকা ঘুরে নদীর নোনা জল চাষের জমিতে ঢুকিয়ে মাছ চাষের চারটি পয়েন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। একাধিক ব্রিজ, রাস্তা করে দেওয়ার আশ্বাস দেন দুই মন্ত্রী। তাদের সঙ্গে ছিলেন এলাকার বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, দুই মন্ত্রীর দপ্তরের আধিকারিকরা। তৃণমূলের দুই মন্ত্রী এলাকায় ঢুকতেই শঙ্খ বাজিয়ে ও উলুধ্বনি দিয়ে তাদের স্বাগত জানানো হয়। তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য রাস্তার দুধারে মানুষের ঢল নামে। এদিন পার্থ ভৌমিক আরও বলেন, এক্স, ওয়াই, জেড যেই অন্যায় করুক না কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার তাকে ক্ষমা করবে না। দলের কেউ অন্যায় করলে এবং তা প্রমাণিত হলে দলও তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। কেউ ছাড় পাবে না। মানুষেরা অভিযোগ করলে তার তদন্ত হবে, সমস্যা থাকলে সমাধান হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় -সহ গোটা তৃণমূল কংগ্রেস দল সন্দেশখালির মানুষের পাশে আছে। তবে সিপিএম ও বিজেপি আবারও পরিকল্পিত ভাবে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে।

দমকল মন্ত্রী তথা বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত সুজিত বসুও বলেন, অন্যায় করলে কেউ রেয়াত পাবে না। রাজ্য সরকার, পুলিশ প্রশাসন মানুষের সমস্যার সমাধানে লাগাতার কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ২৫৪টি অভিযোগ জমা পড়েছে। তার মধ্যে দেড়শো অভিযোগ তদন্ত করে সর্ট আউট করা হয়েছে। এবং একশো মানুষকে তার অভিযোগের ভিত্তিতে পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে জমি, টাকা, খেলার মাঠ পুলিশ প্রশাসন ও দলের তরফে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনও যদি কারও কোন অভিযোগ থাকে তবে ক্যাম্পে গিয়ে জানাতে পারে, সমস্যার সমাধান পুলিশ প্রশাসন করবে। প্ররোচনায় পা দিয়ে এলাকা উত্তপ্ত বা উত্তেজনা না ছড়িয়ে পুলিশ প্রশাসনকে সুষ্ঠু ভাবে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার আবেদনও করেন সুজিত।

এদিন দুপুরে ধামাখালি থেকে লঞ্চে করে দুই মন্ত্রী সন্দেশখালিতে আসেন। এলাকা ঘুরে দেখেন, মানুষের সমস্যা শোনেন। নদীবাঁধ কেটে চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে জোর করে মাছ চাষের যে অভিযোগ উঠেছিলো তা সরেজমিনে ক্ষতিয়ে দেখেন সেচমন্ত্রী ও দমকল মন্ত্রী। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ব্রিজ, ঢালাই রাস্তা, দুর্বল নদীবাঁধ মেরামতের আশ্বাসও দেন তারা। দুই মন্ত্রীর উপস্থিতি ও মানুষ তাদের সমস্যার কথা বলতে পারায় ও সমস্যার সমাধানের আশ্বাস পাওয়াতে বেজায় খুশি সন্দেশখালির মানুষ। সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক জানান যে, সন্দেশখালিতে জমি দখলের যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে অভিষেক অত্যন্ত কঠোরভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, কেউ অন্য কারও জমি নিয়ে থাকলে ফেরত দিতেই হবে। এই দলে গুন্ডামি চলবে না।

তবে এবার সন্দেশখালি গিয়ে জমি দখলের অভিযোগ মেনে নিলেন মন্ত্রীরা। পার্থ ভৌমিকের কথায়, 'এতদিন অভিযোগ আসেনি। এখন অভিযোগ পেয়ে আমরা খতিয়ে দেখলাম। নোনা জল যেসব জায়গা দিয়ে জমিতে ঢুকছে, সেসব রাস্তা বন্ধ করে দিতে হবে। চাষের জমি এভাবে নষ্ট হয়েছে। আমরা দেখছি, কতটা কী করা যায়।' সুজিত বসু বলেন, 'অভিযোগ উঠলে তার ব্যবস্থা হবে। দল, প্রশাসন সবাই সব অভিযোগ খতিয়ে দেখছে। পুলিশও আছে। অন্যায় করলে শাস্তি হবে।'

দিনভর সন্দেশখালির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়িয়েছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী সুজিত বসু এবং পার্থ ভৌমিক। জমি লুট এবং টাকা কেড়ে নেওয়া সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ তাঁদের কাছে সাধারণ মানুষ করেছিলেন। এরপর সন্ধ্যায় ত্রিমোহিনী বাজার সংলগ্ন এলাকায় আক্রান্ত এবং নির্যাতনের অভিযোগ তোলা মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে যান দুই মন্ত্রী। আর সেখানেই মহিলাদের একের পর এক প্রশ্নের মুখে বিব্রত হতে হয় তাঁদের।

একটি বেঞ্চে বসেছিলেন দুই মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ও সুজিত বসু। সামনে একদল মহিলা বসে, মুখ ঢাকা। অভিযোগ শুনতে বসে প্রথমেই এক মহিলার মুখ থেকে মন্ত্রীদের শুনতে হয়, 'পার্টির উপর কোনও ক্ষোভ নেই। যেসব ব্যক্তির উপর ভরসা আস্থা নেই, তাঁদের সরিয়ে দিন না।' পার্থ ভৌমিক নীচু স্বরেই বলেন, 'সরিয়ে দিয়েছি।' সুজিত বলেন, 'দল থেকে সরিয়ে দিয়েছি পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছি।'

'হাইকোর্ট নির্দেশ দিলেই শাহজাহান গ্রেপ্তারে ব্যবস্থা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাহজাহানের গ্রেপ্তার সংক্রান্ত প্রশ্ন উঠতেই পার্থ ভৌমিক বলেন, 'শিবু এবং উত্তমের বিষয়টা রাজ্য পুলিশের আওতায়। শাহজাহানের বিরুদ্ধে কেস করেছিল ইডি। হাইকোর্টে একটা হলফনামা ছিল। যেন শাহজাহানের ব্যাপারে রাজ্য পুলিশ কোনও হস্তক্ষেপ না করে। আমাদের নেতা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন কলকাতা হাইকোর্ট যদি নির্দেশ দেয় ১০ দিনের মধ্যে রাজ্য পুলিশ নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। অর্থাৎ আমাদের দলের অবস্থান খুব স্পষ্ট। কিন্তু ইডি তো আর আমাদের নয়, ইডি কেন্দ্রীয় সরকারের।' এরপরই পার্থ ভৌমিক বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বলতে বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস জিরো টলারেন্সে বিশ্বাস করে। যারা পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সরাতে এক সেকেন্ড সময় নেয় না, তাদের কাছে অন্য কোনও নেতার মূল্য নেই। তাঁদের তাড়াতে এক সেকেন্ডও লাগবে না।'

পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন: অশান্ত সন্দেশখালির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এ বার বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ী ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। আপাতত বেড়মজুর এলাকার কাঠপোলে একটি অস্থায়ী ক্যাম্প করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, শুক্রবার সন্দেশখালির এই বেড়মজুর এলাকাই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। তবে অন্যান্য এলাকাতেও খুব শীঘ্রই পুলিশের এই ক্যাম্প চালু হবে বলে জানিয়েছেন বারাসাত রেঞ্জের ডিআইজি ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। শুক্রবার বেড়মজুর-ঝুপখালি এলাকায় দিনভর দফায় দফায় অশান্তির পর রাতভর এলাকায় মোতায়ন বিশাল বাহিনী। রাতে গ্রামে চলে পুলিশের বাইক পেট্রোলিং। কাঠপোল নতুন বাজার এলাকায় তিনটি সিসিটিভি বসানো হয়েছে নজরদারির জন্য। সকাল থেকে এলাকায় মোতায়েন বিশাল র‍্যাফ এবং কমব্যাট ফোর্স। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকা ভিত্তিক সেই ক্যাম্পগুলিতে স্থানীয়দের অভিযোগ শুনবে পুলিশ। যে কোনও ধরনের অভিযোগ জানানো যাবে ক্যাম্পে। তার উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রতিটি ক্যাম্পে একজন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার থাকবেন। এছাড়াও থাকবেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তবে এক সঙ্গে অনেকে না এসে ২-৩ জন করে এসে অভিযোগ জানানোর জন্য স্থানীয়দের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। শুধু অভিযোগ জমা নেওয়া হয়, পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া হবে রিসিভ কপি। গ্রামের বাসিন্দারা যাঁরা যাঁরা অভিযোগ করছেন, সমস্যা জানাবেন লিখিতভাবে তার পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও দাবি পুলিশ কর্তাদের।

ছদ্মবেশে সন্দেশখালিতে প্রবেশের চেষ্টা মীনাক্ষীর

পুলিশি বাধার মুখে রাস্তায় অবস্থান, এসপি অফিসে জমা স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সন্দেশখালিতে যাওয়ার চেষ্টা করেন ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। প্রথমে কার্যত পুলিশকে 'ঘোল' খাইয়ে এলাকায় ঢুকলেও পরে তাঁর পথ আটকে দাঁড়ায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। এলাকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলা যাবে না বলেও জানান তাঁরা। এরপরই পর থেকেই পুলিশের সঙ্গে কার্যত উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয় দু'পক্ষের। ডিওয়াইএফআই নেত্রী এরপরই পুলিশ আধিকারিকের কাছে জানতে চান, বারবার জানতে চান কেন তাঁরা এলাকায় পৌঁছতে পারবেন না তা নিয়েই। ১৪৪ ধারা জারি থাকলেও দু'জন প্রতিনিধি অন্তত সেখানে যেতে পারবেন। কিন্তু এতেও রাজি হননি পুলিশ আধিকারিকরা। তবে পুলিশকে লুকিয়ে বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের সন্দেশখালিতে ঢুকে পড়ার এই প্রচেষ্টায় সন্দেশখালিতে ওড়ে লাল পতাকা। তবে পুলিশি বাধা আসতেই রাস্তায় বসেই অবস্থান শুরু করেন মীনাক্ষী।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, সন্দেশখালিতে যেতে গিয়ে সন্দেশখালি ঘাটেই বাধার মুখে পড়েন বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-সহ বাম প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদের। এরপর সন্দেশখালি নদীর ঘাটেই বসে পড়েন মীনাক্ষী। এরপর তিনি দাবি করেন, তাঁকে গ্রামে ঢুকতে দিতে হবে। তারপর ঘাট থেকে উঠে বসিরহাটের এসপি অফিসের দিকে রওনা দেন বাম প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এসপি অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি জমাও দিয়ে আসেন তিনি।

তবে এদিনের এই বাকবিতণ্ডার সময় মীনাক্ষীর পাশ থেকেই আর এক বাম কর্মীকে দেখা গেল মীনাক্ষীকে পরামর্শ দিতে। তিনি বললেন, 'ব্যাগ সামলে রাখো। অস্ত্র ঢুকিয়ে দিতে পারে।' কারণ, বাম কর্মীর আশঙ্কা ভিড়ের মধ্যেই তাঁদের মিথ্যা কেসে ফাঁসানোর জন্য কেউ ব্যাগে অস্ত্র ঢুকিয়ে পারে। তাই তিনি মীনাক্ষীকে পরামর্শ দেন যাতে তিনি তাঁর ব্যাগ সামলে রাখেন। এরপর কোল পাঁজা করে ব্যাগটিকে ধরে মীনাক্ষী বলেন, 'অস্ত্র কী ঢোকাবে?' পাল্টা বাম নেত্রীকে এও সতর্ক করে জানানো হয়, 'ওদের তো বলা যায় না।' এই মন্তব্য থেকে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, তবে পুলিশের নিরপেক্ষতার উপর ভরসা রাখতে পারছেন না বাম নেতৃত্ব? এদিকে বেড়মজুরের দম্বল পাড়ার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, তাঁদের আস্থা নেই পুলিশে। সে কারণেই নতুন করে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন। অভিযোগ, এখনও তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মিডিয়ায় কথা বলার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ঘটনা এটি। শেখ শাহজাহানের ফাঁসির দাবিতে সরব হতেও দেখা যায় এলাকার মহিলাদের।

লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কড়া বার্তা নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি: লোকসভা নির্বাচনের আগে পুলিশ আধিকারিকদের বদলি নিয়ে কড়া বার্তা দিল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের পুরনো নিয়মই রয়েছে, প্রতিটি জেলাতে যে আধিকারিক টানা ৩ বছর ধরে রয়েছেন, তাদের ভোটের আগে বদলি করতে হবে, কখনওই তাঁদের পাশের কোনও জেলায় বা একই লোকসভার অভ্যন্তরে রাখা যাবে না। এদিকে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এও জানানো হচ্ছে, নির্দেশের পরও বহু জায়গায় বদলি হয়নি। শুধু তাই নয়, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই খেয়াল করেছে যে সমস্ত পুলিশ আধিকারিককে এক জায়গায় তিন বছর হয়ে গিয়েছে, তাঁদের নিয়ম অনুযায়ী অন্যত্র বদলির করা হলেও তা করা হয়েছে ঠিক পাশের জেলাতেই। আর এখানেই নির্বাচন কমিশনের ধারনা, এই সব পুলিশ আধিকারিকদের এই বদলি আদতে লোক দেখানো। পাশের জেলায় বদলি করা হয়েছে যাতে তাঁরা নির্বাচের সময় নিজেদের প্রভাব খাটাতে পারে। সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, তাদের এও নজরে আসছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আধিকারিকদের অন্য জেলায় বদলি করলেও একই লোকসভায় রেখে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তাদের পাশের জেলায় পাঠানো হলেও দেখা যাচ্ছে একই লোকসভার অন্তর্গত। এই বিষয়টি নিয়ে এবার কঠোর কমিশন। অথচ নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য ছিল, কোনও পুলিশ আধিকারিক যাতে কোনওভাবেই নির্বাচনকে প্রভাবিত না করতে পারে।

এদিকে শনিবার জেলাশাসক, পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কড়া নির্দেশও দিতে দেখা যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের। জানানো হয়, আইন-শৃঙ্খলায় নজর দিতে হবে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি যেন না হয় সেই দিকে আপনারা নজর রাখুন। সঙ্গে এও বলা হয়, 'জামিন অযোগ্য যে ওয়ারেন্টগুলি আছে সেগুলি কার্যকরী করতে হবে। নাকা চেকিংয়ের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলির ম্যাপিং আরও নিখুঁতভাবে করুন।' জেলাশাসক পুলিশ সুপারদের বৈঠকে নির্দেশ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের।

এদিকে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের টিম বা ফুল বেঞ্চ রাজ্যগুলিতে যাচ্ছে এবং এই মুহূর্তে নির্বাচনের প্রস্তুতি কোন পর্যায়ে আছে তা খতিয়ে দেখছে। আর পশ্চিমবঙ্গে ৩ মার্চ আসছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুলবেঞ্চ। এরপরই সর্বদলীয় বৈঠক করবে তারা। একইসঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেও বৈঠক করবে প্রাক নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়ে।

প্রশ্ন ফাঁসে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল যোগীর

লখনউ, ২৪ ফেব্রুয়ারি: আত্মনির্ভর ভারতে বাড়ছে বেকার যুবকের সংখ্যা, অভিযোগ কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের। এর মধ্যেই যোগীরাজ্যে পুলিশের নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে বিতণ্ডা। গত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি ছিল ওই পরীক্ষা। শেষ পর্যন্ত শনিবার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ মেনে নিয়ে নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করল কর্তৃপক্ষ। আগামী ছয় মাসের মধ্যে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। যদিও এখনই পর্যন্ত পরীক্ষার দিন-ক্ষণ জানানো হয়নি। পুলিশের নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে বেকার যুবকরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ দেখান। যার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, 'লখনউ থেকে প্রয়াগরাজ পর্যন্ত পুলিশে নিয়োগের প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে যুবকরা রাস্তায়। মাত্র ১০০ কিমি দূরে বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রী যুবাদের বিভ্রান্ত করছেন। বারাণসী স্টাইলে বললে মোদিজি দিদাকে মামাবাড়ির হাল শোনাচ্ছেন।'

এবার এক্স হ্যান্ডেলে পুলিশে নিয়োগে নিয়ে মুখ খুলেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি লেখেন, 'রিজার্ভ সিভিল পুলিশের পদে নিয়োগের পরীক্ষা-২০২৩ বাতিল করা হয়েছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া হবে, এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' যোগী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'পরীক্ষায় কোনওরকম গোলমালে আপস করা হবে না। প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দিল্লি, গুজরাত, গোয়া ও চণ্ডীগড়ে চূড়ান্ত ইন্ডিয়া জোটের আপ-কংগ্রেস আসন রফা

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি: দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হল আম আদমি পার্টি অর্থাৎ আপ ও কংগ্রেসের আসন ভাগাভাগির সিদ্ধান্ত। যৌথ সংবাদ সম্মেলনে দিল্লি, হরিয়ানা, গোয়া, চণ্ডীগড় এবং গুজরাতে আসন ভাগাভাগির সিদ্ধান্ত ঘোষণা হল। শনিবারের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আপের পক্ষ থেকে সন্দীপ পাঠক, সৌরভ ভরদ্বাজ, অতিশি। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অরবিন্দর সিং লাভলি, মুকুল ওয়াসনিক ও দীপক বাবরিয়া। দিল্লির সাতটি লোকসভা আসনের মধ্যে আপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে চারটি আসনে। বাকি তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কংগ্রেস। এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লির যে আসনগুলিতে প্রার্থী দেবে আপ সেগুলি হল নয়াদিল্লি, দক্ষিণ দিল্লি, পশ্চিম দিল্লি, পূর্ব দিল্লি। আর কংগ্রেস লড়বে ৩টি আসনে। যার মধ্যে রয়েছে চাঁদনি চক, উত্তর পশ্চিম দিল্লি, উত্তর পূর্ব দিল্লি। প্রসঙ্গত, দিল্লির সাত লোকসভা আসনে ২০১৪ ও ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি নিরঙ্কুশ ভোটে জয়ী হয়। ২০১৯ সালে কংগ্রেস পাঁচটি আসনে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল। পূর্ব দিল্লি, পশ্চিম দিল্লি, নতুন দিল্লি, উত্তর পূর্ব দিল্লি এবং চাঁদনি চকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কংগ্রেস। অন্যদিকে, আপ দু'টি আসন তথা উত্তর পশ্চিম দিল্লি এবং দক্ষিণ দিল্লি। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। গুজরাতে আসন ভাগাভাগির সিদ্ধান্তে স্থির করা হয়েছে, আপ গুজরাতের ভারুচ এবং ভাবনগর উভয় আসনেই নির্বাচনে লড়বে। ২৪টি আসনে লড়বেন কংগ্রেস প্রার্থীরা। এদিকে চণ্ডীগড়ে নির্বাচনে লড়বে কংগ্রেস। অন্যদিকে, হরিয়ানায় আপের জন্য চাড়া হয়েছে মাত্র একটি আসন। আপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কুরুক্ষেত্র থেকে। ১০টি আশনের মধ্যে অন্য ৯টি আসনে প্রার্থী দেবে কংগ্রেস। এদিকে আবার গোয়ার সবকটি আসনেই লড়বে কংগ্রেস। আপ দক্ষিণ গোয়ায় তাদের ঘোষিত প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করবে। এদিকে, শনিবার কংগ্রেসের কমিউনিকেশন জেনারেল সেক্রেটারি জয়রাম রমেশ সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'কংগ্রেস সব সময়ই আপের সঙ্গে জোট গড়তে চেয়েছিল।' এর আগে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সব ক'টি আসন তথা ৪২টি লোকসভা আসনে তৃণমূলের একলা লড়াইয়ের বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, 'তৃণমূলের সঙ্গে জোটের দরজা এখনও খোলা রয়েছে। আলোচনা চলবে। আগামী নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত।'

১০ লাখ আনারস গাছের চারা ইজরাইলে রপ্তানি করবে রাজ্য

সুবীর মুখোপাধ্যায়

কলকাতা: বাংলার সুস্বাদু আনারস ইতিমধ্যে সুনাম কুড়িয়েছে দেশ বিদেশে। আর এই প্রেক্ষিতে এবার বাংলার আনারসের কদর দেখে সুদূর পশ্চিম এশিয়ার ইজরায়েল থেকে মোটা অংকের আনারস গাছের চারা সরবরাহের বরাত পেয়েছে রাজ্য সরকার। চলতি আর্থিক বছরে প্রায় ১০ লাখ উন্নত মানের এই আনারসের চারা পাঠানো হবে ইজরায়েলে দেশে। ইসরায়েলে লাগাতার যুদ্ধ চলায় চারা পাঠানো সম্ভব হয়নি রাজ্য সরকারের তরফে। কিছুটা যুদ্ধ বিরতি হলেই ১০ লাখ আনারসের চারা পাঠানো হবে এই দেশে। রাজ্যের হর্টিকালচার এবং ফুড প্রসেসিং দপ্তর এই চারা পাঠানোর সমস্ত রকমের প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

সারা দেশের একাধিক এলাকায় আনারসের ফলন হলেও বাংলার সুস্বাদু আনারসের চাহিদা সব থেকে বেশি। রাজ্যের ফুড প্রসেসিং এবং উদ্যানপালন দপ্তর নদিয়ার আয়েসপুরে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আনারস উৎপাদনে

ব্যাপক সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গে এক্সেল প্ল্যান্ট লিংক প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি বেসরকারি সংস্থা আনারস গাছের টিস্যু নিয়ে গবেষণার কাজ করছে। এই সংস্থার মাধ্যমে ইজরায়েলে পাঠানো হবে উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি করা আনারসের চারা গাছ।

সূত্রের খবর, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ২২ লাখ কলা গাছের চারা সরবরাহ করেছে একাধিক দেশে। সুব্রতবাবু আরও জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার বেঙ্গালুরু, ওড়িশা এবং গুজরাতে প্রায় ২ লাখ আনারসের চারা সরবরাহ করেছে। ইতিমধ্যে ইসরাইল এর বিজ্ঞানীরা বাংলার হরটি কালচার ল্যাবরেটরি দু বার পরিদর্শন করে গেছেন। এখনকার গবেষণার কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। ইজরায়েল সরকার আনারসের পাশাপাশি কলা গাছের চারা বরাত দিয়েছে রাজ্য সরকারকে। রাজ্য সরকারের ল্যাবরেটরি দীর্ঘদিন ধরে বিশেষজ্ঞের অভাবে পড়েছিল। কিন্তু এই ল্যাবরেটরির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এক্সপার্ট নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Naresh Ch. Verma S/o. Late Chunchun Lal Verma, R/o. B.P. Singh Colony Satimatala, P.O.- Makhala, P.S.- Uttarpara, Dt- Hooghly, Pin-712245, ভুলবশতঃ আমার P.F., E.S.I. আর Member Id-তে আমার বাবার নাম লেখা আছে C.L. Verma যেটা সঠিক হবে Chunchun Lal Verma, আর আমার D.O.B. লেখা আছে 07-01-1960, যেটা সঠিক হবে 01-07-1960, গত 20-02-2024 তারিখে Ld. Judicial Magistrate, 1st Class Serampore Court থেকে Affidavit (1770) বলে প্রমান করছি যে, আমার বাবার নাম C.L. Verma আর Chunchun Lal Verma দুই জন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। আর আমার সঠিক D.O.B হলো 01-07-1960.

Notice

Through this general notice it is hereby informed that my client Megacity Merchant Private Limited office at 29-B Rabindra Sarani 3rd floor Room No. 2E Kolkata 700073 Through its authorised representative Bijay Kumar Dokania and Mrs. Sanju Dokania, wife of Bijay Kumar Dokania residing at 316 Canal Street P.S Lake Town Kolkata 700048 cancelled the unregistered term sheet dated 09.05.2015 executed with Mohini Plaza Private Limited Unit No.-405, 4th floor Chandan Niketan, 52A, Shakespeare Sarani Kolkata 700017 represented by Mr. Mahesh Karnani (DIN No. 00354068) S/o Late Shew Kumar Karnani Authorised Signatory and or Director of Mohini Plaza private Limited Office at Unit No.-405, 4th floor Chandan Niketan, 52A, Shakespeare Sarani Kolkata 700017 by a letter dated 03.02.2024 with respect to the mentioned schedule property.

Schedule of the property

ALL THAT piece and parcel of the property measuring about 62.8 Cottahs more or less under R.S & L.R Dag No. 1117, 1118, 1119, 1120, 1126, & 1127 and others in mouza Kalikapur, L.R Khatian No. 1495, 1496, J.L No. 40, R.S No. 143, Touzi No. 10, under police station Rajarhat, under Patharghata Panchayat District 24 Parganas (North).

ASM & Associates
Anita Sarswat
Advocate

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৫ শে ফেব্রুয়ারি। ১২ ই ফাল্গুন , রবিবার । প্রতিপদ তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র ও বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাণিজ্যে ধন লাভ নিশ্চিত। বাণিজ্যের নতুন সুযোগ বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন বা যন্ত্রাংশ বিক্রির ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা প্রশাসনিক কর্মে রয়েছেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রতিবেশী সহ সুন্দর অবস্থান ।ভগবান শ্রী গনেশ জী চরণে দুর্বা দিন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য এবং বিবাহিত জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল, অতীব শুভ দিন, ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যারা লেখালেখি করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহায়তা লাভ। প্রবীন নাগরিকের শরীর সুস্থতার দিকে। মহাশক্তি মা কলী মন্ত্র উচ্চারণ শুভ।

মিথুন রাশি : নতুন সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। বিক্রয় প্রতিনিধিদের দিনটি শুভ যাবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। তৃতীয় ব্যক্তির সাথে যে বিবাদ ছিল আজ তা মিটে যাবে। সন্ধ্যার পর কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই ভালো। আজ নতুন এক সম্ভাবনাময় দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।ভগবান শিবের চরণে বেলপাতা প্রদান।

কর্কট রাশি : পুরাতন বন্ধু বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। পরিবারের সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ ছিল, তা সমস্যা সমাধানের দিকে যাবে। কোন আইনের লড়াইয়ে আপনি প্রবীণ মানুষের সহায়তা পাবেন ।সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যদি ইমারতীর দ্রব্য বা ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তবে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন

সিংহ রাশি : যারা কর্মের অনুসন্ধানে আছেন তাদের আজকের দিনটি শুভ নয় ।ব্যাংক ইন্সুরেন্সে দৌড়াদৌড়ি হবে, ছুটোছুটি হবে কিন্তু কাজটি না হওয়ার যোগ। বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে যে পাকা কথা হওয়ার ছিল তা বাধা পড়বে। সম্পত্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে, ভগবান শ্রী নারায়ন দেবের চরণে ১০৮ তুলসী দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শুভ যোগাযোগ হবে। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে শুভ। গৃহবধূ ও প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে অতীব শুভ দিন। বিবাদের আশঙ্কা আছে তবে ধৈর্য সহ কথা শুনলে, বিবাদের আশঙ্কা নেই ।যারা বস্ত্রের ব্যবসায়ী তাদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে তুলসীপত্র দিয়ে পূজা পাঠ করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে, পুরাতন বান্ধবের থেকে। আজ সতর্ক থাকতে হবে, বাণিজ্য বিষয়ে। যে মানুষটি কথা দিয়েছিলেন নতুন কিছু শুরু করার সেই বিষয় কোন বাধা পড়বে। কোন কিছু না পড়ে সই করা যাবে না। বিদ্যার্থীরা ধৈর্য ধরো, শুভ দিন আসন্ন। যারা ইমারতী দ্রব্যের ব্যবসা করেন, তাদের ধৈর্য ধরা শুভ। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে দূর্বা প্রদান করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : ছোট ভ্রমণের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। প্রবীণ দ্বারা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি প্রবল সম্ভাবনা। যারা বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা করেন, তাদের নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদেরও সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। মা দুর্গার চরণে নারিকেল প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : শুভদিন। যে বান্ধবের দ্বারা কাজটি হওয়ার কথা ছিল, আজ তা সম্পূর্ণ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছোট ভাই বা পরিবারে কনিষ্ঠ স্বজন দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি তা পালন করার জন্য অর্থ প্রাপ্তি সম্ভাবনা। মা দুর্গার চরনে লাল পুষ্প দান করুন।

মকর রাশি : যারা গাড়ির যন্ত্রাংশ ব্যবসা করেন, তাদের শুভ দিন। যারা গাড়ি কেনা বেচা করেন তাদেরও শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী তাদের শুভ দিন ।বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সহায়তা লাভ অনাত্মীয় সুনাম বৃদ্ধি।

কুম্ভ রাশি : সামান্য তর্ক-বিতর্ক হবে। মানসিক ভাবে শক্তিশালী হলে এই বিতর্ক দানা বাঁধবে না। এক বান্ধবীর দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ আছে। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য প্রয়োজন। যারা খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের আজ রিস্ক না নেওয়া শুভ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্লপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : এগিয়ে চলুন, এক নতুন সংযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাড়ির সম্পত্তি ভূমি বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য শুভ দিন। সন্তানের কোন চাহিদা পূরণ করতে পারেন। ধৈর্য ধরুন আগামীতেও শুভ ফল পাবেন। ভগবান গনেশ জী চরণে দূর্বা দিন, হলুদ রঙের লাড্ডু প্রসাদ রূপে দিন ভালো হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ব্যান্ডেলে অননুমোদিত বিক্রেতাদের নিম্নমানের খাবার বিক্রির বিরুদ্ধে পূর্ব রেলের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যান্ডেল: পূর্ব রেলের তরফ থেকে বিভিন্ন স্টেশন প্রাঙ্গণে অননুমোদিত স্টলে সঠিক মানাসম্পন্ন খাবার বিক্রি করা হয়। আর এই খাবার যাতে সহজেই পান যাত্রীরা সেদিকেও সমানভাবে নজর রাখা হয়। তবে এরই মাঝে প্রায়ই অভিযোগ আসে বেশ কিছু অননুমোদিত বিক্রেতারা এবং খ বারের দোকানের মালিকরা নিম্নমানের খাবার বিক্রি করছেন।

এমন অভিযোগ পাওয়ার পরই ব্যান্ডেল স্টেশনে অননুমোদিত বিক্রেতারা যেখানে সামগ্রী বিক্রয় করছেন সে ব্যাপারে সম্প্রতি ব্যান্ডেল স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ভিজিল্যান্স চেক পরিচালনা করা হয়। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ভিজিল্যান্স ইন্সপেক্টর, মুখ্য টিকিট ইন্সপেক্টর, স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট এবং ব্যান্ডেল-র আরপিএফ ইন্সপেক্টরও। এই ভিজিল্যান্স চেকের সময়েই নজরে আসে ব্যান্ডেল-র ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রায় ৯ থেকে ১০জনঅননুমোদিত বিক্রেতা বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করছেন। যার মধ্যে রয়েছে 'ঘুঘনি' বিস্কুট, অস্বীকৃত ব্রান্ডের জল, ফলের মতো অনেক কিছুই। এরপরই ব্যান্ডেল-র আইপিএফ-কে প্রাপ্ত অননুমোদিত বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে রেলওয়ে নিয়মগুলি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, একটি অননুমোদিত বিক্রেতা থেকে 'ঘুঘনি' এর নমুনা সংগ্রহ করে হাওড়া অর্থোপেডিক হাসপাতালে গুণমান পরীক্ষার জন্য পাঠানোও হয়। এরপর পরীক্ষাতে প্রমাণিত হয় যে, নমুনাটির মান মানুষের খাবার জন্য নিরাপদ নয়।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, রেলওয়ে পরিসরে অননুমোদিত বিক্রেতারা অগুণগত এবং অসুরক্ষিত খাবার সামগ্রী বিক্রি করছেন। যার থেকে সম্ভাবনা যাত্রীদের অসুস্থ হওয়ার। এই কারণে, রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে প্রবেশকারী জনসাধারণকে শুধুমাত্র রেলওয়ে অনুমোদিত বিক্রেতা বা স্টল থেকে গুণমানের নিশ্চিত পণ্য কেনার জন্য অনুরোধ করা হয় পূর্ব রেলের তরফ থেকে।

লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আজ ফের বৈঠকে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসার আগে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি কি অবস্থায় রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। কমিশন সূত্রে খবর, লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আজ ফের বৈঠক বসতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। শনিবার রাজ্যের সব জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনার হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, রাজ্য কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসার আগে দফায় দফায় রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

রবিবার ভার্চুয়াল বৈঠকে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লিকে ব্যাখ্যা দেবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। প্রসঙ্গত, শনিবারের বৈঠকে এদিনের আলোচনার ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে রিপোর্ট দেবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব-সহ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে সমস্ত নোডাল অফিসার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের, বৈঠক হয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কর্তাদের সফরের আগে সমস্ত জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। স্মারকী মহাপাত্র এবং বিনোদ কুমার আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পদে আসছেন বলে সূত্রের খবর। মঙ্গলবার তাঁরা নতুন পদে যোগদান করবেন বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

কৃষক আন্দোলনের সমর্থন ও কৃষকের মৃত্যুর প্রতিবাদে সরব কলকাতাও। ছবি: অদিতি সাহা

মালদায় চালু হতে চলেছে মাছের ডিম থেকে চারা পোনা উৎপাদনের হ্যাচারি কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে মালদায় নতুন করে চালু হতে চলেছে মাছের ডিম থেকে চারা পোনা উৎপাদনের হ্যাচারি কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে মালদা জেলার ইংরেজবাজার ব্লকের সাগরদিঘিতে। এরপরে নতুন করে চাঁচল ১, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ এবং গাজোল ব্লকে আরও তিনটি চারা পোনা তৈরির হ্যাচারি কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। চলতি বছর এপ্রিল মাসের শুরুতেই এই হ্যাচারিগুলি চালু করে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে জেলা মৎস্য দপ্তর। পাশাপাশি এই হ্যাচারিগুলি সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দিয়েই পরিচালিত করা হবে। এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় হবে ২৫ লক্ষ টাকা। বছরে গড়ে ৩০ কোটি মাছের চারা পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই এই হ্যাচারি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে মৎস্য দপ্তর বলে জানা গিয়েছে।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানিয়েছেন, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মালদা এসে একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করে গিয়েছেন। যার মধ্যে মাছের চারা পোনা তৈরির এই মৎস্য প্রজনন কেন্দ্রও রয়েছে। এর ফলে জেলায় মাছের চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক কর্মসংস্থান হবে। শীঘ্রই এই হ্যাচারিগুলি চালু হয়ে যাবে।

মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলার চাঁচল ১, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ এবং গাজোল ব্লকে এই হ্যাচারি গুলি তৈরি হবে। যেখান থেকে বছরে গড়ে ৩০ কোটি মাছের চারা পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তিন থেকে চার কেজি ওজনের রুই, কাতলা, গ্যাসকর্প, আমেরিকান রুই, মৃগেল, সিলভারকর্প সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এইসব হ্যাচারিতে পালনের পর, বিশেষভাবে হরমোনের ইনজেকশন দেওয়া হবে। তার ঠিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সেই সব মাছের ডিম থেকে সংশ্লিষ্ট হ্যাচারিগুলিতে চারা পোনা উৎপাদন করা হবে। বিভিন্ন হ্যাচারিগুলিতে মাছের চারা পোনা উৎপাদনের ক্ষেত্রে একাধিক নির্দিষ্ট মাপের ট্যাংক তৈরি করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ থেকে চারাপোনা উৎপাদনের পর সেগুলোই আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ইংরেজবাজার ব্লকের কয়েক হাজার বিঘা জমির উপর রয়েছে সাগরদিঘি মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র। সেখানেও মাছের ডিম থেকে চারাপোনা উৎপাদনের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু একটি হ্যাচারির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ চারাপোনা উৎপাদন করে চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। তারজন্যই সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে আরও তিনটি ব্লকে এই হ্যাচারির মাধ্যমে আরো বেশি করে চারাপোনা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।

মালদা জেলা মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক অসীম নন্দী জানিয়েছেন, মার্চ মাসের মধ্যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। এপ্রিল থেকেই মাছের চারাপোনা উৎপাদনের কাজও চালু হয়ে যাবে।

খাদ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সরকারি ইংরেজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু প্রথম স্মার্ট ক্লাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের অনুমোদিত ইংরাজি মাধ্যম প্রাথমিক স্কুলে এই প্রথম চালু হল স্মার্ট ক্লাসরুম। শনিবার মধ্যমগ্রামের মাইকেল নগরের সাহারা বিদ্যাভবনে এই ডিজিটাল ক্লাসরুমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী। আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীদের হাজিরা এবং ছুটিতে স্কুল ছাড়ার সময় জানতেই বায়োমেট্রিক সিস্টেম চালু করার পরিকল্পনাও রয়েছে স্কুলের পরিচালন সমিতির। একদিকে ড্রপ আউট কমানো, অন্যদিকে, একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্য নিয়েই সাহারা বিদ্যাভবনে চালু হল স্মার্ট ক্লাসরুম। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিকক্ষ, ফ্রি সাবজেক্ট, এলইডি স্ক্রিন সহ পড়ুয়াদের জন্য ডেক্সটপ টেবিলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে স্মার্ট ক্লাসরুমে। একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের সহায়তায় প্রাথমিক স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম চালু হওয়ায় খুশি পড়ুয়া থেকে অভিভাবকরা। প্রাক-প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত বর্তমানে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সাতশোর অধিক। শিক্ষিকা রয়েছেন ১৫ জন। প্রাক-প্রাথমিক থেকে ছাত্রছাত্রীদের সপ্তাহে প্রতিদিনই রোটেশন অনুযায়ী ডিজিটাল ক্লাসরুমে ক্লাস করার সুযোগ পাবে ছাত্রছাত্রীরা। উদ্বোধক তথা খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, ডিজিটাল ক্লাসরুমের মাধ্যমে ভিজ্যুয়ালি কোনও বিষয় দেখলে অনেক বেশি মনগ্রাহী হয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে। আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ডিজিটাল ক্লাসরুমের হাত ধরে আরও একধাপ এগিয়ে গেল মাইকেলনগরের সাহারা বিদ্যাভবন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল।

বিদেশি মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার ১, উদ্ধার বিদেশি মদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: গোপন সূত্রে অবৈধভাবে বিদেশি মদ বিক্রির অভিযোগ পেয়ে শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের শাশড়া চকে একটি বিদেশি মদের দোকানে অভিযান চালিয়ে কয়েক হাজার টাকার বিদেশি মদ উদ্ধার করল গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ। এদিন গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ আধিকারিক দেবাশিস মালের নেতৃত্বে গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ অতর্কিতে অবৈধভাবে বিদেশি মদ বিক্রির দোকানে অভিযান চালায়। গোপীবল্লভপুর থানার শাশড়া চকের একটি বিদেশি মদের দোকান থেকে ৭৪ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করে। বিদেশি মদ বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পর পুলিশের পক্ষ থেকে কয়েকদিন ধরে নজরদারি শুরু করা হয়েছিল। অভিযোগ সত্য বলে অনুমান করে শুক্রবার দিনভর তল্লাশি চালায় গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ। শনিবার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করে পুলিশ। আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এই প্রসঙ্গে গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সারফারাজ বলেন, অবৈধভাবে বিদেশি মদ বিক্রির বিরুদ্ধে পুলিশের লাগাতার অভিযান চলবে। আগামী দিনে অবৈধ বিদেশি মদের সঙ্গে যু যারা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কারণে হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে বাতিল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ফের ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কারণে হাওড়া এবং শিয়ালদা ডিভিশনে বাতিল থাকবে ট্রেন। ঘুরপথেও চলবে বেশকিছু ট্রেন। ইতিমধ্যেই পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে গোটা বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেলের তরফ থেকে হাওড়া ডিভিশনের ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কারণে রবিবার ২৫ ফেব্রুয়ারি বাতিল ট্রেনের তালিকায় রয়েছে, বর্ধমান থেকে ৩৬৮১২, ৩৬৮১৪, ৩৬৮১৬, ৩৭৮১২, ব্যান্ডেল থেকে ৩৭২১২, ৩৭২১৪, ৩৭২১৬, ৩৭৮১২, গুড়াপ থেকে ৩৬০৭২, তারকেশ্বর থেকে ৩৭৩১২, হাওড়া থেকে ৩৬৮১১, ৩৬৮১৩, ৩৬৮১৫, ৩৭৮১১, ৩৭২১১, ৩৭২১৩, ৩৭২১৫, ৩৭২১৯, ৩৬০৭১, ৩৭৩০৭, শিয়ালদা থেকে ৩২২১১, ৩২২১৩, ডানকুনি থেকে ৩২২১২, ৩২২১৪। এছাড়াও এই ব্লক চলাকালীন স্পেশাল বা বিলম্বে তলা ট্রেন এবং কোনও নতুন চালু ট্রেন, পার্সেল ট্রেন, টিওডি যদি থাকে, সেগুলি সুবিধা মতো পরিবর্তিত পথে চলবে বা সেগুলির যাত্রাপথ নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

শুধু হাওড়াই নয় শিয়ালদহ ডিভিশনেও শনিবার বেশ কিছু ট্রেন

বাতিল করা হয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ১১টা থেকে আগামীকাল ২৫ তারিখ ভোর ৪টে পর্যন্ত ট্রাফিক ব্লক চলবে শিয়ালদা ডিভিশনের নৈহাটি-ব্যান্ডেল লাইনে। রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান হয়েছে এর ফলে আজ নৈহাটি - ব্যান্ডেল লাইনে আপ ৩৭৫৫৭ / ডাউন ৩৭৫৫৮ বাতিল থাকবে। এছাড়া ২৫ তারিখ ১৩১০৬ ডাউন বালিয়া - শিয়ালদা এক্সপ্রেস, ১৩১৬০ ডাউন যোগবাণী - কলকাতা এক্সপ্রেস, ১৫০৫০ গোরখপুর - কলকাতা এক্সপ্রেস এবং ১৩১৫৪ ডাউন মালদা টাউন - শিয়ালদা গৌড় এক্সপ্রেস নৈহাটির পরিবর্তে ডানকুনি হয়ে চলবে এবং ডানকুনিতে থাকবে।

এছাড়া এর ফলে কিছু ট্রেনের ছাড়ার সময়েও পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৩১৯০ ডাউন বালুরঘাট - শিয়ালদা এক্সপ্রেস ১ ঘণ্টা পরে ছাড়বে। অর্থাৎ বালুরঘাট থেকে সন্ধ্যা ৭টার পরিবর্তে ৮টায় ছাড়বে। ১৩১৬৪ ডাউন সহরসা - শিয়ালদা হাটেবাজারে এক্সপ্রেস সহরসা থেকে দুপুর ২টো ১৫ মিনিটের পরিবর্তে আড়াইটেয় ছাড়বে। ১৩১৪২ ডাউন নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদা তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে দুপুর ১২টা ২০ মিনিটের পরিবর্তে আড়াইটেয় ছাড়বে।

প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, প্রায়শই শিয়ালদা বা হাওড়া ডিভিশনে পাওয়ার এবং ট্রাফিক ব্লকের কারণে ট্রেন বাতিল ঘোষণা করা হয় রেলের পক্ষ থেকে। যার জেরে বারেবারেই সমস্যার মধ্যে পড়তে নয় নিত্যযাত্রীদের। গন্তব্যে পৌঁছতে হয়রানির শিকার হতে হয় মানুষকে। এবার ফের একবার তেমনই ভোগান্তির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ভাগীরথীতে উপচে পড়া ভিড় পুণ্যার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গঙ্গায় স্নান করার জন্য পুণ্যার্থীদের ঢল উপচে পড়ল। শনিবার সকাল থেকেই ইংরেজবাজার ব্লকের সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানের গঙ্গার শাখা নদী ভাগীরথীতে অসংখ্য পুণ্যার্থীরা স্নান করার জন্য জমায়েত হন। এরসঙ্গেই ওই এলাকায় থাকা বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দিরেও ভক্তেরা পুজো দেন। আর এই মাঘী পূর্ণিমার স্নান যাত্রাকে ঘিরেই সাদুল্লাপুর এলাকায় বিশাল মেলাও বসে।

এদিন মালদার পাশাপাশি ভিন জেলা থেকে কয়েক হাজার মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানে। পরিবারের মঙ্গল কামনা করে গঙ্গাস্নানের পর পুজো অর্চনা করেন পুণ্যার্থীরা। মেলায় যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই কারণে মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিল বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মী ও বিশাল পুলিশ বাহিনী। বহুদিন ধরে পুণ্যার্থীরা স্নান করতে আসেন ভাগীরথী নদীতে। তবে শুধু স্নান নয় মেলার অন্য আকর্ষণ সাদুল্লাপুরের হাতি পাইয়া লুচি। হাতির পায়ের ছাপের মতো বড় আকারের লুচি বিক্রি হয় সাদুল্লাপুর এলাকায়। তাই তার নাম হাতি পাইয়া লুচি।

একাধিক বিষয় নিয়ে বৈঠকে মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১০০ দিনের কাজের টাকা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দেওয়া শুরু ২৬ ফেব্রুয়ারি। ১ মার্চ পর্যন্ত টাকা দেওয়ার কাজ চলবে। শুক্রবার সব জেলাশাসককে একথা জানিয়েদিয়েছেন মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। এদিন নবান্ন থেকে ভার্চুয়ালি বৈঠকে তিনি বলেন, 'একই দিনে অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারি ১০০ দিনের সব শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নাও ঢুকতে পারে।

তবে ধাপে ধাপে ১ মার্চের মধ্যে মজুরির টাকা ঢুকে যাবে।' তা নিয়ে যাতে কোনওরকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়। তার জন্য যথোপযুক্ত প্রচারের নির্দেশ দেন তিনি। কেন্দ্র ১০০ দিনের শ্রমিকদের টাকা দীর্ঘদিন আটকে রেখেছে। রাজ্য সরকার এই টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেইমতো এদিন ওই টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যসচিব।

গরম পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ডেঙ্গু বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এদিনের বৈঠকে ডেঙ্গু প্রতিরোধ কাজ শুরু করে দেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব। ডেঙ্গু নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের ওপর জোর দেওয়া, নাগরিক সচেতনতা বাড়ানোর নির্দেশ দেন তিনি। সেইসঙ্গে সবুজ সাথী সাইকেলও যাতে সময়ে দিয়ে দেওয়া হয়, তার ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১২ ফাল্গুন ১৪৩০ রবিবার

দূষণ সংক্রান্ত বিষয়ে ছাড়পত্র নেই! রবিতে কল্যাণী এইমসে উদ্বোধনের আগে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ রবিবার কল্যাণী এইমসের উদ্বোধন করার কথা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। তার আগেই হাসপাতালের পরিবেশগত ছাড়পত্র নিয়ে তৈরি হল বিতর্ক। নতুন বিল্ডিংয়ের জন্য নাকি নেওয়া হয়নি পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র! এই অভিযোগ তুলেছে খোদ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ।

পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়া না হলে ‘কনসেন্ট টু অপারেট’ দেওয়াও সম্ভব নয় বলেই জানানো হয়েছে। এদিকে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশের রায়ের কারণেই এই ছাড়পত্র দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেও জানিয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। ফলত, এইমস উদ্বোধনের আগেই নতুন করে একটি বিতর্কের সূত্রপাত হয়। যদিও, মোদির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিলের ব্যাপারে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণীতে এমস গড়ার কথা বলেন। কেন্দ্রের সবুজ সংকেত মেলায় কলকাতা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে ১৮০ একর জমিতে হাসপাতাল তৈরির কাজ শুরু হয় ২০১৫ সালে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে মেডিক্যাল কলেজটি চালু হয়। এ বার পূর্ণ রূপে হাসপাতাল চালু হতে চলেছে। রবিবার তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তার আগেই নতুন বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। এই প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠছে, আসন্ন লোকসভা ভোটের দিকে তাকিয়েই কি তড়িঘড়ি এমস চালু করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার? তাই কি পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র নেওয়া হয়নি? এ বিষয়ে কেন্দ্র বা এমস কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এইমস কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, ‘রাজ্য সরকারের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে আদালতে একটি মামলা দায়ের আছে। সেটি আদালতে বিচারাধীন। আদালত যা রায় দেবে, সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ হবে। তবে এর সঙ্গে উদ্বোধনের কোনও বিষয় নেই। নির্দিষ্ট সূচি মেনেই অনুষ্ঠান হবে।’ রবিবার গুজরাতের রাজকোট থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এইমস রাজকোট, এইমস ভাতিন্ডা, এইমস মঙ্গলগিরি, এইমস রায়বেরেলি এবং এইমস কল্যাণীর উদ্বোধন করবেন ভার্চুয়ালি। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিরল রোগ চিহ্নিত করতে পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার, বাড়ি গিয়ে খোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বহু শিশু বিরল রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু তারা যে কোনও বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়েছে তা বুঝতেই অনেকটা সময় লেগে যায় সচেতনতার অভাবে। বিরল রোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল কলকাতা পুরসভা। বিভিন্ন ওর্য়াডে ক্যাম্প করে মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি চিকিৎসা পরিষেবাও দেওয়া হবে। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে এ খবর জানালেন ডেপুটি মেয়র ও স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। রবিবার সকাল ৬টায় বিরল রোগে আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে একটি ম্যারাথনের আয়োজন করছে পুরসভা। ডেপুটি মেয়র বলেন, ‘বিরল রোগ মূলত জেনেটিক ডিসঅর্ডার। পুরসভার চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রশিক্ষিত চিকিৎসক এবং আশা কর্মীরা থাকবেন। তাদের কাছে গিয়ে মানুষ চিকিৎসা ও পরামর্শ নিতে পারবেন।’

কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা ডক্টর টি কে মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘ বিরল রোগের অনেক শিশুর মৃত্যু হয়। অনেক সময় বিরল রোগকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। জনস্বাস্থ্য মুল কথা হচ্ছে রোগকে নির্ণয় করা। এই অভিনব উদ্যোগ একমাত্র কলকাতা পুরসভা নিতে সক্ষম হয়েছে।’ এই কর্মসূচির মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষরা সচেতন হতে পারবেন। ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ বলেন, ‘আমরা প্রথমে বিরল রোগের সমীক্ষা পরীক্ষা শুরু করব। তার পরে ১৪৪ টি ওয়ার্ডে সচেতনতা শিবির করা হবে। সরাসরি আমরা সাসপেক্ট ওয়ার্ডগুলিকে চিহ্নিত করব। যেখানে প্রায় ৭০০ জন আশা কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা হবে। ১০ ওয়ার্ডে শুরু হবে কিন্তু সমস্ত ওয়ার্ডের আশা কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা হবে।’

ডেপুটি মেয়র বলেন, ‘একজন শিশু অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে আসবে না সেটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। ১১ নম্বর ওয়ার্ডে এবং কাশীপুরে একটা ক্যাম্প করা হয়েছে। অনেক জায়গায় বিরল রোগের খবর পাওয়া যাচ্ছে। যার জন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।’ কলকাতা পুরসভার তরফে আপাতত ১০টি ওয়ার্ডে প্রাথমিক ভাবে পাইলট প্রোজেক্ট চালু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি মেয়র। ধীরে ধীরে এই প্রক্রিয়া শহরের ১৪৪টি ওয়ার্ডেই চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। কলকাতা পুরসভার তরফে চিকিৎসক শুভব্রত কাঞ্জিকে এই উদ্যোগের নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হবে। ডুশিন মাসকুলার ডিসট্রফি, প্রেডার উইলি সিন্ড্রোম ইত্যাদি বিরল রোগের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়াতে এই নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেই পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে খবর।

রবিবার সকাল ৬টায় বিরল রোগীদের নিয়ে একটা ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে বিরল রোগীদের পাশাপশি তাদের পরিবার উপস্থিত থাকবে বলে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুব্রত রায় চৌধুরী। এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্তি চিকিৎসক দীপাঞ্জনা বলেন, ‘আমাদের এই পাইলট প্রজেক্ট কলকাতা পুরসভা সম্পূর্ণ ভাবে সহযোগিতা করবে। তার জন্য বিভিন্ন ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া, সমীক্ষা করা এবং তার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে বিরল রোগের চিকিৎসা করা। হাইপটোনিয়া আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা বিনামূল্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। আমাদের রাজ্য একমাত্র যেখানে বিনামূল্যে বিরল রোগের চিকিৎসা করা হয়।’

ম্যাচ শেষ হতেই অসুস্থ, মৃত্যু বাংলার টিটি খেলোয়াড়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ম্যাচ শেষে অসুস্থ। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা হল না। মৃত্যু হল রাজ্য স্তরের এক টেবিল টেনিস খেলোয়াড়ের। মৃতার নাম অর্পিতা নন্দী দে (৩২)। তাঁর বাপের বাড়ি হাওড়ার ব্যাটরা অঞ্চলে। যদিও তিনি চাকরি করতেন কানপুরে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির অডিটোরিয়ামে।

বাগুইআটি থানার জোড়া মন্দির দেশবন্ধুনগরে তাঁর শ্বশুর বাড়ি। পুলিশ জানিয়েছে, কানপুরে রাইফেল ফ্যাক্টরিতে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদে চাকরি করতেন অর্পিতা। তিনি টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। অল ইন্ডিয়া অফিসিয়াল টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গত ১৭ ফ্রেবুয়ারি কানপুর থেকে বাগুইআটিতে তিনি এসেছিলেন। গত ২০ ফেব্রুয়ারি প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। প্রতিযোগিতার শেষ দিনে ফাইনাল ম্যাচ শেষে হাঁটার সময় হঠাৎ তিনি লুটিয়ে পড়েন। তৎক্ষনাৎ তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখান থেকে তাঁকে কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

জানা গিয়েছে, ওই খেলোয়াড়ের ছোটবেলায় একবার হৃদযন্ত্রের সমস্যাও দেখা গিয়েছিল। সেইসময় দেখানো ছিল বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ দেবী শেঠীকে।

ভাঙা বাড়ি ভেঙে শ্রমিকদের জন্য বহুতল, ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘদিনের ভাঙাচোরা বিপজ্জনক হয়ে যাওয়া ঘরগুলি ভেঙে সেই জমিতেই সম্পূর্ণ নতুন বহুতল তৈরি হচ্ছে। উত্তর কলকাতার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে। ওই ভাঙা ঘরের শ্রমজীবী বাসিন্দারাই পাবেন নতুন ফ্ল্যাট। প্রতিটি ফ্ল্যাটে ঘরের সঙ্গে শৌচালয়ও থাকবে। সম্পূর্ণ সরকারি খরচেই এই মডেল অভিযানটি হতে চলেছে। কাজ করছে কেএমডিএ।

উত্তর কলকাতার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে এমএমডি ব্যারাক বলে পরিচিত বিপজ্জনক ঘরগুলিতে লোকজন থাকছিলেন। ২০১০ সালে সেই ঘর ভেঙে শ্রমিকদের জন্য নতুন ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করার কাজ শুরু হয়। উদ্যোগ নেন ওই এলাকার বাসিন্দা প্রাক্তন রাজ্য সভার সাংসদ কুণাল ঘোষ । তখন কাউন্সিলর ছিলেন ডেপুটি মেয়র ফরজানা আলম। অভিযান থমকে যায় নানা কারণে। ২০২১ সালে আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী কাউন্সিলর হয়ে আসার পর এই চেষ্টা আবার নতুন করে শুরু হয়। একদিকে প্রকল্পটি সরকারি কর্তৃপক্ষকে বোঝানো, অন্যদিকে আবাসিকদের রাজি করানো, কাজ ছিল যথেষ্ট কঠিন। অয়ন সে কাজ সাফল্যের সঙ্গে করেন।

এক একটি ভাঙার সময় বাসিন্দাদের পাশের ওয়ার্ডে একটি বিকল্প জায়গায় অস্থায়ীভাবে রাখার ব্যবস্থা হয়। অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন অনেকেই। আদৌ নতুন আবাসন হবে কি। নতুন বাড়ি দেখে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে তাঁরা? প্রথম বহুতলটির ফ্ল্যাট হস্তান্তরের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হবে বলে সূত্রের খবর।

কলকাতা ট্রামের ১৫১ বর্ষ উদ্‌যাপন। কেক কেটে অনুষ্ঠান। বেলুন, ফুলে সাজল ট্রাম। ছবি: অদিতি সাহা

বৃষ্টিতে ভিজল তিলোত্তমা, তাপমাত্রা বাড়বে কয়েকদিনে

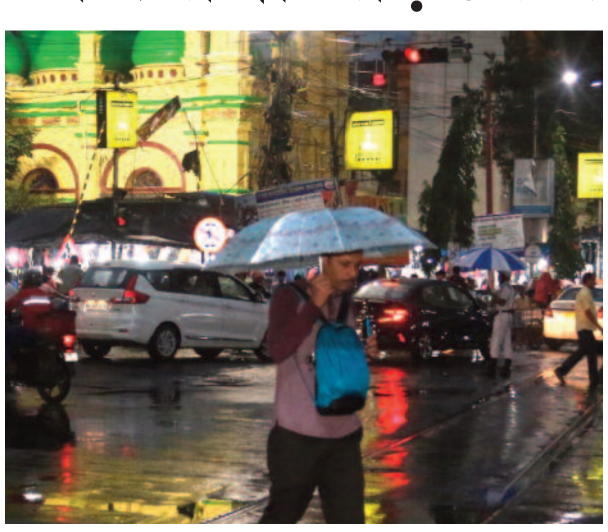

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস ছিল কিছু কিছু জেলায় হাল্কা বৃষ্টির। শনিবার সন্ধেয় বৃষ্টি নামে কলকাতায়। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে। তার জেরেই রবিবারেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে। তবে রবিবার ও সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। বেশিরভাগ জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া। মঙ্গলবার আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই। দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শনিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি। এদিকে শুক্রবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তাপমাত্রাও ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হবে।

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও একই আবহাওয়া থাকবে। এদিন উত্তরের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার ভিজতে পারে দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকা। তবে এ ছাড়া রবিবার থেকে উত্তরবঙ্গে আর কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া থাকবে মূলত শুকনো।

প্রয়াত কাউন্সিলর পার্বতীদেবী সাউ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রয়াত টিটাগড় পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বর্ষীয়ান তৃণমূল কাউন্সিলর পার্বতী দেবী সাউ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি টানা ১৫ বছর ধরে টিটাগড় পুরসভার কাউন্সিলর ছিলেন। মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পার্বতী দেবী দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য ব্যধিতে ভুগছিলেন। অসুস্থতার দরুন শুক্রবার সকালে তাঁকে কামারহাটি সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শনিবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে তাঁর টিটাগড় বাজার এলাকায় তাঁর বাড়িতে আনা হয়। সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং, টিটাগড় পুরসভার পুরপ্রধান কমলেশ সাউ, উপ-পুরপ্রধান মহম্মদ জলিল, প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রশান্ত চৌধুরী প্রমুখ । এদিন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ‘সাউ পরিবার দীর্ঘ ১২ টার্মের কাউন্সিলর। আগে ওনার শ্বশুর কাউন্সিলর ছিলেন। তারপর ওনার স্বামী কাউন্সিলর ছিলেন। শেষে পার্বতী দেবী কাউন্সিলর হন।’ সাংসদ বলেন, ‘ওনারা কংগ্রেস ঘরানার পরিবার। যদিও পরবর্তীতে পার্বতী দেবী তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন।’ সাংসদের দাবি,পার্বতী দেবীর প্রয়ানে তাঁরা একজন ভালো দক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিকে হারালেন।

সন্দেশখালিতে মহিলাদের ওপর নির্যাতন! শাসকদলকে বিঁধলেন মহিলা মোর্চার সভানেত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিতে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের একের পর এক অভিযোগ আসার পরেও এখনও পর্যন্ত শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। এবার এই ইস্যুতেই শনিবার কলকাতায় এসে শাসকদল তৃণমূলকে একহাত নিলেন বিজেপির জাতীয় মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ভানাথী শ্রীনিবাসন ।

শনিবার বিজেপির জাতীয় মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ভানাথী শ্রীনিবাসন জানান, কথায় কথায় হাথরাস, উন্নাওয়ের কথা বলা হলেও সেখানে অপরাধীরা গ্রেপ্তার হয়, কিন্তু এখানে সেটা হয় না। এরই পাশাপাশি বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রীর খোঁচা, দিনের পর দিন ওই এলাকায় মহিলাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু, রাজ্য সরকার অপরাধীদের একাংশকে ‘সেফ গার্ড’ দিচ্ছে। উল্লেখ্য, সন্দেশখালির ঘটনার বিষয়ে বিজেপি প্রতিবাদের বিরুদ্ধে বারবার তৃণমূল নেতৃত্বের মুখে শোনা গেছে হাথরাস থেকে মণিপুরের প্রসঙ্গ। এরই রেশ টেনে এদিন বিজেপি নেত্রী জানান, মণিপুরের ঘটনার পরেই প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজে বিবৃতি দিয়েছিলেন। সেই রাজ্যের সরকারকে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর এখানকার পুলিশ মহিলাদের ন্যূনত সুরক্ষাটুকু দিতে পারছে না, যাতে যেসব মহিলারা ক্ষতিগ্রস্ত তাঁরা এগিয়ে এসে অভিযোগ জমা করতে পারে।

একইসঙ্গে বিজেপির জাতীয় মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ভানাথী শ্রীনিবাসন এদিন এ প্রশ্নও তোলেন, পশ্চিমবঙ্গে কিছু একটা হলে সবসময় অন্যান্য রাজ্যের উদাহরণ টানা হয়, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ কি আলাদা? ‘দেশের অন্য প্রান্তে কোনও ঘটনা ঘটলেই তাঁরা এটা বলতে পারে না যে এখানে কোনও অপরাধ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ তো দেশের বাইরে নয়।’ এমনকী, সেই সব রাজ্যগুলিতে যদি তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধি যায়, সেখানে তাঁরা যেতেই পারেন। কিন্তু, এখানে বিরোধী দলকে গ্রামে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে, সে ব্যাপারেও প্রতিবাদ জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, শনিবার কলকাতায় আসেন বিজেপির জাতীয় মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ভানাথী শ্রীনিবাসন। সফরসূচি অনুযায়ী শ্রীনিবাসন শনিবার কলকাতাতেই থাকবেন।

ক্যামাক স্ট্রিটে উদ্ধার রাজ পরিবারের ব্যবহৃত কামানের পিছনে কোন ইতিহাস!

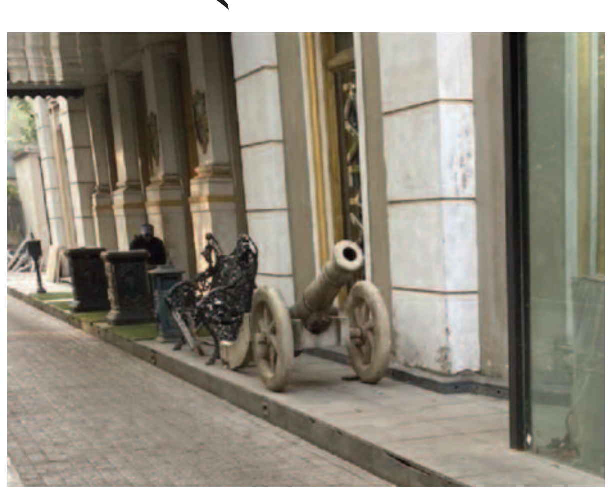

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফেয়ারলি প্লেস,স্ট্র্যান্ড রোডের মোড়ে ফুটপাথ, দমদমের সেন্ট্রাল জেল মোড়-সহ একাধিক জায়গায় পুরনো আমলের কামান উদ্ধার হয়েছে। আর এবার ক্যামাক স্ট্রিটে ঊনবিংশ শতাধীর প্রাচীন কামানের খোঁজ পাওয়া গেল।

এই কামান এতদিন নজরের আড়ালেই ছিল। রাস্তার ধারে বহুবছর ধরে কামানের সামনের অংশটা মাথা উঁচু করে ছিল। তবে তা পথচারীরা তাতে বিশেষ নজর দেননি। রাজ্যের অ্যাডমিনিস্ট্রের জেনারেল অ্যান্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি (এজিওটি) বিপ্লব রায়ের চোখে প্রথম পড়ে সেটি। সেটি বের করা হয় মাটি খুঁড়ে। ডাক পড়ে প্রত্নতত্ত্ববিদদের। মাটি খুঁড়তেই চোখ কপালে ওঠে সকলের। এতদিন যেটিকে হেলাফেলা করা হচ্ছিল, সেটি আসলে বিশালাকার একটি কামান। তার মুখে আবার আটকানো রয়েছে গোলা।

বিপ্লববাবু বলেন, ‘মাটিতে আধখানা পোঁতা অবস্থায় আকাশের দিকে মুখ তুলে ছিল কামানটি। এমনিতে কামানের পিঠে নির্মাণের সাল এবং তারিখ খোদাই করা থাকে। এছাড়াও বহু সাংকেতিক চিহ্ন থাকে, যা দেখে কামানের ইতিহাস জানা যায়। তবে দীর্ঘদিন রাস্তার ধারে অবহেলায় পড়ে থাকায় সেটির গায়ে ধুলোবালি, মাটি জমে ছিল।’ বিপ্লববাবু বলছেন, কামানটির ইতিহাস জানতে কিছুটা সময় লাগবে। তবে মনে করা হচ্ছে, কামানটি ঊনবিংশ শতকের। কোনও রাজ পরিবারে সেটি ব্যবহৃত হত।

এই কামানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ ফুট। ৭ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের একটি বাড়ির বাইরে থেকে কামানটি উদ্ধার হয়েছে। বিপ্লববাবুরা মনে করছেন, কামানটি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের হতে পারে। ভারতের যশস্বী বাঙালি শিল্পপতি ও সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ। রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার ভ্যাবলা গ্রামের এক সাধারণ গৃহস্থর পরিবারে। ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ। অ্যাকুইন মার্টিন ও রাজেন্দ্রনাথ মিলে তৈরি করেছিলেন মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি। ব্রিটিশ স্থপতি উইলিয়াম এমারসনের ডিজাইনে মহানগরীর গর্ব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি হয়েছিল তাঁরই তত্ত্বাবধানে। রাজভবনের বিপরীতে এসপ্লানেড ম্যানসন, মহীশূর প্যালেস ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানেই। বর্তমান হাওড়া ব্রিজ তথা রবীন্দ্র সেতু নির্মাণে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি সে সময়ে গঠিত হয়েছিল তার সভাপতি হিসাবে লন্ডনে গিয়েছিলেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ। ব্রিজ তৈরির প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর তত্ত্বাবধানেই ১৯৩২ খ্রিস্টাধে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মন্দির স্থাপিত হয়েছিল।

২৭ ফেব্রুয়ারি দুপুরে বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দ্বিতীয় হুগলি সেতু বন্ধ রাখা হবে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি। এদিকে কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সেতু এই দ্বিতীয় হুগলি সেতু। নবান্নগামী গাড়িও এই সেতু দিয়েই চলাচল করে। কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে আগামী ২৭ তারিখ দুপুর ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত মেরামতির জন্য বন্ধ থাকবে এই সেতু। আর সেই কারণেই কলকাতা থেকে হাওড়া যাওয়ার গাড়িগুলিকে স্ট্র্যান্ড রোডের মাধ্যমে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই দ্রুত মেরামতির কাজ চালানো হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে।

প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকদিন ধরে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর মেরামতির কাজ চলছে। নির্দিষ্ট একটি দিকে গার্ড রেল করে সেই কাজ চলছিল কিন্তু কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয় আগামী ২৭ তারিখ এক্সটেনশন কড এবং বিয়ারিং-র কিছু মেরামতির কাজ রয়েছে এর জেরে দু ঘণ্টা পুরোপুরি বন্ধ থাকবে সেতুটি। কলকাতা ও হাওড়া সংযোগ করার অন্যতম সেতু এই হুগলি ব্রিজ দু’ঘণ্টা বন্ধ থাকার জেরে যান চলাচলে সমস্যা হতে পারে এই বিষয়কে মাথায় রেখেই গাড়িগুলিকে ঘুরিয়ে হাওড়া ব্রিজমুখী করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

কেন রাজনীতিতে অনীহা পড়ুয়াদের, ভাবতে হবে

ছাত্র সংগঠন বস্তুটি বিপজ্জনক। রাজনীতিই ঘোর 'ডেঞ্জারাস'। রাজনীতির কথা ওঠামাত্র জানিয়ে দেয়, সে বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এ কথাটা ওদের আমরা বোঝাতে পারিনি, শিক্ষক হিসাবে, অভিভাবক হিসাবে, ওদের অগ্রজ হিসাবে। এ কি আমাদের ব্যর্থতা নয়? প্রবন্ধকারকে প্রশ্ন, আপনি কি তাদের কাছে কোনও যুবক বা যুবতীকে এখনকার আদর্শ রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীর উদাহরণ হিসাবে দেখাতে পেরেছেন? স্বাধীনতা-উত্তর কালে দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, মধ্যপন্থী বা অতিবামপন্থী নেতা বা নেত্রীরা, যাঁরা ছাত্র-আন্দোলন করে ভারতীয় রাজনীতিতে নাম করেছেন (যেমন অরুণ জেটলি, সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাট, বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সোমেন মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমু) তাঁদের অনেকেই পরবর্তী কালে মূলস্রোতের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আমাদের ছাত্রাবস্থা ছিল সত্তরের দশকের শেষে বা আশির দশকের গোড়ায়। তখনও অতিবাম আন্দোলনের আতঙ্ক কাটেনি, অভিভাবকগণ ধরে ধরে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে কলেজে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন। না, কোনও ভুল ছিল না। আজ পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রজীবনে অতি নিম্নমানের দলীয় রাজনীতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ যদি ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিবিমুখ করে থাকে, তাতেও কোনও ভুল নেই। ছাত্র-রাজনীতিতে দলীয় রাজনীতির ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে ছাত্র-রাজনীতির স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হতে বাধ্য। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে ইউনিয়নের অযাচিত হস্তক্ষেপ, ব্যবসায়ীদের অর্থানুকূল্যে বিশাল বাজেটের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অজুহাতে টাকা আমদানি, আর তার জন্যেই যেন তেন প্রকারেণ ছাত্র ইউনিয়ন দখল খুব জরুরি। কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের পর বছর নির্বাচন বন্ধ রেখে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা বন্ধ হওয়া দরকার। কলেজ চত্বরে হিংসা, বিশৃঙ্খলা বেড়েছে। পড়াশোনা করতে এসে কে চাইবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে? ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতারা সমাজের সর্বস্তরে কর্তৃত্ব জারি করে লাভের অঙ্ক বুঝে নিতে চাইছে। এই ছাত্রসমাজ কোন ভরসায় রাজনীতিতে পা রাখবে? স্বাধীনতা-উত্তর কালে বেশ কিছু সফল ছাত্র-আন্দোলন হয়েছে। যেমন, ১৯৭৩-এ আমদাবাদে নবনির্বাণ আন্দোলন, আশির দশকে অসমে ছাত্ররা তো সরকারই গঠন করে ফেলেছিল। নব্বইয়ের দশকে ভি পি সিংহের আমলে মণ্ডল কমিশনের প্রস্তাবিত ২৭ ওবিসি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সংরক্ষণের জন্য দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স আর সেন্ট স্টিফেন'স কলেজে ছাত্রদের ব্যাপক আন্দোলনের জেরে সরকারকে সাময়িক ভাবে পিছিয়ে আসতে হয়। আছে ২০১৪ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হোক কলরব' আন্দোলন। ২০১৬ সালে পিএইচ ডি গবেষক দলিত ছাত্র রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানের দাবিতে ছাত্র-আন্দোলন হয় নানা রাজ্যে। এমন উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও কেন ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতিবিমুখ, তার অনুসন্ধান জরুরি। শিক্ষক-শিক্ষিকারা দায়িত্ব নিন কলেজে-কলেজে ছাত্র-রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনাসভার। উদাহরণ পেশ করে আলোচনা করা হোক আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতার। সাহায্য করুন রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের চিনে নেওয়ার পদ্ধতিতে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে উপস্থিত থাকুন অভিভাবকরা। কেন রাজনীতিকে 'ডেঞ্জারাস' ভাবছে ছাত্রছাত্রীরা, কেবল সেই প্রশ্ন করে সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

আনন্দকথা

শ্রীকেশবচন্দ্র সেনও মার কাছে ঠাকুরের ক্রন্দন

শ্রীরামকৃষ্ণ — হ্যাঁগা, কেশবকেমন আছে? বড় অসুখ হয়েছিল।
মাস্টার — আমিও শুনেছিলাম বটে,এখন বোধ হয় ভাল আছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে যেত, আর মর কাছে কাঁদতুম, বলতুম, মা, কেশবের অসুখ ভাল করে দাও; কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব? তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম।
"হ্যাঁগা, কুক্ সাহেব নাকি একজন এসেছে? সে নাকি লেকচর দিচ্ছে? আমাক কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছিল। কুক্ সাহেবও ছিল।"
মাস্টার — আজ্ঞা, এইরকম শুনেছিলুম বটে, কিন্তু আমি তাঁর লেকচার শুনি নাই। আমি তাঁর বিষয় বিশেষ জানি না।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

দিব্যা ভারতী

১৯৪৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ড্যানি ডেনজনগাপ্পার জন্মদিন।
১৯৭৪ বিশ্বের চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দিব্যা ভারতীর জন্মদিন।
১৯৮১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শহীদ কাপুরের জন্মদিন।

আফ্রিকার এই দেশটির সব মানুষ কথা বলেন বাংলায়

সিদ্ধার্থ সিংহ

বাংলা ভাষা তার সীমানা পেরিয়ে প্রায় ১৫ হাজার মাইল দূরে আফ্রিকার একটি ছোট্ট অপরচিত দেশে শুধু পৌঁছেই যায়নি, সবার মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে।

দেশটির নাম সিয়েরা লিওন। এর উত্তর দিকে রয়েছে গিনি, দক্ষিণ-পূর্বে লাইবেরিয়া আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর। এর মোট আয়তন ৭১ হাজার ৭৪০ বর্গকিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ। এই সিয়েরা লিওনে ১৯৯১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তুমুল গৃহযুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে প্রায় পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিলেন। দেশের কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়েছিল। তলানিতে এসে ঠেকেছিল জনগণের গড়পড়তা আয়। ফলে দলে দলে কুড়ি লক্ষেরও বেশি মানুষ অন্যান্য দেশে শরণার্থী হিসাবে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখানে প্রায় ১৬টি জাতি বাস করেন। যাঁদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভাষা, আলাদা আলাদা সংস্কৃতি।

সিয়েরা লিওনের সরকারি কাজকর্ম মূলত ইংরেজি ভাষায় হলেও ওখানে প্রায় ২০টি ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে মেন্দে ও তেমনে ভাষা উল্লেখযোগ্য। প্রায় ১০ শতাংশ লোক ইংরেজি ভাষাভিত্তিক একটি ক্রেওল ভাষা, ক্রিও-তে কথা বলেন।

এই ক্রেওলটি সিয়েরা লিওনের প্রায় সবারই দ্বিতীয় ভাষা ছিল। মেন্দা ভাষা দক্ষিণাঞ্চলে, তেমনে ভাষা মধ্যাঞ্চলে এবং ক্রিও ভাষা প্রায় সার্বজনীন ভাষা বা লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা হিসেবে ব্যবহৃত হত।

এখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে সেই যুদ্ধ যখন প্রকট আকার ধারণ করল, নৃশংস খুনখারাপি এবং মহিলাদের ওপর নির্যাতন যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছল, সেই আক্রোশ থেকে বাদ গেল না শিশুরাও। তখন শুধু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনই নয়, মুখ থুবড়ে পড়ল সমস্ত সরকারি প্রচেষ্টা এবং প্রতিরোধ। ঠিক তখনই তড়িঘড়ি জাতিসংঘ এগিয়ে এসে এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেয়।

বাংলাদেশ-সহ আরও ১২টি দেশ এই মিশনে যোগ দেয়। সবাই মিলে সেই ভয়ংকর পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে শেষ মুহূর্তে নানা কারণে অনেক দেশই এখান থেকে সেনা ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু বাংলাদেশের সেনারা মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকেন। লড়াই চালিয়ে যান। গেরিলা নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধার করেন। সংঘাত দমন করেন এবং পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আর তার ফলেই বাংলাদেশি সেনারা সেখানকার সাধারণ মানুষজনের মন জয় করে নেন। হয়ে ওঠেন স্থানীয়দের আপনজন।

কোনও কোনও সেনা ওখানকার মেয়েদের প্রেমে পড়ে ওখানেই বিয়ে থা করে থেকে যান। কোনও কোনও সেনা আবার ওখানকার মেয়েদের বিয়ে করে নিয়ে আসেন বাংলাদেশে।

যাঁরা ওখানে থেকে গেলেন তাঁরা যেহেতু বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা খুব একটা ভাল জানতেন না, তাই ওখানকার লোকেরাই এই সেনাদের কাছ থেকে শিখে নেন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম ভাষা— বাংলা ভাষা। আর সেটা ওখানকার অধিবাসীদের মধ্যে এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে, ওখানে কথা বলার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাও প্রাধান্য পেতে শুরু করে।

শুধু স্থানীয় বাসিন্দারাই নন, বহু দিন ধরে চলে আসা দেশটির গৃহযুদ্ধ যেহেতু বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর তৎপরতাতেই সমাপ্ত হয়েছিল, তাই ওখানকার সরকার বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে সম্মান জানানোর জন্যই বাংলা ভাষাকে তাদের অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে।

এর পর ওই সেনারাই ওখানকার সাধারণ মানুষকে বাংলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সংস্কৃতিও শেখাতে শুরু করেন। ফলে অচিরেই এই বাংলা ভাষা আফ্রিকার ওই ছোট্ট দেশটির অন্যতম প্রধান ভাষায় পরিণত হয়।

শুধুমাত্র বাংলাতে কথা বলাই নয়, ওখানকার অধিবাসীরা বাংলা ভাষাতে গান, নাচ, আবৃত্তিও করা শুরু করে দেন। অনেক সময় নিজেদের মধ্যেও মাতৃভাষায় নয়, বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন তাঁরা।

আর এ জন্যেই সুদূর আফ্রিকার এই ছোট্ট একটি দেশে ইংরেজির পাশাপাশি কেজো ভাষা হিসেবে দ্বিতীয় সরকারি ভাষার স্বীকৃতি আদায় করে নেয় আমাদের এই বাংলা ভাষা। আর এখন এই দেশের প্রায় সমস্ত মানুষ বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন। শুধু এ দেশেরই নয়, সারা বিশ্বে সব মিলিয়ে ২৮ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশি লোক দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ভাষাই ব্যবহার করেন।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি, মানে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ৮ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা শহরে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের থেকে এঁদের অবদান কিন্তু কোনও অংশে কম নয়, বরং এক কাঠি উপরে।

১২৫ জন্মবর্ষেও জীবনানন্দ দাশ কুরুচিকর বিতর্কের ফেরে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

জীবনানন্দ দাশ তাঁর দিনলিপির খাতায় ব্যক্তিগত জীবনের ঘনিষ্ঠজনের কথা Y নামে উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিগত গোপনীয়তাই এই সাংকেতিক নামের ব্যবহার, তা সহজেই অনুমেয়। Y-এর প্রতি তাঁর দুর্বলতা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রথমে ১৯৩০-এর আগে BABY-র BY থেকে পরে ১৯৩১ থেকে শুধু Y লিখেছেন। সে যে তাঁর কাকা অতুলানন্দ দাশের মেঝ মেয়ে শোভনা তাও গবেষণায় বেরিয়ে আসে। জীবনানন্দ তাঁর ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গ ও বিধ্বস্ত জীবনে শোভনার অভাববোধকে খাতার পাতায় নানাভাবে তুলে ধরেছেন । সেই Y-কে নিয়ে গল্পেরও পরিকল্পনা করেছিলেন জীবনানন্দ। সেখান 'Y= শচী'কে নিয়ে একটি গল্পও লিখেছেন তিনি। সেই 'গ্রাম ও শহরের গল্প'-এর নায়িকা গ্রামবাংলাকে আপন করে বেড়ে ওঠা শচী কলকাতায় এসে পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সফল হলেও নিঃসন্তান একাকী সেই হারানো দিনের মতো। অন্যদিকে গল্পের নায়ক সোমেন শচীর পাশাপাশি গ্রামবাংলায় বেড়ে উঠেছে, কবিতা লেখে, বেকার ও বিয়ে করেনি। বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনাও নেই মনে করে সে। এখন সেও কলকাতায় থাকে। জীবনানন্দ দুজনকেই নিঃসঙ্গ করে রেখেছেন। শচী সেখানে গ্রামবাংলায় ফিরে যেতে চাইলেও সময় অনেকটাই গড়িয়ে যাওয়ায় ইচ্ছে থাকলেও সোমেন তাতে রাজি হয়নি। সেক্ষেত্রে কলকাতার বিচ্ছিন্ন নির্বাসনই শচী-সোমেনের নিয়তি হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ভূমেন্দ্র গুহ জীবনানন্দ দাশের 'শচী' নামে একটি অপ্রকাশিত উপন্যাসের কথা বলেছেন। আসলে প্রাণের টান বড় টান, তাকে এড়িয়ে চলা যায় না। জীবনানন্দের দাশের ভাষায়, 'আমি তারে পারি না এড়াতে'। সেই সম্পর্ককে গোপন করা যায়, অস্বীকার করা যায় না। তার আত্মিক যোগ নানাভাবে নানা রূপে প্রকাশের আলো খুঁজে নেয়। সেদিক থেকে জীবনানন্দ দাশের সৃজনবিশ্বে স্বাভাবিকভাবেই শোভনার অস্তিত্ব একাত্ম হয়ে পড়ে। অবশ্য শিল্পের মিথস্ক্রিয়ায় বা শিল্পীমনের অদৃশ্য সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্ধন এবং পরিশেষে সংশোধনের মাধ্যমে গড়ে তোলা রূপের মধ্যে ছায়ার কায়া মেলানো দুরূহ। বিশেষ করে স্রষ্টা যদি সে বিষয়ে নীরব থাকেন, তাহলে জোর দিয়ে বলাটাও অসমীচীন। জীবনানন্দ দাশ তাঁর খাতা তথা দিনলিপিতে সংকেতে বা ঈঙ্গিতে-ভঙ্গিতে, অথবা মনের খেদ-দুঃখ-হতাশা-অভিমানের রেশ ধরে সময়ের অনুবাদকে তুলে ধরেছেন, তা দিয়ে তাঁর মনকে বোঝা যায় বা পড়া যায় ঠিকই। কিন্তু তাতে তাঁর সৃষ্টির নেপথ্যকে সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তা শুধু অদৃশ্যই নয়, অভিনব রূপান্তর। অন্যদিকে অশোক মিত্র 'বনলতা সেন' কবিতাটির পঁচাত্তর পছর অতিক্রান্ত উপলক্ষ্যে আনন্দবাজার পত্রিকায় (২০১০-এর ২১ ডিসেম্বর) তাঁর নিবন্ধের শিরোনামে সরাসরি জানিয়েছেন, 'রাজশাহি জেলে বন্দি ছিলেন বনলতা সেন' । স্বাভাবিক ভাবেই তা 'বনলতা সেন' কবিতার সঙ্গে জেলে বন্দি বনলতার চেয়ে শোভনার সংযোগ আরও নিবিড়, আরও গভীর। শুধু তাই নয়, বনলতা নামটির বাস্তবতার যুক্তিও সেখানে অসাড় হয়ে পড়ে। ১৯৩৪-এ 'বনলতা সেন' লেখার আগেই ১৯৩৩-এর আগস্টে লেখা জীবনানন্দ দাশের 'কারুবাসনা' উপন্যাসের (১৯৮৬-তে প্রকাশিত) নায়কের প্রতিবেশিনী ও কৈশোরকালের প্রথম প্রেম তথা গ্রামবাংলার মেয়ে বনলতার আবির্ভাব ঘটে। সেক্ষেত্রে অপরাজেয় ব্যক্তিত্বময়ী বলেই রাজবন্দিনী বনলতার প্রতি কবির অন্তর্দৃষ্টিতে 'বনলতা সেন' সৃষ্টি হয়েছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। কবিতার ভাববিগ্রহের মধ্যে যেভাবে নাটোরের বনলতা সেনের মূর্তি গড়ে ওঠে, তার মধ্যে শুধু ব্যক্তিত্বের আলোই উঠে আসেনি, চারিত্রিক কলঙ্কও প্রকট হয়ে উঠেছে। আর তা হয়েছে অশোক মিত্রের নিবন্ধটি প্রকাশের অনেক আগে। ওপার বাংলার অর্থনীতিবিদ তথা লেখক আকবর আলি খান তাঁর 'পরার্থপরতার অর্থনীতি' (২০০০) বইয়ের 'লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অর্থনীতি' প্রবন্ধে 'নাটোরের বনলতা সেন'কে রূপজীবী বারাঙ্গনা বলে চিহ্নিত করেছেন । সেখানে অমর্ত্য সেনের বিশ্বে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের শিকার 'নিরুদ্দিষ্ট নারী' (missing woman)দের পরিচয়সূত্রে লেখকের সমাজে প্রান্তিক নারীদের উন্নয়নের আলোচনার সূচনায় জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনের কথা প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৬৮/৬৯ নাগাদ সরকারি কাজে নাটোরে গিয়ে দিন পনেরো থাকার অভিজ্ঞতায় তাঁর ধারণা যে পোক্ত হয়েছে, সেকথাও জানিয়েছেন। সেক্ষেত্রে উত্তর বঙ্গের নাটোরের রূপজীবীদের নামডাক থেকে 'দু-দণ্ড শান্তি', 'নিশীথের অন্ধকারে', 'দূর অন্ধকারে', 'এতদিন কোথায় ছিলেন' প্রভৃতির মাধ্যমে আকবর আলি খান বনলতাকে বারবণিতা বলে সুনিশ্চিত হন। সেখানে বনলতা সেন-রা 'নিরুদ্দিষ্ট নারী'দের চেয়ে উঁচু স্তরের বলে অভিহিত করেন তিনি। 'সেন' পদবিতে 'ভদ্রবংশ'-এর ইঙ্গিতেও বনলতার নামের মধ্যে আত্মগোপনের প্রয়াস মনে হয়েছে তাঁর। সেক্ষেত্রে কবিতাটি সম্পর্কে আকবর আলি খানের প্রশংসাতেও বনলতার চরিত্রের কলঙ্ক আরও দগদগে হয়ে ওঠে, 'আমার জানা মতে নিষিদ্ধ প্রেমের আনন্দ ও বেদনা এত সুন্দরভাবে আর কোনো কবি ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।' স্বাভাবিক ভাবেই 'বনলতা সেন'-এর এরূপ মূল্যায়নে বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানায়।

জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটি তাঁর অসামান্য সৃষ্টিই শুধু নয়, বহুমাত্রিক পরিচয়ের অনন্য স্মারক। এজন্য কবিতাটির একক বিষয় হিসাবেই স্বতন্ত্র বই হয়ে ওঠাটা ছিল সময়ের অপেক্ষা। ওপার বাংলার বিশিষ্ট জীবনানন্দ গবেষক তথা লেখক আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' বইটিই ছিল আকবর আলি খানের আকরগ্রন্থ। সেটি কবির সমাসন্ন জন্মশতবর্ষের (১৯৯৯) আগেই ১৯৯৬-এ প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যদিকে আকবর আলি খানের বনলতা সেনের কলঙ্কিত মূর্তিটিকে অচিরেই অস্বীকার করে তীব্র সমালোচনা করেন সেদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক মোঃ আবু তাহের মজুমদার তাঁর 'জীবনানন্দ' (২০০২) বইটিতে। আকবর আলি খানের গবেষণাকে বিরক্তিকর, স্থূল রুচির, দূরাঅন্বয়ী এবং নান্দনিক ধারণারহিত বলে অভিমত প্রকাশ করে আবু তাহের মজুমদার বারোটি পয়েন্টে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন তাঁর 'বনলতা সেন' নিবন্ধে। তাঁর মতে, বনলতা বরিশালের ভদ্রঘরের মেয়ে, জীবনানন্দের প্রতিবেশেনী। 'কারুবাসনা'র বনলতাকে স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। এদিকে তার পরের বছর (২০০৩) অশোক মিত্রের আত্মজীবনী 'আপিলা চাপিলা' প্রকাশিত হয় এবং তাতে বনলতার পরিচয় নিয়ে ভিন্নতর ইঙ্গিত প্রদান করেন। সেদিক থেকে তখনও বনলতা সেনকে নিয়ে সেভাবে শোরগোল পড়েনি। ২০০৯-এ জীবনানন্দ দাশের ডায়েরি প্রকাশের পরেও বনলতা সেনকে নিয়ে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। সেক্ষেত্রে ২০১০-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় অশোক মিত্রের 'রাজশাহি জেলে বন্দি ছিলেন এক বনলতা সেন' নিবন্ধটি জনমানসে নতুন করে সাড়া ফেলে দেয়। এজন্য দেখা যায়, তার পরের বছরেই আকবর আলি খান

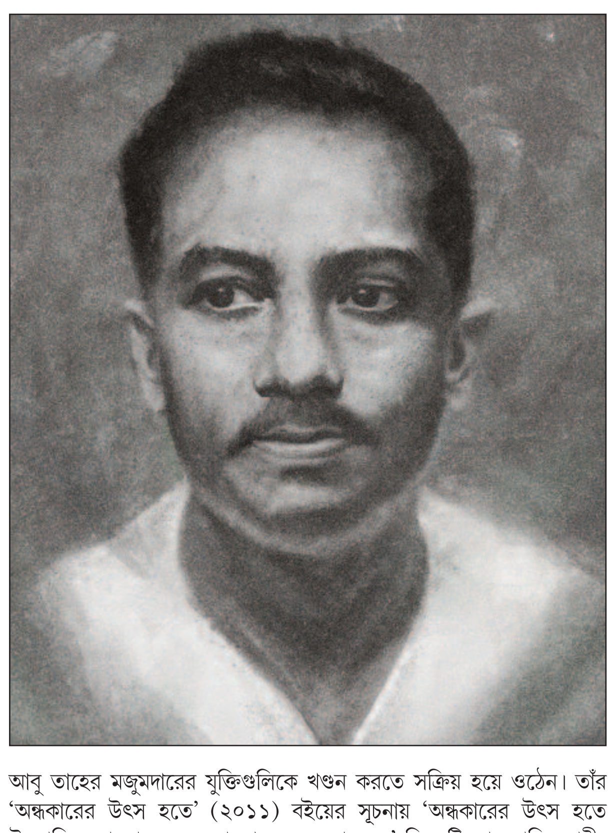

আবু তাহের মজুমদারের যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর 'অন্ধকারের উৎস হতে' (২০১১) বইয়ের সূচনায় 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো নতুন আলোকে বনলতা সেন' নিবন্ধটি তার পরিচয়বাহী। সেখানে আকবর আলি খান স্বমত প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হলেও নতুন কোনো আলোর দিশা দেখাতে পারেননি। কবিতাটির বিষয়বস্তুর সংযোগসূত্রে আগের তথ্য ও যুক্তির জাল আরও বিস্তার করলেও বনলতার পরিচয় নিয়ে তাঁর আগের ধারণাতেই ফিরে গিয়েছেন। সেখানে আবু তাহের মজুমদার ছাড়া অন্যদের অভিমতকেও খণ্ডন করায় সক্রিয় হয়েছেন। আবার তাতেও আকবর আলি খান নিরস্ত হননি । নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করায় তারপরও তাঁকে সক্রিয় হতে দেখা যায়। এবার 'বনলতা সেন' কাব্যটি নিয়েই তিনি স্বতন্ত্র একটি বই প্রকাশ করেন। তাঁর সেই বইটি 'চাবিকাঠির খোঁজে নতুন আলোকে জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'' ২০১৪-তে প্রকাশিত হয়। কাব্যের অন্য কবিতাগুলি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করলেও তাঁর মূল লক্ষ্য যে 'বনলতা সেন' কবিতাটি, তা তার সুদীর্ঘ আলোচনাতেই প্রতীয়মান। সেখানে আগের বনলতার গণিকা পরিচয়কে আরও নিবিড় ভাবে তুলে ধরে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করায় সচেষ্ট হয়েছেন।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদে 'Banalata Sen of Natore' করেছেন। এজন্য আকবর আলি খান বনলতা সেনের পরিচয়ে নাটোরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে গণিকাবৃত্তির প্রসিদ্ধ অঞ্চলে বনলতা সেনের বারাঙ্গনার পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁর এই অনুমান স্বীকৃতি তো পায়নি, উল্টে তীব্র সমালোচিত হয়ে চলেছে। অন্যদিকে সমালোচক 'বনলতা সেন' কবিতাটির সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাসের সংযোগের আধারে যেভাবে অন্ত্যজ অন্ধকারের পরিচয়কে নিবিড় করে কবির সঙ্গে বনলতার সম্পর্ককে স্বরচিত কল্পনায় গড়ে তুলেছেন, তা শুধু বিস্ময়কর নয়, অপব্যাখ্যার সামিল। বিশেষ করে পৃথিবীর পথে হাজার বছর ধরে পথ হেঁটে যেভাবে সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর, বিম্বিসার ও অশোকের ধূসর জগৎ, বিদর্ভ নগর প্রভৃতির মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার বিস্তারে (কেননা মালয় সাগরের পরিচয় মেলে না। মালাবার উপকূল বা মালদ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্রাংশও হতে পারে।) যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস উঠে আসে, তার মধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের যোগসূত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বনলতার রূপায়বেও এসেছে বিদিশা ও শ্রাবস্তীর প্রাচীন নগরীর কথা। সেদিক থেকে আকবর আলি খান যেভাবে ইতিহাসের অন্ধকারের আলোতে বহু পথ হেঁটে পরিশ্রান্ত হতাশাগ্রস্ত কবিকে নাটোরের বনলতার সেনের নিষিদ্ধ প্রেমের আশ্রয়ে খুঁজে পেয়েছেন, তা যেমন উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যার অবতারণা হয়ে ওঠে, তেমনই তাতে যুক্তির চেয়ে অনুমানই প্রাধান্য লাভ করে । আসলে কবিতার চাবিও, কাঠিও নেই। কবিতা নিজেই চাবি, নিজেই কাঠি । কবিতা তো মানুষের মনের তালা খোলে। পাঠকমনের তালা খোলাতেই তার সৌরভ আর গৌরব। কবিতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ও সংবেদনশীল চেতনার চাবিই মনের দরজা খুলে দেয়। অন্যদিকে কবিতার জিয়নকাঠির মাধ্যমেই পাঠকমনে প্রাণের পরশ ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে সেই কবিতাকেই তালা করে আকবর আলি খান নতুন আলোকে জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'কে চেনাতে গিয়ে কবিতাটির শবব্যবচ্ছেদ করে তার প্রাণের হদিশে ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন। মানসিক অন্ধকারের অভাবমোচনে যেভাবে বনলতা সেনের কাছে ক্ষণিকের শান্তি লাভের কথা বলা হয়েছে, তাতে নিষিদ্ধ প্রেমকে রিক্ত দাম্পত্যপ্রেমের বিপ্রতীপে স্পষ্ট করা গেলেও তার স্বরূপ উন্মোচিত হয় না। রহস্যময়ী বনলতার সান্নিধ্যে কবির শান্তির আশ্রয়কে গণিকার সঙ্গে কবির সম্পর্কের মতো কুৎসিত ও ঘৃণ্য চিত্রকল্পের অবতারণার মধ্যেই মনের বিকৃত রূপচিত্রই ভেসে ওঠে। মানসিক অন্ধকারের মতো সে তো মানসিক আশ্রয়ও হতে পারে । আর সেটাই বাস্তব। সেখানে কবির নাটোরে যাওয়ার প্রমাণ নেই বা বনলতা সেন নামেই বাস্তবের নারী কবিকল্পনায় 'বনলতা সেন' হয়ে উঠেছে, এরকম ভাবনাটাই অমূলক । এটি কবিতা। তাতে উত্তম পুরুষে ব্যক্ত 'আমি'ই যে কবি, সেকথাও সুনিশ্চিত করে বলা যায় না।

শিল্পরূপের ক্ষেত্রে যেখানে আত্মগোপনই শ্রেষ্ঠ পন্থা, সেখানে নিজেকে মেলে ধরার স্পষ্টতার মধ্যেও থাকে নিজেকে আড়ালের সক্রিয় উদ্যোগ। জীবনানন্দ দাশের কৃতিত্ব তো প্রকাশের স্পষ্টতার মধ্যেও নিজেকে আচ্ছন্ন রাখায়। সেক্ষেত্রে সভ্যতাগর্বী মানুষের অভ্যাসের জীবনে নিজের শান্তির আশ্রয় খুঁজে চলা জীবনে অন্ধকারাচ্ছন্নতার মধ্যে আশার আলো জেগে থাকে। সেই চলমান 'হাজার বছর ধ'রে' অনন্ত পথচলা জীবনের কথা জীবনানন্দ আশ্চর্য দ্যোতনায় এর আগের কবিতাতেও ব্যক্ত করেছেন। 'বনলতা সেন'-এর আগে 'পথ হাঁটা' কবিতাতেও বর্তমান। কবিতাটির শেষ দুলাইন 'উড়ে গেছে; বেবিলনে একা-একা এমনি হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর / কেন যেন; আজো আমি জানিনাকো হাজার-হাজার ব্যস্ত বছরের পর।' স্বাভাবিক ভাবেই সেই চলার কথাই 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে অভিনব গরিমা লাভ করেছে। সময় তার প্রবাহে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলে অবিরত, পুরনো ঐতিহ্যকে অন্ধকারের আভিজাত্য রেখে ছুটে চলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। সেখানে মানুষের জীবনে অন্ধকার অতিক্রম করে আলোর দিকে নিজের আশ্রয়ের হাতছানি তাকে প্রতিকূল বাস্তব জগতের বিপ্রতীপে অনুকূল মনের জগৎ রচনায় সক্রিয় করে তোলে অবিরত। প্রেয়সীকেই আন্তরিক আভিজাত্যে শ্রেয়সী মনে হয়। সেখানে ব্যক্তিগত জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত কবির অসুখী দাম্পত্যের জীবনের ছায়া তাঁর উপন্যাস (১৯৩২-এ 'প্রেতিনীর রূপকথা' ও ১৯৩৩-এ 'কারুবাসনা' এবং পরে ১৯৪৮-এ লেখা 'মাল্যবান', 'জলপাইহাটি', 'সুতীর্থ' তিনটি উপন্যাসে) ও গল্পেও নানাভাবে উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, কবি তাঁর ডায়েরিতেও সংকেতে-ইঙ্গিতে, ভাবে-ইশারায় লিখে রেখেছেন। সেক্ষেত্রে কবির জীবনের ছায়া তাঁর শিল্পরূপের কায়ায় উঠে আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে সুনিশ্চিত হয়ে বলাটা একেবারেই অসমীচীন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৪-এর আগে জীবনানন্দ দাশের আরও তিনজন নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের কথা জানা যায়। কার কতটুকুর প্রভাব বা ছায়া কীভাবে জীবনানন্দের সৃষ্টিতে মিশে আছে, তা সুনিশ্চিত ভাবে বলাটাই কবিতার বিরুদ্ধাচরণ। অন্যদিকে মোহ আর মায়াময় জীবনে সময়ান্তরে মোহ কেটে গেলেও মায়া থেকে যায় আজীবন। সেই মায়ার ছায়াই জারিত হতে থাকে অবিরত । সেখানে অবচেতন মনের সচেতন শিল্পরূপে স্বাভাবিক ভাবেই বাস্তবের ঘরের চেয়ে মনের ঘরটি প্রাধান্য লাভ করে। এজন্য দিনের শেষে অভ্যাসের জীবনে সন্ধ্যা আসে, চিল রোদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে, অন্ধকার যাপনের আয়োজন চলে, সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদীও ; জীবনের লেনদেনও ফুরিয়ে যায়। অভ্যাসের জীবন থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে সেই মনের ঘরে মায়াবী বনলতা সেনের আলোয় নিজেকে খোঁজার আবসর আন্তরিক হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিগত জীবনের ছায়ায় তাঁর কবিতাটির কায়া মেলানো সহজতার মধ্যেও কবির জিয়নকাঠিটির অপরাজেয় প্রাণশক্তির পরিচয়ই নিবিড় হয়ে ওঠে। একেক জন একেক ভাবে তাঁর বনলতার সঙ্গে কবির সম্পর্ক খুঁজে পায়, বনলতার বিচিত্র প্রকৃতির ছায়া খুঁজে নেয়। নামের সাদৃশ্যে কেউ নাটোরের ম্যানেজার ভুবন সেনে বোন বনলতা সেন-এর কথা বলেন, কেউ আবার সেই বোনকে বিধবা বোন বানিয়ে নেন। 'দেশ'-এর 'জীবনানন্দ ২' সংখ্যায় (২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮) সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে ('পুরুষের জন্য, পুরুষেরই সৃষ্টি') 'বাংলার এক অধ্যাপিকা'র মধ্যেও বনলতা সেনের পরিচয়ের কথা জানা যায়। তাঁর 'মালদা-র কোনো কলেজে' কাজ করার কথাও উঠে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালদার প্রথম কলেজ মালদা কলেজ ১৯৪৪-এ প্রতিষ্ঠিত । তাহলে 'বনলতা সেন' তার অনেক আগেই প্রকাশিত।

অন্যদিকে বনলতা সেন রসিকমনে রহস্যময়ী অপরূপা। দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়'-এ (ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৯৭) বনলতা সেনের রূপায়বে এডগার এলান পো'র 'হেলেনের প্রতি' কবিতাটির মিল খুঁজে পেয়েছেন। হেলেনের 'The hyacinth heir– thy classic face'-এ বনলতার চুল ও মুখের ছবি ভেসে ওঠে। শুধু তাই নয়, বিদিশা ও শ্রাবস্তীর মধ্যেও ক্লাসিক চেতনা জাগরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সমালোচক। পোও তাঁর কবিতাটিতে গ্রীস ও রোমের স্মৃতি জাগিয়েছেন 'To the glory that was Greece æ And the grandeur that was Rome'। সেক্ষেত্রে বিদিশা বা শ্রাবস্তীর মধ্যে রূপজীবীদের কথাই প্রাধান্য দেওয়া অসমীচীন। তার অধরা রূপমাধুরীর সৌরভই বনলতার আভিজাত্য ও গৌরব। তাঁর স্বরূপ স্বাভাবিক ভাবেই কৌতূলোদ্দীক। এজন্য বনলতার পরিচয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি শিল্পীদের তুলিতেও তাঁর অসাধারণ রূপশ্রীকে তুলের ধরার প্রয়াস বিদ্যমান। 'দেশ'-এর সংখ্যাটিতেও গণেশ পাইন, যোগেন চৌধুরী, বিকাশ ভট্টাচার্য ও অর্পিতা সিংহ চারজন প্রথম সারির শিল্পীর মনের মাধুরীর রঙে রঙিন ছবিও প্রকাশিত হয়েছে। আসলে বনলতা সেনের মানসীপ্রতিমা কবির মতো পাঠককের মনেও রোমাঞ্চকর রহস্যমুখর মায়াবী হাতছানি বয়ে আনে। সেখানে তাঁর অধরা মাধুরীকে নিজের মতো করে দেখার সদিচ্ছা গড়ে ওঠাটাই দস্তুর। বনলতা সেন-এর মানসীপ্রতিমাকে বারবণিতার মূর্তিতে কলুষিত করার প্রয়াস স্বাভাবিক ভাবেই কাব্যমোদী পাঠকের কাছে যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই তার যোগসূত্রে নতুন করে চর্চার পরিসর বিস্তৃতি পাওয়াটায় কবিতাটির বনেদি আভিজাত্যকেই অনস্বীকার্য করে তোলে। অন্যদিকে কবিতাটির বহুত্বব্যঞ্জকতা ও বহুমাত্রিকতা এখনও সমান সচল। আবহমান কালের ধারায় 'বনলতা সেন'-এর অস্তিত্ব এখনও চর্চিত হয়ে চলেছে। সম্প্রতি 'সাপ্তাহিক বর্তমান'-এ(৬ জানুয়ারি ২০২৪) নৃসিংপ্রসাদ ভাদুড়ীর প্রচ্ছদ নিবন্ধেও ('গীতা কি বাস্তব জীবনের পথ নির্দেশক ?') শ্রীকৃষ্ণের 'অনন্ত প্রসারিত' 'বিশ্বাত্মা'র পরিচয়ে উঠে এসেছে, 'আমিও ছিলাম সেখানে, ছিলাম অনাদি সংসারের পিতা-মাতার হৃদয়ের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে — 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'-র নীচে আরও অব্যবহিত পরের তিন লাইন উদ্ধৃতি। আর সেখানেই কবিতাটির অসাধারণ অপরিসীম ব্যাপ্তি, অর্থের বহুধাবিস্তৃত অসীমতা। জীবনানন্দ দাসের মধ্যে টি এস এলিয়টের 'The Sacred Wood' (১৯১৯) গ্রন্থের 'Tradition and the individual Talent' প্রবন্ধের-ছায়া সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিরন্তর প্রবহমানতার সঙ্গে অস্থায়ী সময়ের সমন্বয়ের ঐতিহ্য পরম্পরায় 'বনলতা সেন'-এর অবাধ বিস্তার। সেখানে জীবনানন্দ তাঁর 'কবিতার কথা'য় পরিষ্কার করে বলেছেন, 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। সেই সমকালের ভাবকে ভাষায় মূর্ত করে মূর্তি থেকে প্রতিমা গড়ে তোলা কবিপ্রতিভাই চিরকালের সম্পদ হয়ে ওঠে। সেখানে অর্থের বহুধাবিস্তৃতিতে বিতর্ক স্বাভাবিকই শুধু নয়, স্বাস্থ্যকরও। আর তাতেই কবিতার গৌরব ও সৌরভ। কিন্তু মনের কালিতে কালিমালিপ্ত করে সেই বিতর্ককে ছড়িয়ে দেওয়া কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। বনলতা সেনের কলঙ্কিত মূর্তিটি তাঁর মানসীপ্রতিমাকে স্পর্শ করতে না পারলেও তা অস্বাস্থ্যকর অস্বস্তির পাশাপাশি ভ্রান্তি-বিভ্রান্তিকে মুখরোচক করে তোলে। কবির কবিতার চেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনই তার লক্ষ্য হয়ে ওঠায় তা ছিন্নমূল বিচ্ছিন্নতার শিকারে পরিণত হয়। অবশ্য 'বনলতা সেন' যে অচিরেই স্বমহিমায় বিপদমুক্ত হবে, তা তার সূর্যের মতোর চির ভাস্বর প্রকৃতিই বলে দেয়।'

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রেপ্তার হওয়া বিজেপি কর্মীর বাড়ি গিয়ে রাজ্য পুলিশকে 'বাফাদার কুকুর' আক্রমণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: সন্দেশখালিতে প্রতিবাদ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া বিজেপি কর্মীর বাড়িতে এসে রাজ্য পুলিশকে বাফাদার কুকুর বলে আক্রমণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের। ক্রমশই যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে সন্দেশখালি। সন্দেশখালি কাণ্ডের নায়ক শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রতিবাদে নেমেছে সেখানকার মানুষ। সামনে উঠে এসছে মা বোনদের উপরে অত্যাচারের অভিযোগও। এই নিয়েই রাজ্য জুড়ে এসপি অফিস ডাক দিয়েছিল বিজেপি। সন্দেশখালিতেও সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে চলে একই কর্মসূচি। সেখানে ওই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপি কর্মী মিহির মণ্ডল। কর্মসূচি চলাকালীন ১৪৪ ধারাকে অমান্য করার অভিযোগে পুলিশ বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী সমর্থকদের গ্রেপ্তার করে। তার মধ্যে ছিল বনগাঁর এই বিজেপি কর্মীও ছিল। তাকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। শনিবার বনগাঁর নেতাজিনগর ওই কর্মীর বাড়িতে এলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। মিহিরকে বাড়ি ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী। পাশাপাশি তার পরিবারের পাশেও দাঁড়াবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে শেখ শাহজাহানকে নিয়ে প্রশ্ন করা

হলে মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, সামনেই লোকসভা নির্বাচন সেই কারণে শেখ শাহজাহান রোহিঙ্গা গোছাচ্ছে। শান্তনু পুলিশকে আক্রমণ করে এও বলে পুলিশ জানে শাহজাহান কোথায়। পুলিশ বাফাদার কুকুরের মতো কাজ করছে। মিহিরের বোন পিঙ্কি মণ্ডল ও তার মা রেবা মণ্ডল বলেন, সন্দেশখালিতে মা বোনদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে মিহির ওখানে আন্দোলন করতে গিয়েছিল পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। সে কোনও দোষ করেনি। মন্ত্রী এসেছেন আশ্বাস দিয়েছেন মিহিরকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেবেন। তারা এও বলেন জেল থেকে বেরোনোর পর মিহির আবার যাবে আন্দোলন করতে। এদিন শান্তনু ঠাকুরের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর দিতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য বিশ্বজিৎ দাসের। পুলিশ শাহজাহানকে ধরার চেষ্টা করছে। ডিজি, মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন। ইডি কেন ধরতে পারছে না? নদীমাতৃক এলাকা স্বাভাবিক কারণে দেরি হচ্ছে। পুলিশ পুলিশের কাজ করছে। অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করছেন বিজেপি আর সিপিআইএম। তারা উস্কানি দিচ্ছেন মন্তব্য বাগদার বিধায়ক তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের। অথচ রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার আগেই সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছিলেন শাহজাহানের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। ইডির কাছে অভিযোগ রয়েছে ইডি কেন ধরতে পারছে না? অন্যদিকে দেখা গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও শাহজাহানকে কার্যত ক্লিনচিট দিতে পাশাপাশি সন্দেশখালির বিধায়ককেও দেখা যায় শাহজাহানের পাশে দাঁড়াতে।

বামেদের সঙ্গে আঁতাত করেই আমরা পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে লড়তে চাই: অধীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বামেদের সঙ্গে আঁতাত করেই আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে লড়তে। তাই মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে বৈঠক করে কথা বলেছি। শনিবার বহরমপুরে কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। জয়রাম রমেশের তৃণমূলের সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন। শনিবার বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তার জবাবে অধীর চৌধুরী বলেন, জয়রাম রমেশ কী বলেছেন আমার জানার কথা নয়। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা ইন্ডিয়া জোট নিয়ে জল মাপছেন। তৃণমূলের একাংশ বলে দিয়েছে, পশ্চিমবাংলায় তারা ৪২টি আসনেই লড়ছে। মমতা ব্যানার্জি ইন্ডয়া জোটের নামকরণ করেছিলেন। রাহুল গান্ধিকে তাঁর নেতা বলে মেনেছিলেন। এখন তিনি পালটি খাচ্ছেন। কেন জানি না। তবে তিনি নিজে এখনও বলেননি যে ইন্ডয়া জোটে নেই। তিনি এখন জল মাপছেন। কারণ তৃণমূলের একাংশ মনে করছে ইন্ডিয়া জোটে না থাকলে সংখ্যালঘু ভোট তারা পাবে না। কারণ বিজেপিকে হঠাতে সংখ্যালঘুরা ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থন করবে। তাই ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূল থাকবে কিনা এখন সেটা ঠিক নেই।

এই অবস্থায় আমি সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে বৈঠক করেছি। আমরা চাই বামেদের সঙ্গে আঁতাত করে নির্বাচন করতে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে তারা ৪২ টি আসনে লড়বে। ইন্ডিয়া জোট করার জন্য একটা সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগী হয়েছিল। পরে তাঁর মনে হয়েছে আর পিছিয়ে চলে গিয়েছেন। সিপিএমের জন্যই কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের ব্যবধান বলেও বহরমপুরে প্রশাসনিক সভা থেকে বলেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেই সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের গাঁটছড়া বাধায় ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূলের অবস্থান রাজনৈতিক মহলে প্রায় স্পষ্ট। তৃণমূল স্তরের নেতারাও জেনে গিয়েছে এবার লোকসভা ভোটে তৃণমূল একলা চলো নীতিতেই হাঁটছে।

আবারও ছন্দে ফিরছে সন্দেশখালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: বেরমজুরের দিনভর অশান্তি দেখেছে গোটা রাজ্য, পুলিশের পদক্ষেপে সকাল থেকে স্বাভাবিক ছন্দে বেরমজুর। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি থানার বেরমজুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে কাছারি পাড়া, বটতলা দাসপাড়া কাঠপোল। একাধিক জায়গায় গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ আগুন রাস্তায় অবরোধ করে রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন স্থানীয় কিছু নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে আলা ঘরে আগুন, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিদের বাড়ি ভাঙচুর, তারপর কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার, ডিআইজি ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। বেরমজুর এক নম্বর দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে, চলছে মাইকিং প্রচার, লাগানো হয়েছে তিনটি সিসিটিভি ক্যামেরা। শনিবার সকাল থেকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে বেরমজুরের একাধিক পাড়া। বিশেষ করে কাটপোল বাজার খুলেছে দোকানদাররা দোকান খুলে তাদের প্রতিদিনের মতো ব্যবসা করছে। এর মধ্যেই পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে কাটপোল এলাকায়। সেখানে গ্রামবাসীরা তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ জমা দিচ্ছেন। পুলিশ তাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে। গ্রামে একাধিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছে। কোনও জায়গায় মনসা পূজো, নারায়ণ পূজো, আবার কীর্তন, সব মিলিয়ে খুশি গ্রামবাসী থেকে ব্যবসায়ীরা। তারা চাইছেন এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, বহিরাগতরা এসে এখানে বিশৃঙ্খলা যাতে না করতে পারে। নতুন করে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি যাতে না হয়। পুলিশের এই ভূমিকায় তারা রীতিমতো খুশি। এককথায় আবারও ছন্দে ফিরছে সন্দেশখালি।

সোনার দোকানে ডাকাতি, আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: শুক্রবার রাতে এক সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া এলাকায়। এই দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ব্যবসায়ী মহল। ঘটনার তদন্তে নেমেছে গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পাশাপাশি সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় জড়িত দুই ভিন রাজ্যের বাসিন্দাকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকিদেরও খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। মূলত, সোনার দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেই দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। পাশাপাশি ধৃতদেরও জেরা করে বাকি দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী সন্দীপ সরকার জানিয়েছেন, তার দোকানের শাটার ভেঙে দুষ্কৃতীরা ৪ লক্ষ টাকার সোনা ও রুপার গয়না সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

বিনামূল্যে শববাহী যান পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি আরামবাগ পুরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ পুরসভার উদ্যোগে বিনামূল্যে শববাহী যান পরিষেবা চালু হয়েছে। ফোন করলেই বাড়ি থেকে শবদেহ শ্মশানে পৌঁছে দেওয়া হবে। পুরসভার ১৯ টি ওয়ার্ডের বাসিন্দরা এই পরিষেবা পাবেন। এই উদ্যোগকে শহরের বাসিন্দারা সাধুবাদ জানাচ্ছেন। আরামবাগ পুরসভা শহরবাসীর পাশে থাকতে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। পরিবারের প্রিয়জনের শেষ বিদায়বেলাতেই পুরসভা এবার পাশে থাকবে। শবযান খোঁজার জন্য ছোটাছুটি করতে হবে না। ফোন করলেই পুরসভার শবযান বাড়ির দৌড়গোড়ায় পৌঁছে যাবে। শ্মশানে শবদেহ পৌঁছে দেবে। পুরসভার ১৯ টি ওয়ার্ডের বাসিন্দরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা পাবেন। পুরসভার কাছে এই মুহূর্তে একটি শবযান আছে। সেই শবযান নিয়ে পরিষেবা দেওয়া শুরু হয়েছে। আরামবাগ শহরকে আধুনিক মানের গড়ে তুলতে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে শহরবাসীদের পাশে দাঁড়াতে জন কল্যাণমূলক কাজও করা হচ্ছে। সেই কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম বিনামূল্যে শবযান পরিষেবা। মানবিক এই উদ্যোগকে শহরের বাসিন্দারা আন্তরিকতার সঙ্গে প্রশংসা করছেন। চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারী বলেন, পুরসভার উদ্যোগে বিনামূল্যে শবযান পরিষেবা চালু করা হয়েছে। ১৯ টি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এই পরিষেবা পাবেন। শহরবাসীদের পাশে থাকতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রদীপ সিংহ রায় বলেন, শবযান জোগাড় করা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের অনেকসয় ছোটছুটি করতে হয়। ভাড়া নিয়েও বিব্রত হতে হয়। প্রিয়জনের শেষ বিদায় বেলায় পুরসভা এবার পাশে থাকবে। ৭০০১৯৮৩৫৫৯ নম্বরে ফোন করলে পুরসভার শবযান বাড়ির দরজায় পৌঁছে যাবে। পুরসভার শবযান চালক দেবাশিস শর্মা বলেন, এই উদ্যোগ চালু হওয়ার পর আমরা ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দিচ্ছি। প্রতিদিন গড়ে চারটে করে শবদেহ বাড়ি থেকে শ্মশানে পৌঁছে দিচ্ছি। যদি দুটো শবদেহ একইসময়ে নিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হয়। তবে যথাযথভাবে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, পুরসভার এই উদ্যোগকে প্রশংসা করছি। আশা করছি আগামী দিনে এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে না।

আরামবাগ লোকসভা জুড়ে জনসংযোগ ও গণ অর্থ সংগ্রহ কর্মসূচি সিপিআইএমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: লোকসভা ভোটের কাউন্টডাউন শুরু হতেই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি রাজনৈতিক দল জনসংযোগ কর্মসূচির পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে শুরু করেছে। আরামবাগের সিপিএম নেতৃত্ব লোকসভা জুড়ে জনসংযোগ ও গণ অর্থ সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু করেছে। বিধানসভা ভোটে সারা রাজ্য শূন্য হলেও এবারের লোকসভা ভোটে তারা আশানারূপ ফলাফল করবে বলে দাবি তাদের। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। আরামবাগ -২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মায়াপুর বাজারে জনসংযোগ ও গণ অর্থ সংগ্রহ কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিআই (এম) হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জি, উত্তম সামন্ত, অর্চনা মণ্ডল, কাজী আব্দুল রোউপ, শান্তি মোহন সরকার, হেমন্ত সাঁতরা, মনিরুল ইসলাম, সুদীপ্ত পোদ্দার, গৌতম কুণ্ডু, নারান হাজরা সহ প্রায় ৪৫ জন নেতা কর্মী। সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কর্মসূচি চলছে। পাশাপাশি মলয়পুর বাজার হসপিটাল মোড় ও রাজা বাজারে জনসংযোগ ও গণ অর্থ সংগ্রহ কর্মসূচি পালন করা হয়। সিপিআই (এম) হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড দেবব্রত ঘোষ জানান, ধ্বংসের পর্যায়ে চলে গেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। রাজ্যের শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বাংলায় স্বৈরাচারী শাসন চলছে। এর একমাত্র বিকল্প বামফ্রন্ট। এটা বাংলার মানুষ ভাবতে শুরু করেছে। লোকসভা ভোটে তার প্রতিফলন দেখা যাবে। অপরদিকে আরামবাগ সিপিএম নেতা পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেন, আরামবাগ লোকসভা জুড়ে এই কর্মসূচি চলছে। আমাদের পার্টি গরিব মেহনতি মানুষের পার্টি। আমাদের লড়াই চোর তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে। বাংলার মানুষ বামপন্থীদের সমর্থন করছে। লোকসভা ভোটে সিপিএম ভালো ফল করবে।

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেন্স) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড
বিনিয়োগকারীগণের প্রতি আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০২.০৮.২০০১
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U51909WB2001PTC093540
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১৩/২এ প্রিয় নাথ মল্লিক রোড থানা - ভবানীপুর কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ভারত ৭০০০২৬
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২৩.০২.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২১.০৮.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**অভিষেক গুপ্তা** নং - IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯১ avishek@optimusresolution.net
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	cirp.shreemahalaxmi@gmail.com সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯১
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৮.০৩.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link:https://ibbi.gov.in/en/home/downloads প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২৩.০২.২০২৪ তারিখে।
শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৮.০৩.২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
অভিষেক গুপ্তা
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
এএফ বৈধ ২০.১১.২৪ পর্যন্ত

তারিখ : ২৫.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

উখরা ব্রাঞ্চ
বলরাম দে মার্কেট বিল্ডিং
এম জি রোড, উখরা
পিন - ৭১৩ ৩৬৩, পশ্চিমবঙ্গ

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম (সম্পত্তির মালিক)	দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত (সম্পত্তির সকল অংশ)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টা)
১.	ক) উখড়া শাখা খ) ১. মেসার্স শ্রী বালাজি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, স্বত্বা : শ্রী সঞ্জয়ওঝা (ঋণগ্রহীতা) পিতা প্রয়াত প্রতাপ রায় ওঝা ২. শ্রী সঞ্জয় ওঝা (বন্ধকদাতা), পিতা প্রয়াত প্রতাপ রায় ওঝা **উভয়ের ঠিকানা :** স্টেশন রোড, কে পি নার্সিংহোমের পিছনে, উখড়া, পো : উখড়া, থানা : অন্ডাল, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩৩৬৩।	কমার্শিয়াল ইউনিট/এরিয়া ১২৭৭ বর্গফুট ৪ ডেসিমেল জমি সহ অবস্থিত স্টেশন রোড,কে পি নার্সিংহোমের পিছনে, উখড়া,পো : উখড়া, থানা : অন্ডাল মৌজা : খান্দরা, জেএল নং ৩২, এলআর খতিয়ান নং ৪১৫৯, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৪২, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান,পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩৩৬৩, সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ইত্যাদি; **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : শ্রী কে দাস এর সম্পত্তি, পূর্বে : শ্রীমতি ছন্দা সরকারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক।	ক) ০১.১২.২০২৩ খ) ২২.০২.২০২৪ গ) ১১,১৮,৬৫০.০০ টাকা পরবর্তী সুদ সহ
২.	ক) উখড়া শাখা খ) ১. শ্রী নইম আখতার শেখ (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), পিতা আজিজ শেখ, মুসলমান পাড়া, গ্রাম এবং পো : নবগ্রাম, থানা: পাণ্ডবেশ্বর,জেলা :পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩৩৬৩, ২. শ্রী শেখ সুরাজ (সহ ঋণগ্রহীতা) পিতা শ্রী নইম আখতার শেখ, মুসলমান পাড়া, গ্রাম এবং পো : নবগ্রাম, থানা: পাণ্ডবেশ্বর,জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ,পিন : ৭১৩৩৬৩। ৩. শ্রী জাকির হোসেন (জামিনদাতা) পিতা আলি শেখ ৪ নং সফিক নগর, শিব মন্দিরের নিকট, উখরা, থানা - অন্ডাল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩৬৩	বসবাসের ইউনিট/এরিয়া ৬ ডেসিমেল অবস্থিত গ্রাম : নবগ্রাম, পো : নবগ্রাম, থানা : পান্ডবেশ্বর, এলআর প্লট নং ১১৭৬, আরএস খতিয়ান নং ৩১০, এলআর খ তিয়ান নং ১৫১২, জেএল নং ২০, মৌজা : নবগ্রাম, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ,পিন : ৭১৩৩৬৩। **চৌহদ্দি :** পূর্বে : শ্রী বাসুদেব গড়াইয়ের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক, উত্তরে : শেখ গণির সম্পত্তি, দক্ষিণে : শ্রী চিন্ময় চ্যাটার্জির সম্পত্তি।	ক) ০৪.০৮.২০২৩ খ) ২২.০২.২০২৪ গ) ৬,৭৭,৪৬৮.০০ টাকা পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ২৫.০২.২০২৪/ স্থান : উখরা

অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১২.০৩.২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী মুস্তাকিন মীর** পিতা শ্রী আবুলহোসেন মীর এবং শ্রীমতি মুরশিদা বিবি স্বামী শ্রী মুস্তাকিন মীর **ঠিকানা -** রায়পুর কঙ্গনবেরিয়া, কঙ্গনবেরিয়া, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৫০৩ **শাখা : রাসবিহারি এভিনিউ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং দোতলা ভবন অবস্থিত মৌজা : গাজিপুর, দাগ নং ১৩৩, , খতিয়া নং ১৪৬২, আরএস প্লট নং ২৭, জেএল নং ২৪, তৌজি নং ৯৩, পো : কঙ্গনবেড়িয়া, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৫০৩, এরিয়া পরিমাণ ৯ ডেসিমেল বা ৫.৪৪৫ কাঠা (কমবেশি)শ্রী মুস্তাকিন মীর এর নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** নাসিরুদ্দিন মল্লিকের জমি, **দক্ষিণে :** রুস্তম শেখ এর জমি, **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড (কংক্রিট), **পশ্চিমে :** কাচিরাম দাসের জমি।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৪৭,২০,০০০.০০ টাকা ঘ) ৪,৭২,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30289759555 ছ) ২৭,৯০,৯৭২.০০ টাকা (সাতাশ লাখ নব্বই হাজার নশো বাহাত্তর টাকা) ২০.০২.২০২৪ থেকে সুদ, ব্যয়, চার্জ সহ
২	**শ্রীমতি সঙ্গীতা দাস** স্বামী শ্রী প্রণয় দাস এবং শ্রী প্রণয় দাস ৩/৭৬বি, বিদ্যাসাগর কলোনি, ওয়ার্ড নং ৯৯, কলকাতা - ৭০০০৪৭ **শাখা :** রাসবিহারি এভিনিউ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং : ১এ, মোজাইক মেঝে পরিমাণ ৬২০ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং পরিষেবা এবং সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা রাইপুর, জেএল নং ৩৩, ই পি নং ১৫৪, এস পি নং ৪২৯/১, সিএস প্লট নং ১৩৫৬(অংশ),১০৪৪(অংশ), থানা : বর্তমানে নেতাজি নগর, পূর্বতন যাদবপুর, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৯, এবং পুর প্রেমিসেস নং ৬৯/১/৩/১৩২/১, রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা : ৭০০০৪৭, ডাক ঠিকানা : ৩/৭৬বি, বিদ্যাসাগর কলোনি,কলকাতা : ৭০০০৪৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তদস্থিত তিনতলা ভবন ইট নির্মিত **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ১৫৪এ, **দক্ষিণে :** ৮ ফুট কলোনি রোড, **পূর্বে :** প্লট নং ১৫৩, **পশ্চিমে :** ৮ ফুট কলোনি রোড।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১৭,৫৮,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৭৫,৮০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50313366185 ছ) ২৬,৯৮,৪০৭.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ আটানব্বই হাজার চারশ সাত টাকা) ২০.০২.২০২৪ থেকে সুদ, ব্যয়, চার্জ সহ
৩	**শ্রী তরুণ সাউ,** পিতা শ্রী চণ্ডী সাউ বিএল-১, এফএল-১/১ সর্দার পাড়া, ২৯৩ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, কুমারটুলির নিকট, বিরাটি, কলকাতা - ৭০০০৫১ আরও সুগন্ধিক অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং জি-১/১, ১ম তল, হোল্ডিং নং ২৯৩, বিবেকানন্দ রোড, পো. বিরাটি, থানা - নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৪৯ **শাখা :** শ্যামবাজার ২ কলকাতা	সংশ্লিষ্ট স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি-১, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৯৬ বর্গফুট কমবেশি দক্ষিণ উত্তর দিকে একতলায় তিন বেডরুম, এক কিচেন, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, দুই টয়লেট, এক বারান্দা/ব্যালকনি এবং একটি সিমেন্টের মেঝে বিশিষ্ট গ্যারাজ পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৭০ বর্গফুট কমবেশি একতলায় জি-২ তলা ভবন 'সুগন্ধিক' নামে পরিচিত উত্তর দমদম পুরসভা অধিক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং ২০, হোল্ডিং নং ২৯৩ প্রেমিসেস স্বামী বিবেকানন্দ রোড, থানা- নিমতা, জেলা ২৪ পরগনা উত্তর, ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট জমির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ সমুদয় সম্পত্তি এবং সকলের ব্যবহারের যাবতীয় সুবিধা সমন্বিত। **চৌহদ্দি- উত্তরে**- সাধারণের যাতায়াতের পথ এবং এসভি রোড, **দক্ষিণে**- সিঁড়ি, **পূর্বে**- সাধারণের পথ, **পশ্চিমে**- সাধারণের পথ সমন্বিত। **গ্যারাজের চৌহদ্দি : উত্তরে** - সাধারণ চলা পথ **দক্ষিণে** - ক্রেতার ফ্ল্যাট **পূর্বে** - ক্রেতার ফ্ল্যাট **পশ্চিমে** - সাধারণ চলার পথ।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২৯,৫৬,৮৯১.০০ টাকা ঘ) ২,৯৫,৬৮৫.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50308874616 ছ) ৩৪,৯১,৭৬২.০০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ একানব্বই হাজার সাতশ বাষট্টি টাকা) ২৩.০২.২০২৪ থেকে সুদ, ব্যয়, চার্জ সহ
৪	**মেসার্স লক্ষ্মী টেক্সটাইল** (স্বত্বাধিকারী শ্রী সঞ্জয় ঘোষ) ১২, বি টি রোড, ওয়ার্ড নং ৭০, কলকাতা - ৭০০১৫৬ **শ্রী সঞ্জয় ঘোষ (স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত সুনীল কুমার ঘোষ ৩১৯ বঙ্কিম পল্লী, পো. সোদপুর, থানা - খড়দহ, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১১০ **শাখা :** পাইকপাড়া	**সম্পত্তি নং ০১:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণিজ্যিক গুদাম (বাণিজ্যিক স্থান) চিহ্নিত গুদাম নং ''২ এবং ৩'' , পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৬২৫.২১ বর্গফুট একতলায়, ব্লক নং এ,বহুতল ভবন পরিচিত ''গণপতি এনক্লেভ'' নামে সিমেন্টের মেঝে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি পরিমাণ আনুমানিক ১০ কাঠা ১৪ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : আড়িয়াদহ-কামারহাটি, জেএল নং ১, আরএস ১২, তৌজি নং ১৭৩, সিএস দাগ নং ৩৫০১, আরএস দাগ নং ৩৫০১/৪১৩০, সিএস খতিয়ান নং ১১৩০, আরএস কতিয়ান নং ২২২৯ এবং ২২৩১, সিএস খতিয়ান নং ১৭৭৭/১০, প্রেমিসেস নং ৩৯, এস এন পাল স্ট্রিট,উত্তর নওদাপাড়া,থানা : বেলঘড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৫৯, ওয়ার্ড নং ০৮, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** এস এন পাল স্ট্রিট, **দক্ষিণে :** দেবদাস মুখার্জি এবং অন্যান্যর ভবন, এবং সাধারণ চলার পথ, **পূর্ব :** প্রয়াত কেষ্ট চক্রবর্তী এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** সাধারণ চলার পথ। **দোকানের চৌহদ্দি : উত্তরে :** এস এন পাল রোড, **দক্ষিণে :** অন্যান্যর স্পেস এবং সিঁড়ি, **পূর্বে :** দোকান, **পশ্চিমে :** দোকান। **সম্পত্তি নং ০২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণিজ্যিক গুদাম (বাণিজ্যিক স্থান) চিহ্নিত গুদাম নং ''৫ এবং ৬'' পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৭৬৭.৮৫ বর্গফুট একতলায়, ব্লক -এ, বহুতল ভবন পরিচিত ''গণপতি এনক্লেভ'' সিমেন্ট মেঝে এবং অবিভক্ত যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১০ কাঠা ১৪ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : আড়িয়াদহ-কামারহাটি, জেএল নং ১, আরএস ১২, তৌজি নং ১৭৩, সিএস দাগ নং ৩৫০১, আরএস দাগ নং ৩৫০১/৪১৩০, সিএস খতিয়ান নং ১১৩০, আরএস খতিয়ান নং ২২২৯, এবং ২২৩১, হোল্ডিং নং ১৭৭৭/১০, প্রেমিসেস নং ৩৯, এস এন পাল স্ট্রিট, উত্তর নওদাপাড়া,থানা : বেলঘড়িয়া,কলকাতা : ৭০০০৫৯, ওয়ার্ড নং ০৮, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** এস এন পাল স্ট্রিট, দক্ষিণে : দেবাশিস মুখার্জি এবং অন্যান্যর ভবন এবং সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** প্রয়াত কেষ্ট চক্রবর্তী এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** সাধারণ চলার পথ। **দোকানের চৌহদ্দি : উত্তরে :** এস এন পাল রোড, **দক্ষিণে :** অন্যান্যর স্পেস এবং সিঁড়ি, **পূর্বে :** দোকান, **পশ্চিমে :** দোকান।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২২,৭২,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,২৭,২০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50413248523 ছ) ১,৫৭,৮৩,৩৯৬.০০ টাকা (এক কোটি সাতান্ন লাখ তিরাশি হাজার তিনশ ছিয়ানব্বই টাকা) ২৩.০২.২০২৪ থেকে সুদ, ব্যয়, চার্জ সহ ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২৭,৯১,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৭৯,১০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30222669318 ছ) ১,৫৭,৮৩,৩৯৬.০০ টাকা ২৩.০২.২০২৪ থেকে সুদ, ব্যয়, চার্জ সহ
৫	**মেসার্স বেনকেয়ার (স্বত্বা শ্রী সম্রাট সোম)** ৫ম তল, ২০৩, শরৎ বোস রোড, থানা - টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০২৯ শ্রী সম্রাট সোম পিতা প্রয়াত শশাঙ্ক সোম ৯/১বি দেওদার স্ট্রিট, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯ **শ্রী সম্রাট সোম** পিতা প্রয়াত শশাঙ্ক সোম ফ্ল্যাট নং ১০১, শিবালয় বিল্ডিং, ২/৪ রামেশ্বর শাউ রোড, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা - ৭০০০১৪ **শাখা :** হাজরা রোড	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট/ ফ্ল্যাট নং ১০১, দোতলায়, উত্তর দিকে, ৪ তলা ভবনে নাম ''শিবালয়'', পরিমাণ আনুমানিক ৪৭৫ বর্গফুট কমবেশি ঢাকা এরিয়া ভিত্তিক ৫৭০ বর্গফুট কমবেশি,সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ভিত্তিক ২ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং রুম, ১ টয়লেট এবং ১ বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৪ ছটাক ২৫ বর্গফুট অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং ২/৪, রামেশ্বর শাউ রোড, কলকাতা : ৭০০০১৪, থানা : বেনিয়াপুকুর, কেএসসি অ্যাসেসি নং ১১০৫৯১৯০১২০৫, নখিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৩-২০১৮, পৃষ্ঠা ৪৩৬৮১ থেকে ৪৩৭০৬, দলিল নং ১৬০৩০১৪৬৮-২০১৮ সালের সম্রাট সোমের নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** হরেন্দ্র কুমার মুখার্জির খালি জমি, **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং ২/৩, রামেশ্বর শাউ রোড, **পশ্চিমে :** হরেন্দ্র কুমার মুখার্জির খালিজমি।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২৭,৬০,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৭৬,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50449713850 ছ) ৮৮,২৮,৬৩৬.০০ টাকা (অষ্টআশি লাখ আঠাশ হাজার ছশো ছত্রিশ টাকা) ২৩.০২.২০২৪ থেকে সুদ, ব্যয়, চার্জ সহ
৬	**মেসার্স কালীঘাট এজেন্সি (ঋণগ্রহীতা)** ১১৯ ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৪ **শ্রী শোভন দাস (স্বত্বাধিকারী)** পিতা হেমন্ত কুমার দাস, ১১৯, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৪ **শ্রী হেমন্ত কুমার দাস (জামিনদাতা-বন্ধকদাতা)** ১১৯, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৪ **শাখা :** আলিপুর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ প্রেমিসেস নং ৭৮৯ সি জয়নারায়ণ জালা রোড, (লাল বাহাদুর সরণি), পো : পর্ণশ্রী, থানা : পর্ণশ্রী,কলকাতা : ৭০০০৬০, মৌজা : বেহালা, অংশ দাগ নং ১৫১৪, খতিয়ান নং ৫১৩০, জেএল নং ২, তৌজি নং ৩৪৬, আরএস নং ৮৩, পরগনা বালিয়া, ওয়ার্ড নং ১২৯, এডিএসআরও বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কেএমসি, জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৮ ছটাক ২৮ বর্গফুট, হেমন্ত কুমার দাসের নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগ নং ১৫১৪ অন্যান্যর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ৬ ফুট চওড়া চলার পথ, **পূর্বে :** বংশী সর্দার এর জমি, **পশ্চিমে :** অংশ দাগ নং ১৫১৪।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১৬,২৮,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৬২,৮০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB6608973772 ছ) ২৬,২৫,৮৫৭.০০ টাকা ২৩.০২.২০২৪ থেকে সুদ, ব্যয়, চার্জ সহ

ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের তারিখ এবং সময় **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi- ১২.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে।**
ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com এবং ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ১১-৪১১০৬১৩১ যোগাযোগ করুন। ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

তারিখ : ২২.০২.২০২৪, স্থান : কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Ekdin_Page_6_25022024_Layout 1 2/24/2024 9:21 PM Page 1

স্কুলের গেটে মদ্যপ শিক্ষকের লুটোপুটির অভিযোগ বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিদ্যালয়ের গেটের সামনে মদ্যপ অবস্থায় লুটোপুটি খাচ্ছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক! মদ্যপ শিক্ষকের এমন কীর্তিতে নিন্দার ঝড় উঠেছে গোটা বর্ধমান শহরজুড়ে। ওই শিক্ষকের নাম জয়রাম কুমার সিং।

বর্ধমান শহরের জেলা প্রশাসনিক ভবন থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বেই রয়েছে শিবকুমার হরিজন বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ের প্রবেশ পথে মদ্যপ অবস্থায় গড়াগড়ি খাচ্ছেন ওই শিক্ষক। বর্ধমান শিবকুমার হরিজন বিদ্যালয়ের সামনের এই ঘটনা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটায় তা দেখে ক্ষুব্ধ সকলেই। বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও দেখে তাদের শিক্ষকের হাল। দীর্ঘদিন ধরে চলা ওই মাতাল শিক্ষকের কাণ্ড জানানো হয়েছে বহুবার প্রশাসনিক মহলে। অভিযোগ জানিয়েও টনক নড়েনি বলে দাবি। াবি, কোনও কড়া পদক্ষেপ করা হয়নি মাতাল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। যার কারণে এই ঘটনায় লজ্জিত বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকারা। মদ্যপ শিক্ষক জয়রাম কুমার সিংয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ অভিভাবকদেরও। অভিভাবকদের অভিযোগ, কী হবে পঠনপাঠন? কী হবে শিক্ষার পরিবেশ এই যদি হয় শিক্ষকেরই হাল। কেন উদাসীন প্রশাসন? এই সব কারণেই বাড়ছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাবি অভিভাবকদের। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায়শই মদ্যপ অবস্থায় বিদ্যালয়ে আসেন জয়রাম কুমার সিং। বিষয়টি জানানো হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। বিগত সময়ে যখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখনও তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল। তারপরেও তিনি মদ্যপ অবস্থায় বিদ্যালয়ে আসেন। বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা, পড়ুয়াদের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। এমনকি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারাও এই ঘটনায় লজ্জিত। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের হিন্দি বিষয়ের শিক্ষকের এ হেন আচরনে ক্ষোভ ছড়িয়েছে অভিভাবক মহলে। শনিবার বিদ্যালয়ের প্রবেশের গেটের মুখেই মাতাল অবস্থায় গড়াগড়ি খেতে দেখা যায় শিক্ষকমশাইকে। বহুবার ডাকাডাকির পর তাঁর হুঁশ ফেরে। প্রাথমিক বিভাগের পড়ুয়াদের ছুটি হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি টলমল অবস্থাতেই গেটের বাইরে থাকেন সারাটা সময়। পরে হুঁশ ফিরতে তাঁকে বাড়ি পাঠানো হয়।

লরির চাকায় দীর্ঘক্ষণ পিষ্ট পা
চালক জ্যাকে তুলেও হাসপাতালে মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: লরির চাকার নীচে দীর্ঘক্ষণ আটকে সাইকেল আরোহীর পা, উদ্ধারের জন্য আর্তনাদ দুর্ঘটনাগ্রস্থ ব্যক্তির। এই সময় মানবিকতার পরিচয় দিলেন ঘাতক লরির চালক বর্ধমান এলাকার বাসিন্দা হায়দার আলি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুর্ঘটনা ঘটলে চালক গাড়ি ছেড়ে চম্পট দেয় কিন্তু এখানে ব্যতিক্রমী চিত্র। চালক পালিয়ে না গিয়ে তাঁর গাড়িতে থাকা টায়ার খোলার হাইড্রোলিক জ্যাক দিয়ে চাকায় পিষ্ট ওই ব্যক্তিকে উদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন।

চালক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রচেষ্টায় আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা গেলেও তাঁর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার ভগত সিং মোড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই রাস্তা দিয়ে সেনরেলে রোড ঢোকার মুখে আসানসোলের ধূপডাঙা এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ দে নামে বছর বাষট্টির এক ব্যক্তিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি লরি। লরির চাকায় পা আটকে যায় ওই ব্যক্তির। লরি চালক সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে দেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে যন্ত্রণায় কাতর ব্যক্তিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালান। শেষ পর্যন্ত লরির হাইড্রোলিক জ্যাক লাগিয়ে চাকা তুলে সাইকেল আরোহীকে উদ্ধার করে সংলগ্ন বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণ হারান ওই ব্যক্তি। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি আসানসোলের আপকার গার্ডেন এলাকায় একটি বহুতল আবাসনে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন। তিনি ওই আবাসন থেকে ভগৎ সিং মোড়ের কাছে খাবার খেতে আসার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

ময়নাতদন্ত না করেই দেহ পোড়ানোর চেষ্টার অভিযোগ, শ্মশান থেকে উদ্ধার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর দেহের ময়নাতদন্ত না করেই পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল বলে দাবি। দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শ্মশানেও। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। দেহ পুড়িয়ে ফেলার আগেই পুলিশ শ্মশানে হাজির হয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠাল। ঘটনা বাঁকুড়ার জয়পুর থানার বাঁশিচণ্ডীপুর গ্রামের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতোই বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে গতকাল রাতে বাড়িতে শুতে যান বাঁকুড়ার জয়পুর থানার বাঁশি চন্ডীপুর গ্রামের বছর ১৮ র যুবক মনোজ মাঝি। সকালে পরিবারের লোকজন দেখেন বাড়ির মধ্যেই গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় মনোজের দেহ ঝুলছে। মনোজ আত্মহত্যা করেছেন এই দাবি করে পরিবার ও গ্রামের লোকজন মনোজের দেহের ময়নাতদন্ত না করিয়েই দেহ সৎকারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যান গ্রাম লাগোয়া দ্বারকেশ্বর নদের ঘাটে। খবর পেয়ে শ্মশানে পৌঁছে যায় জয়পুর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যেতে চাইলে প্রথমে বাধা দেয় গ্রামবাসীরা। পরে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠায়।

শনিবার মাঘী পূর্ণিমার দিন অকাল রথযাত্রায় মেতে উঠল হাওড়ার বাগনানের ভুঁঞেড়া গ্রাম। জানা গিয়েছে ১৬৪ বছরে পদার্পণ করল এই রথ। ভুঁঞেড়া গ্রামের জানা ও সামন্ত পরিবারের জোড়া রথ উপলক্ষে মেলাও বসে প্রাঙ্গণে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত দু'জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত নারুগ্রাম এবং সগরাই এলাকার মধ্যবর্তী জায়গায়।

জানা গিয়েছে, একটি খালি ডাম্পার শ্যামসুন্দর থেকে সগরাই যাওয়ার পথে একটি রাইস মিলের কাছে দুই সাইকেল আরোহীকে পিছন থেকে ধাক্কা মারলে রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন দুই সাইকেল আরোহী। গুরুতর আহত হন দু'জন। গুরুতর আহত অবস্থায় রায়না থানার পুলিশ দু'জনকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত দু'জনের নাম প্রলয় মালিক (১৫) ও হারাধন সিং (১৬)।

শনিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ওই দুই পড়ুয়া স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে তারা লেখাপড়ার সামগ্রী কিনতে বাজারের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ঘটে দুর্ঘটনা। ডাম্পারটি দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই দুই সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারলে তারা দু'জন রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। ডাম্পারটি রাস্তা থেকে নেমে মাঠের ওপর উলটে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডাম্পারটিকে আটক করলেও চালক ও খালাসি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

স্থানীয়দের দাবি, রাস্তাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় কোনও বড় গাড়ি যাতায়াত করলে ফুটপাত না থাকার কারণে মোটর সাইকেল ও সাইকেল চালকদের যাতায়াত করতে সমস্যা হয়। রাস্তার ওপর স্পিড ব্রেকার দেওয়ার দাবিতে এলাকার মানুষ বহুবার আন্দোলন করেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ।

দু'টি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দু'টি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দু'জনের ও গুরুতর আহত তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ জামালপুর রায়না রোডের উচিতপুর এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জামালপুর থানার পুলিশ গুরুতর আহত অবস্থায় পাঁচজনকে উদ্ধার করে জামালপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়নার মহেশবাটি এলাকায় শুক্রবার মালাইচণ্ডী পূজা উপলক্ষে মাইক ভাড়া নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই মাইক জামালপুরে ফেরত দিয়ে রায়নার মহেশবাটিতে বাড়ি ফেরার পথে জামালপুরের উচিতপুর এলাকায় দু'টি পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ হয়। মৃত দুই যুবকের নাম সিদ্ধার্থ মালিক (২০), ভোঁদড় মালিক (১৭) ওরফে রাহুল মালিক। দু'জনেরই বাড়ি রায়নার মহেশবাটি এলাকায়। গুরুতর আহত তিনজনের নাম মেঘনাথ মালিক, চন্দন মালিক, সৌভিক মালিক। সকলেরই বাড়ি রায়নার মহেশবাটি এলাকায় বলে পুলিশ জানিয়েছে। গাড়ি দু'টিকে আটক করে জামালপুর থানার পুলিশ।

রাজ্যে অনেক সন্দেশখালি আছে বিস্ফোরক দাবি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'তৃণমূলের ঘরে ঘরে আগুন লাগবে এবার। সারা রাজ্যে অনেক সন্দেশখালি আছে', বিস্ফোরক দাবি বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডা. সুভাষ সরকারের। শুক্রবার বাঁকুড়া শহরে নিজস্ব কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

শেখ সাহজাহান ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের বাড়িতে ইডি হানা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তাঁর দাবি, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। ওঁর সঙ্গে কার কার লেনদেন বা সম্পর্ক আছে, তা তো দেখতে হবে। সন্দেশখালি যাওয়ার পথে লকেট চট্টোপাধ্যায়দের পুলিশের তরফে আটক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দিনের পর দিন এরাজ্যে গণতন্ত্রকে একেবারে গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে, অত্যাচারিতদের সঙ্গে মহিলারা দেখা করতে যাচ্ছেন, তাঁদেরকে আটকে দিতে হবে। সরকার চাইছে ওখানকার আওয়াজ যেন বাইরে বেরিয়ে না আসে।'

মিড ডে মিলে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ প্রসঙ্গে দাবি করেন, উপভোক্তাদের স্বার্থে টাকা দেওয়া হয়েছে। এখন ওই টাকা যেন অন্য কোনও খাতে রাজ্য খরচ না করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

ডায়মন্ড হারবারে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ডায়মন্ড হারবারের রবীন্দ্রভবনে দু'দিনের ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের সূচনা হল। পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, পণ্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য সহ দশজন প্রথিতযশা শিল্পী অংশ নেবেন দু'দিনের এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অবর সংস্কৃতি অধিকর্তা কৌস্তুভ তরফদার, বিশিষ্ট সরোদ বাদক পণ্ডিত দেবজ্যোতি বসু, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) সৌমেন পাল, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার, ডায়মন্ড হারবারের মহকুমাশাসক অঞ্জন ঘোষ প্রমুখ।

বিজেপি সাংসদকে ঝাঁটা হাতে ১০০ দিন, আবাস যোজনার টাকা নিয়ে প্রশ্নের নিদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জয়পুরের তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের একটি কর্মসূচিতে একের পর এক তৃণমূল নেতৃত্ব বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদকে তীব্র আক্রমণ করেন। কেউ বললেন লম্পট, কেউ বললেন মাতাল, চরিত্রহীন। তবে এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সুব্রত দত্ত সাংসদকে উদ্দেশ করে এলাকার মা বোনেদের নিদান দেন, সৌমিত্র খাঁ এলাকায় গেলে মুড়োর ঝাঁটা হাতে নিয়ে প্রশ্ন করবেন ১০০ দিনের টাকা, আবাস প্রকল্পের টাকা কোথায় গেল। সব মিলিয়ে লোকসভা ভোট যতই কাছে আসছে, ততই যেন গরম হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি, নেতাদের মুখে ফুটছে কুকথার ফুলঝুরি!

তৃণমূলের এই মন্তব্যে পালটা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিজেপি। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস হেরে যাওয়ার আগে আর্তনাদ শুনতে পেলেন, আর মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে বলছে, ওরা এখন টিভি খুললেই দেখতে পাচ্ছে সন্দেশখালির মহিলারা এখন কী নিয়ে বেরচ্ছেন। তাই ওঁরা চোখে মুড়োর ঝাঁটা দেখতে পাচ্ছেন।'

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শনিবার সকালে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের নিতুড়িয়া থানার অন্তর্গত সুভাষ রোডের মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বছর ২২ এর এক যুবকের। মৃত ওই যুবকের নাম পিন্টু রায়। তাঁর বাড়ি রঘুনাথপুর থানার রামকানালী গ্রামে। আর আহতরা হলেন আশিস মল্লিক প্রিয়া মল্লিক ও মৌসুমী মল্লিক। তাঁদের বাড়ি পুরুলিয়ার সাঁতুড়ি থানা এলাকায়। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে সুভাষ রোডের মোড়ে। প্রত্যেকেই এঁরা মোটর বাইকে ছিলেন। একাধিক মোটর বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগলে সকলেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। খবর পেয়ে নিতুড়িয়া থানার পুলিশ প্রত্যেকেই উদ্ধার করে স্থানীয় হাড়মাড্ডি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসকরা পিন্টু রায়কে মৃত বলে ঘোষণা করে বাকিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য হাড়মাড্ডি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থেকে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। আর মৃত যুবকের দেহটি নিতুড়িয়া থানার পুলিশ হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে এদিনই পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

কিশোরকে উদ্ধার, ঘরে ফেরাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কিশোরকে উদ্ধার করে ঘরে ফেরাল কাঁকসা থানার পুলিশ। ওই কিশোরের নাম অরুণ চৌধুরী। তার বাড়ি কাঁকসার মুচিপাড়া এলাকায়। ওই কিশোর বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল বলে দাবি।

কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে ওই কিশোরকে পানাগড় বাইপাস ধরে হেঁটে যেতে দেখেন কাঁকসা থানার কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক বিশ্বজিৎ বারিক। ওই কিশোরকে দেখে তাঁর সন্দেহ হলে তিনি ওই কিশোরকে আটকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে ওই কিশোর মায়ের বকুনির কারণে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে হাঁটতে হাঁটতে পানাগড় পৌঁছয়। এরপর ওই পুলিশ আধিকারিক স্থানীয় একটি হোটেলে তাকে রাতের খাবার খাইয়ে ওই কিশোরের কথামতো তার ঠিকানায় পৌঁছে তার বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পরিবারের হাতে ওই কিশোরকে তুলে দিয়ে আসেন।

বিধায়কের সঙ্গে প্রতারণার চেষ্টা, গ্রেপ্তার এক জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: আই প্যাকের নাম ভাঙিয়ে বিধায়কের সঙ্গে প্রতারণার চেষ্টা। ফোন করে পাঁচ লাখার দাবি। বিধায়ককে প্রতারণার চেষ্টায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। এদিন ওই যুবককে উত্তর ২৪ পরগনা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বহরমপুর জেলা আদালতে হাজির করে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। ধৃত যুবকের নাম অঞ্জন কুমার। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার মধ্যমগ্রাম। এদিন বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ, সুপার (হেড কোয়ার্টার) মাজিজ ইকবাল খান বলেন, ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর শক্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অঞ্জন কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন থেকে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ফোন করে একজন। আই প্যাকের নাম করে পাঁচ লালহ টাকা পাঠাতে বলা হয়। পাশাপাশি বিধায়ককে বলা হয় আমি আই প্যাক থেকে বলছি। আপনি আমাকে পাঁচ লাখ টাকা পাঠান তাহলে আপপ্যাকে আরও ভালো জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হবে। হুমায়ুন কবীর বলেন, আমাকে একই নম্বর থেকে বেশ কয়েকবার ফোন করা হয়। আমার তাতে সন্দেহ হয়েছিল। আমি শক্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি।

বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে প্রতারকের নাম পরিচয় জানে পুলিশ। এরপর জেলা পুলিশের একটি টিম মধ্যমগ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে।

কলস যাত্রা সহ জ্ঞান দেবতার পূজার্চনায় মাতলেন সাঁওতালরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের শ্বেতপলাশ গ্রামে শনিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষজনরা শ্বেতপলাশ গ্রামে মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে বিদুচন্দন এবং বঙাবরু কমিটির উদ্যোগে তাঁদের নিরাকার জ্ঞান দেবতার পুজোয় মেতে উঠলেন।

এদিন দামোদর নদ থেকে সাঁওতাল মহিলারা কলস ভর্তি করে জল নিয়ে শ্বেতপলাশ গ্রামের আসেন। এরপর তাঁদের ধর্মীয় রীতিনীতি মেনেই পুজোপাঠ শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী সেঁঙ্গেল অভিযানের রঘুনাথপুর ২ ব্লক কমিটির সভাপতি রাজেন মান্ডি তেলকুপি বারনিঘাট ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের সম্পাদক পরমেশ্বর বেসরা বিশিষ্ট সমাজসেবী বাণেশ্বর মুর্মু, নরেন মান্ডি, রবীন মুর্মু সহ অন্যান্যরা।

সন্দেশখালি কাণ্ডে অনির্দিষ্টকালের ধরনা বিজেপির মহিলা-যুবমোর্চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সন্দেশখালির ঘটনায় মহিলাদের ওপর তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও সন্দেশখালিতে শান্তি ও নিরাপত্তা সহ শেখ শাহাজাহানের গ্রেপ্তারের দাবি নিয়ে শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কার্জন গেটের কাছে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধরনা কর্মসূচি শুরু করলেন বিজেপির মহিলা মোর্চা ও যুব মোর্চার কর্মী সমর্থকরা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলার সভাপতি অভিজিৎ তা সহ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী রাখি মল্লিক, সাধারণ সম্পাদিকা, যুব মোর্চার দুই সাধারণ সম্পাদক, সমস্ত জেলার মহিলা মোর্চা ও যুব মোর্চার কর্মীরা।

এদিন প্ল্যাকার্ড পোস্টার হাতে নিয়ে ধরনা মঞ্চ থেকে বিজেপি কর্মীরা শেখ শাহাজাহানকে গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন। তাঁরা বলেন, শুধু সন্দেশখালি নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছেন রাজ্যের মহিলারা। রাজ্যের মহিলাদের ওপর হওয়া অত্যাচার বন্ধের দাবিতে, সন্দেশখালিতে শান্তি ফেরানোর দাবিতে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধরনায় বসেছেন। যতদিন না তাঁদের দাবিপূরণ হবে, ততদিন তাঁদের এই আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ইস্যুতে উত্তরাখণ্ডের পথে অসম

গুয়াহাটি, ২৪ ফেব্রুয়ারি: অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইস্যুতে উত্তরাখণ্ডের পথেই হাঁটছে অসমও। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার পথে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। হিমন্ত জানান, মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিস্ট্রেশন আইন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম সরকার। সঙ্গে এও জানান, শীঘ্রই এই আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হল সকল নাগরিকদের জন্য এক আইন। কোনও ধর্ম বা জাতির ভিত্তিতে বিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও দত্তক নেওয়ার আইনে কোনও ফারাক থাকবে না।

শুক্রবারই অসমের মন্ত্রী জয়ন্ত মাল্লা বড়ুয়া জানান, ক্যাবিনেট বৈঠকে মুসলিম বিবাহ আইন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই এটি বিল আকারে অসম বিধানসভায় পেশ করা হবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি অবধি অধিবেশন চলবে। তার আগেই বিল পেশ ও পাশ করানোর চেষ্টা করবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার। এরই পাশাপাশি মন্ত্রী জয়ন্ত বড়ুয়া এও জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একাধিকবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। তার জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অসমের মুসলিম আইন ও বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৫ প্রত্যাহার করা হবে। এই আইনের অধীনে মুসলিমদের বিয়ে বা বিবাহবিচ্ছেদ রেজিস্টার হবে না। আমরা বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে এই বিষয়গুলি আনতে চাইছি।' একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, এই আইন প্রত্যাহারের ফলে রাজ্যে বাল্যবিবাহ কমবে। এর জন্য যাঁরা মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করেন, এমন ৯৪ জন রেজিস্ট্রারকে এককালীন ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় পাশ করা হয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এটিই প্রথম রাজ্য যেখানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি পাশ করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের এই সিদ্ধান্তে্র পরই অসমের মুখ্যমন্ত্রীও শীঘ্রই রাজ্যে এই আইন চালু করার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

হরিদ্বার যাওয়ার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

ট্র্যাক্টর উলটে মৃত অন্তত ২২ তীর্থযাত্রী

হরিদ্বার, ২৪ ফেব্রুয়ারি: উত্তরপ্রদেশের কাসগঞ্জে ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে সাত শিশু-সহ অন্তত ২২ জন তীর্থযাত্রীর। গুরুতর আহত অবস্থায় অনেককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে হরিদ্বারে গঙ্গাস্নানের জন্য ট্র্যাক্টরে করে যাচ্ছিলেন যাচ্ছিলেন গ্রামের বাসিন্দারা। কদরগঞ্জে যাওয়ার পথেই কাসগঞ্জে হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পুকুরে পড়ে যায় ওই ট্র্যাক্টরটি। আলিগঞ্জ রেঞ্জের শালাভ মাথুর দুর্ঘটনার কথা নিশ্চিত করে জানান, মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু এবং মহিলা। একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে গিয়েই নিয়ন্ত্রণ হারান ট্র্যাক্টরের চালক। সঙ্গে সঙ্গে তা উলটে কর্দমাক্ত পুকুরে গিয়ে পড়ে।

এমন ঘটনা ঘটতেই স্থানীয়রা ভিড় জমান। খবর দেওয়া হয় পুলিশ। দেহগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গোটা ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন তিনি।

পুলিশ আধিকারিকদের দ্রুত উদ্ধারকাজ শেষ করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে আহতদের যাতে চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি না হয়, সেই বিষয়টিও সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

গির্জার সামনেই বচসা, পাদ্রিকে গাড়ির ধাক্কা

তিরুঅনন্তপুরম, ২৪ ফেব্রুয়ারি: পাদ্রি গির্জার দরজা বন্ধ করতে গেলে বাইক চালিয়ে পাদ্রির দিকে এগিয়ে যান এক তরুণ। তার ফলে হাতে চোট পান পাদ্রি। সেই সময় পিছন দিক থেকে গাড়ি নিয়ে এসে পাদ্রিকে ধাক্কা দেন তরুণেরা।

পরীক্ষা দেওয়ার পর বাইক এবং গাড়ি করে গির্জায় হাজির হয়েছিলেন তরুণের দল। গির্জায় আসার পরেই সকলে মিলে হট্টগোল শুরু করে দিয়েছিলেন। প্রার্থনা চলাকালীন তরুণদের শোরগোল করতে বারণ করেন ওই গির্জার পাদ্রি। এমনকী, গির্জার সামনে জোরে গাড়ি চালাতেও নিষেধ করেন তিনি। রাগের বশে পাদ্রিকেই গাড়ির ধাক্কা দিলেন তরুণেরা। ঘটনাটি শুক্রবার বিকেলে কেরলের কোট্টায়ামের পুঞ্জর এলাকায় ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার বিকেলে জোর গতিতে বাইক এবং গাড়ি চালিয়ে গির্জায় প্রবেশ করেন কয়েক জন তরুণ। গির্জায় পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে শোরগোল শুরু করে দেন তাঁরা। সেই সময় গির্জায় প্রার্থনা চলছিল। গির্জার ভিতর থেকে বেরিয়ে তরুণদের কাছে যান সেখানকার পাদ্রি। জোরে চিৎকার করতে বারণ করেন তিনি।

গির্জার সামনে জোরে গাড়ি চালাতেও তরুণদের নিষেধ করেন পাদ্রি। কিন্তু তরুণেরা কোনও কথা শুনতে রাজি ছিলেন না। পাদ্রি গির্জার দরজা বন্ধ করতে গেলে বাইক চালিয়ে পাদ্রির দিকে এগিয়ে যান এক তরুণ। তার ফলে হাতে চোট পান পাদ্রি। সেই সময় পিছন দিক থেকে গাড়ি নিয়ে এসে পাদ্রিকে ধাক্কা দেন তরুণেরা।

সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রিকে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। যে তরুণেরা বাইক এবং গাড়িতে চেপে পাদ্রিকে ধাক্কা দিয়েছিলেন তাঁদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। তাঁদের গাড়িগুলিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন গির্জার পাদ্রি। তবে আশঙ্কার কোনও কারণ নেই, জানিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসকেরা।

ভাগ্নের বিয়ের অজুহাতে প্যারোলে মুক্ত বিলকিসের আরও এক ধর্ষক!

আমদাবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি: বিলকিসের ধর্ষকদের নিয়ে নাটক অব্যাহত। ২০২২ সালের ১৫ অগস্ট স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে ১১ জন দোষীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। মাসখানেক আগে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর জেলে ফেরানো হয়েছিল ধর্ষকদের। এবার তাঁদের একজনকে প্যারলে মুক্তি দিল গুজরাত হাইকোর্ট। ভাগ্নের বিয়েতে যোগ দেবেন বলে আবেদন করেছিলেন বিলকিস মামলার অন্যতম দোষী রমেশ চন্দনা। আগামী ৫ মার্চ থেকে ১০ দিনের জন্য প্যারোল মঞ্জুর করেছে আদালত। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে যাঁদের জেলে ফেরানো হল, তাঁদেরই একজনের প্যারোল মঞ্জুর করা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এর আগে আরও এক অপরাধীকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। রমেশের আগে মুক্তি পান আরেক ধর্ষক প্রদীপ মোধিয়ার। গত ৭ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্যারোলে মুক্তি পেয়েছিলেন প্রদীপ। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহে বোনের ছেলের বিয়েতে যোগ দিতে চেয়ে প্যারোলে মুক্তির আবেদন করেছিলেন রমেশ চন্দনা। সেই আবেদনই গুজরাত হাইকোর্টের বিচারপতি দিব্যেশ জোশী মঞ্জুর করেন। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে কারাবাস শুরুর পর থেকে মোট ১১৯৮ দিন প্যারোলে মুক্ত ছিলেন রমেশ। বিলকিসের ১১ ধর্ষকের বাকিরাও কম-বেশি প্যারোলো মুক্তি হয়েছেন। একাধিকবার। যা নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল।

বিলকিস এবং তাঁর আত্মীয়দের অভিযোগ ছিল, প্যারোলে মুক্ত হয়ে দোষীরা তাঁদের উপর চাপ তৈরি করত। এছাড়াও হামলা হতে পারে ভেবেও আতঙ্কিত ছিলেন তাঁরা। এর মধ্যেই ২০২২ সালের ১৫ অগস্ট মুক্তি দেওয়া হয়েছিল ১১ জন ধর্ষককে। জেলে তাঁরা 'ভালো আচরণ' করেছেন, জানানো হয় জেল কর্তৃপক্ষের তরফে। জেলমুক্ত দোষীদের গেরুয়া শিবিরের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। যদিও লড়াই ছাড়েননি বিলকিস। তিনি গুজরাত সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন। বেশ কিছুদিনের শুনানির পর দোষীদের জেলে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত।

ফের রুশ নজরদারি বিমান গুলি করে নামাল ইউক্রেনের বিমান বাহিনী

মস্কো, ২৪ ফেব্রুয়ারি: দেখতে দেখতে দু'বছর পার হয়ে গেল রাশিয়া বনাম ইউক্রেন যুদ্ধের। ফের রুশ নজরদারি বিমান ধবংসের দাবি জানালো ইউক্রেন। রাশিয়ার দুই শহরের মাঝখানে গুলি করে নামানো হয় বিমানটিকে। যুদ্ধের ২ বছর কাটলেও চলছে আক্রমণ, পালটা আক্রমণে বজায় রয়েছে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের ঝাঁজ। মস্কোর প্রতিটা হামলার কড়া জবাব দিচ্ছে কিয়েভ।

সূত্রে খবর, শুক্রবার রাশিয়ার রস্তোভ-অন-ডন ও ক্রাসনোডার শহরের মাঝখানে দূরপাল্লার এ-৫০ রুশ নজরদারি বিমানটিকে গুলি করে নামায় ইউক্রেনের বিমানবাহিনী। এর পর কানেভস্কয় এলাকা থেকে বিমানটির ধবংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়। যুদ্ধের ময়দানে এই সাফল্যের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ইউক্রেনের বায়ুসেনা প্রধান মায়কলা অলেশ্চুক। এবং টেলিগ্রামে দখলদারদের কড়া ভাষায় কটাক্ষ করে বলেন, রুশ সেনাবাহিনী যে ছুটিতে চলে গিয়েছে এই ঘটনা তারই নিদর্শন। যদিও এবিষয়ে এখনও কিছু জানায়নি রাশিয়া।

উল্লেখ্য, গত ১৪ জানুয়ারি আজভ সাগরে রাশিয়ার নজরদারি বিমানটিকে গুলি করে নামিয়ে ছিল ইউক্রেন। ভারতীয় মুদ্রায় যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২ হাজার ৭৯২ কোটি টাকা। এই নজরদারি বিমানটি ছিল তৎকালীন সোভিয়েত যুগের। এটি বিভিন্ন ক্ষেপণাস্ত্র ও শত্রুপক্ষের বিমান শনাক্ত করতে সক্ষম। যুদ্ধবিমান বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এ-৫০ বিমানের ধ্বংসের খবর সত্যি হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এটা রাশিয়ার ব্যর্থতা। রুশ বিমানবাহিনীর কাছেও এই ঘটনা খুবই অস্বস্তিকর হবে। মোট ছয়টি এ-৫০ নজরদারি বিমান ছিল রাশিয়ার হাতে। যার দুটি ধ্বংস হয়ে গেল ইউক্রেনের হামলায়। ফলে এখন মাত্র ৪টি বিমান রইল ক্রেমলিনের কাছে।

বলে রাখা ভালো, ২৪ ফ্রেব্রুয়ারি, শনিবার দু'বছর পূর্ণ হল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের। ২০২২ সালে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ঘোষণা করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

মণিপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্ফোরণে মৃত এক জন

ইম্ফল, ২৪ ফেব্রুয়ারি: ফের রক্তাক্ত হিংসাদীর্ণ মণিপুর। শুক্রবার বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে ইম্ফলের একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এখনও পর্যন্ত ১ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পিটিআই সূত্রে খবর, গতকাল গভীর রাতে রাজধানী ইম্ফলের ডিএম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিস্ফোরণ ঘটে। প্রাণ হারান বছর চব্বিশের ওইনাম কেনেগি নামের এক যুবক। বিস্ফোরণে আহত অন্য এক যুবকের চিকিৎসা চলছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদিকে ঘটনার পরই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পৌঁছে যায় বম্ব স্কোয়াড। প্রাথমিক তদন্ত শেষে জানা গিয়েছে, নাশকতা ঘটাতে আইইডি ব্যবহার করা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত এই হামলার দায় স্বীকার করেনি কেউ।

উল্লেখ্য, গত বছরের মে মাসে মণিপুর হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, মেতেইদের তপসিলি উপজাতির তালিকাভুক্ত করা যায় কি না সে নিয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজ্য সরকারকে। আদালতের এই রায়ের পরেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে গোটা মণিপুর। মেতেইদের পক্ষে আদালতের রায়ের বিরোধিতায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কুকিরা। দুপক্ষের সংঘর্ষে প্রাণ হারান দুশোর বেশি মানুষ। সোমবার সেই নির্দেশ পালটে দিয়েছে মণিপুর হাইকোর্ট। শেষ পর্যন্ত নিজেদের রায়ই বাতিল আদালত জানিয়েছে, তপসিলি উপজাতি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি কেন্দ্র সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। আদালত সেই কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

১১ দিন পর খোঁজ মিলল কোটার নিখোঁজ ছাত্রের

কোটা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: কোটায় পড়তে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আচমকা উধাও হয়ে যায় কিশোর। বাড়ির লোকজনের সঙ্গে হঠাৎ করেই কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দেয়। অনেক চেষ্টা করেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে পুলিশের দ্বারস্থ হন অভিভাবকেরা। ১১ দিন টানা তল্লাশির পর অবশেষে সেই ছাত্রের খোঁজ মিলেছে। তাঁকে পাওয়া গিয়েছে প্রায় হাজার কিলোমিটার দূরের শহর থেকে।

উত্তরপ্রদেশের বুন্দেলশহরের বাসিন্দা ১৭ বছরের পীযূষ। গত দু'বছর ধরে আইআইটি-র প্রবেশিকা পরীক্ষা জয়েন্টের জন্য রাজস্থানের কোটায় প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে। কোটার ইন্দ্র বিহার এলাকায় একটি হস্টেলে থাকত। বাবা, মায়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল পীযূষের। তাঁর পরিবার জানিয়েছে, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি কিশোর তার মায়ের সঙ্গে শেষ বার কথা বলে। তার পর তার ফোন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হস্টেলে খোঁজ করে জানা যায়, ১৪ তারিখ একটি পরীক্ষা দিতে বেরিয়েছিল কিশোর। তার পর আর হস্টেলে ফেরেনি।

কিশোরের উদ্বিগ্ন পরিবার জওহরনগর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে। সেই থেকে শুরু হয় কিশোরের খোঁজ। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ঘেঁটে পুলিশ তার সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিশোরকে পাওয়া যায়নি।

১১ দিন পর গোপন সূত্রে পুলিশ ওই কিশোরের খোঁজ পায়। জানা যায়, তাকে হিমাচলপ্রদেশের দেরাদুনে দেখা গিয়েছে। পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের একটি দল সেখানে যায়। কিশোরকে পাওয়া যায় ধর্মশালা থেকে। কোটা থেকে হিমাচলের এই শহরের দূরত্ব ৯৭৫ কিলোমিটার। কী ভাবে, কোন পরিস্থিতিতে কিশোর কোটা থেকে ধর্মশালায় পৌঁছে গেল, কেনই বা হস্টেল ছেড়ে সে চলে গেল, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। তারা জানিয়েছে, কিশোরের মানসিক অবস্থা স্থিতিশীল নয়। তাই তার কাছ থেকে কোনও তথ্য এই মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছে না। কোটায় নিয়ে গিয়ে ওই কিশোরের কাউন্সেলিং করানো হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

গোপনে ছেলের দেহ সংকার করার জন্য চাপ, ক্ষোভ উগরে দিলেন নাভালনির মা

মস্কো, ২৪ ফেব্রুয়ারি: মর্গে ছেলের দেহ দেখতে পেলেন শুধুমাত্র নাভালনির মা লুডমিলা। অভিযোগ, গোপনে দেহ সৎকার করার জন্যও চাপ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে মৃত্যুর শংসাপত্রেও। এনিয়ে ভিডিওবার্তা দিয়ে রুশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নাভালনির মা। সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও বার্তা দেন নাভালনির মা। তিনি জানান, এদিন মর্গে তাঁকে ছেলের দেহ দেখার অনুমতি দিয়েছে রুশ প্রশাসন। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, তদন্তকারীরা তাঁকে রীতিমতো হুমকি দিয়েছেন। গোপনে নাভালনির দেহ কবর দিতে বলা হয়েছে। সেখানে শোকজ্ঞাপন করতে আসার জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া যাবে না। লুডমিলার অভিযোগ, ওরা পুরো বিষয়টি গোপনে সেরে ফেলতে চাইছে। কোনও শোকসভা করতে বারণ করেছে। একটি কবরস্থানে নিয়ে গিয়ে আমাকে বলা হয়, এখানেই ছেলেকে সমাধিস্থ করে দিন। কিন্তু আমি আপত্তি জানাই।

ছেলের মৃত্যু প্রসঙ্গে লুডমিলা বলেন, তদন্তকারীরা দাবি করেছেন স্বাভাবিক কারণেই আলেক্সেইর মৃত্যু হয়েছে। আমাকে সব আইনি ও ডাক্তারি কাগজপত্র দেখানো হয়েছে। মৃত্যুর শংসাপত্রেও আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেহ আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। উলটে কবে, কোথায়, কী ভাবে আলেক্সেইকে কবর দেওয়া হবে তা নিয়ে আমাকে চাপ দেওয়া হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। এমনকী হুমকি দেওয়া হয়, ওদের কথা না শুনলে আমার ছেলের দেহ নষ্ট করে দেওয়া হবে। যদিও এই প্রেক্ষিতে রুশ প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

বলে রাখা ভালো, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার রুশ জেল কর্তৃপক্ষ রাশিয়ার বিরোধী নেতা নাভালনির মৃত্যুর খবর জানায়। এর দিন তিনেক পরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কাছে শেষবারের মতো ছেলেকে দেখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন লুডমিলা। নাভালনির মৃত্যুর খবর পেয়ে আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে জেলেও গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দেহ দিতে চাননি জেল আধিকারিকরা। তাঁদের দাবি ছিল, নাভালনির মৃত্যুর তদন্ত চলছে এখনও। তাই এখনই দেহ হস্তান্তর সম্ভব নয়। কিন্তু ঘটনাক্রম অন্যদিকে ঘুরে যায় খানিকক্ষণের মধ্যেই। নাভালনির আইনজীবীকে পুলিশ বলে, মর্গে নিহত নেতার দেহ নেই! তার পর সোমবার জানা যায়, একটা মর্গে নাকি রয়েছে নাভালনির দেহ।

মোদির স্টাইলে তাতারস্তানের প্রধানকে আলিঙ্গন পুতিনের, ভাইরাল ভিডিও

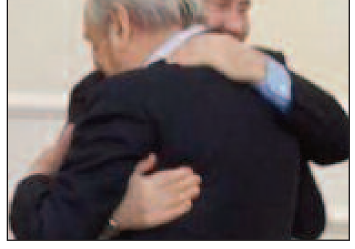

মস্কো, ২৪ ফেব্রুয়ারি: পুতিনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গভীর বন্ধুত্বের কথা সকলের জানা। একাধিকবার বন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেই হুবহু নকল করে ফেললেন তিনি! এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পুরো 'মোদি স্টাইলে' জড়িয়ে ধরলেন রুশ প্রেসিডেন্ট। নমোর মতোই সওয়ার হলেন যুদ্ধবিমানেও।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার পুতিনের সঙ্গে দেখা হয় রাশিয়ার তাতারস্তানের প্রধান রুস্তম নুরগালিয়াভিচের। সৌজন্য বিনিময়ের সময় নুরগালিয়াভিচকে জড়িয়ে ধরেন রুশ প্রেসিডেন্ট। যার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায়। নেটিজেনদের মতে, তাঁর এই আলিঙ্গন করার 'স্টাইল' নাকি একেবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো। দেশের সামরিক শক্তি প্রদর্শনে মোদি যুদ্ধবিমানে সওয়ার হয়েছিলেন। ইউক্রেন যুদ্ধ আবহে এদিন একই কাজ করেছেন পুতিনও।

তাতারস্তানের রাজধানী কাজানে বিমান নির্মাতা সংস্থা 'কাজান অ্যাভিয়েশন প্লান্ট'-এর রানওয়ে থেকে টিউ, ১৬০এম সুপারসনিক যুদ্ধবিমানে সওয়ার হয়েছিলেন পুতিন। পরমাণু বোমা বহনে সক্ষম এই আধুনিক যুদ্ধবিমান। প্রায় আধ ঘণ্টা আকাশে ওড়ার পর সেটি অবতরণ করে। সব কিছু খতিয়ে দেখার পর সুপারসনিক যুদ্ধবিমানটির প্রশংসা করেন পুতিন। বিশ্লেষকদের মতে, ইউক্রেন যুদ্ধে আমেরিকা-সহ পশ্চিম বিশ্বকে বিশেষ বার্তা দিতে চেয়েছেন পুতিন। রাশিয়ার পারমাণবিক ক্ষমতা সম্পর্কে সকলকে আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২৪ ফ্রেব্রুয়ারি, শনিবার দু'বছর পূর্ণ হল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের। ২০২২ সালে আজকের দিনেই ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ঘোষণা করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তার পরই বাঁধভাঙা জলের মতো ঢুকতে শুরু করেছিল রাশিয়ান ফৌজ। শুরুর দিকে পিছু হঠলেও, দ্রুত পালটা মার দিতে শুরু করে ইউক্রেনীয় সেনা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER
Tender are invited under following. **1) NIT NO:-17/BANNYESWAR GP/2023-24, (2ND CALL) DATE:- 22.02.2024 2) NIT NO:-18/ BANNYESWAR GP/ 2023-24, (2ND CALL) DATE:- 22.02.2024.** The last date of all tender is **1.03.2024 up to 16:00 hours** Details Please Visit Office Notice Board.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

NOTICE
e- tender are invited for execution of different soil conservation works of vide NIT reference No NIQ **no-07/2023-24 Dated 22/02/2024 and NIT- . 8(e)/DDASC/2023-24** 1st call, for more details visit **https://wbtenders.gov.in** and **https://purulia.gov.in.**
Sd/-
Deputy Director of Agriculture
(SC), KRVP Purulia

OFFICE OF THE
MAHALANDI-II GRAM PANCHAYAT
KANDI DEV. BLOCK
MURSHIDABAD
NIeT No.12/MHND-IIGP/2023-24, NIeT No.13/MHND-IIGP/ 2023-24, NIeT No.14/MHND-IIGP/2023-24, Dated: - 24/02/2024
Last date of Dropping: - **02/03/2024 (up to 4.00 pm)**
Date of Opening: - **04/03/2024 (at 4.00 pm)**
Details of tender are available at wbtender.govt.in and office of the undersigned.
Sd/- Prodhan.
Mahalandi - II GP
Jibanti, Kandi, Murshidabad

TENDER NOTICE
Executive Officer, Barasat-I Panchayat Samiti invites E-tender. Details are available at : **www.wbtenders.gov.in; NIT No. : N24PG/Bst-I/PS/N-74/2023-2024, Dated : 20.02.2024; NIT No. : N24PG/Bst-I/PS/N-32 (3rd Call)/2023-2024, Dated : 20.02.2024; NIT No. : N24PG/Bst-I/PS/N-56 (2nd Call)/2023-2024, Dated : 20.02.2024; NIT No. : N24PG/Bst-I/PS/N-55 (2nd Call)/2023-2024, Dated : 22.02.2024; NIT No. : N24PG/Bst-I/PS/N-78/2023-2024, Dated : 23.03.2024.** Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.
Sd/-
Block Development Officer
Barasat - I Development Block

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo. No. 2847/RM
Date – 21.02.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/ RM/NIQ-25e/2023-24/SL1
Tender ID :
2024_MAD_671591_1
Pre Bid Meeting for sample verification of Tender-Date :- 05/03/2024 (Tuesday) Time – 12:00 noon to 1:00 pm Place :- Ranaghat Municipal Office Building, Subhas avenue, Ranaghat, Nadia 741201. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**
S/D Chairman,
Ranaghat Municipality

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II Dev./Enit-9/2023-24
Dated- 23/02/2024
E-Tender is hereby invited by the Block Dev. Officer, Suri-II Dev. Block, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Dev. Block. Last date of bid submission is **12.03.2024.**
Details are available on www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Dev. Officer
Suri-II Dev. Block

Champahati Gram Panchayat
Baruipur Panchayat Samity, South 24 PGS, 743330
Notice Inviting E-Tender
e-Tender is invited from Bonafede resourceful contractor for execution of different development works vide **NIT No.: 242/XVFC, 243/XVFC, 244/XVFC, 245/XVFC, 246/XVFC, 247/XVFC, 248/XVFC, 250/XVFC, 251/XVFC, 252/XVFC, 253/XVFC, 254/XVFC, 255/XVFC, 256/XVFC & 257/XVFC, Date: 23.02.2024.** Bid Submission start date : **23.02.2024 at 06:00 PM.** Bid submission end date: **29.02.2024 up to 06:00 PM.** Bid Opening date : **02.03.2024 at 06:00 PM.** For more details visit **www,wbtebders,gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Champahati Gram Panchayat

রাঁচিতে ইংলিশ স্পিনে কাবু ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: জেএসসিএ স্টেডিয়ামে ৭ উইকেটে ৩০২ রান নিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছিল ইংল্যান্ড। আজ টেস্টের দ্বিতীয় দিনে সকালের সেশনে মাত্র ১৪.৫ ওভার টিকেছে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। জো রুট ১২২ রানে এক প্রান্ত আগলে রাখলেও ৩৫৩ রানে অলআউট হয় ইংল্যান্ড। এরপর ভারত নিজেদের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ৭ উইকেটে ২১৯ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে। ক্রিজে অপরাজিত ধ্রুব জুরেল (৩০*) ও কুলদীপ যাদব (১৭*)। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস থেকে এখনো ১৩৪ রানে পিছিয়ে ভারত।

মধ্যাহ্নভোজনে যাওয়ার আগে ১০ ওভার ব্যাট করেছে ভারত (৩৪/১)। এ সময় শুধু রোহিত শর্মাকে তুলে নিতে পেরেছে ইংল্যান্ড। অফ স্টাম্পের বাইরে ভালো চ্যানেল ধরে বোলিংয়ের পুরস্কার হিসেবে রোহিতের উইকেটটি তুলে নেন জেমস অ্যান্ডারসন। ডিফেন্সিভ পুশ করতে গিয়ে উইকেটকিপার বেন ফোকসকে ক্যাচ দেন ভারত অধিনায়ক। দলের সংগ্রহ তখন মাত্র ৪ রান। এরপরই ভারত দ্বিতীয় দিনে সবচেয়ে বড় জুটিটি পেয়েছে দুই তরুণ ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে। তৃতীয় উইকেটে ১৩১ বলে ৮২ রানের জুটি গড়েন শুবমান গিল ও যশস্বী জয়সোয়াল।

রাঁচির এই উইকেট আজ দ্বিতীয় দিনেই বেশ ফেটেছে। ইংল্যান্ডের স্পিনাররাও বাঁক পেয়েছেন দ্বিতীয় সেশন থেকে। এই সেশনে ইংল্যান্ড যে ৩টি উইকেট পেয়েছে, তার সব কটিই ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা অফ স্পিনার শোয়েব বশিরের। ৩৮ রান করা গিলকে তুলে নিয়েছেন এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলে (২৪.১ ওভার)। ঠিক ১০ ওভার পরই (৩৪.৩ ওভার) আবারও আঘাত হানেন বশির। এবার তাঁর শিকার রজত পাতিদার এবং আউট সেই এলবিডব্লুই!

অফ স্পিনার হয়ে দুজন ডানহাতি ব্যাটসম্যানকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেছেন;এখান থেকে বুঝে নেওয়া যায়, বয়স কম হলেও মাথা খাঁটিয়ে জায়গামতো বল করতে জানেন বশির। আর সেই সুবাদে নিজের তৃতীয় উইকেটটি পেয়েছেন এক ওভার পরই। উচ্চতাকে ব্যবহার করে ভালো লেংথে টপ স্পিন মেরেছিলেন বশির। রবীন্দ্র জাদেজা বলটি রক্ষণাত্মকভাবে খেললেও সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওলি পোপের হাতে জমা পড়ে বল। ক্যাচ আউট!

দ্বিতীয় সেশনে ৯৭ রান তোলার বিপরীতে ৩ উইকেট হারিয়েছে ভারত। উইকেট সহায়তা করায় এই সেশনে বশিরকে এক প্রান্ত থেকে টানা বোলিং করিয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। এ সেশনে তাঁর বোলিং বিশ্লেষণ ১৪-২-৩১-৩। প্রথম সেশনে ১ ওভার বল করে ১ রান দিয়েছিলেন। চা,বিরতিতে যাওয়ার আগে ভারতের স্কোর ছিল ৪ উইকেটে ১৩১। ক্রিজে অপরাজিত আগের টেস্টেই অভিষিক্ত দুই তরুণ জয়সোয়াল ও সরফরাজ। বিশাখাপট্টনম ও রাজকোটে টানা দুই ম্যাচে 'ডাবল সেঞ্চুরি' পাওয়া জয়সোয়াল ভারতের এই ইনিংসেও বহুদূর এগোনোর চাবিকাঠি হয়ে ছিলেন।

উইকেটে দ্বিতীয় দিনেই বাঁক ধরছে বলে, অর্থাৎ টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে অপেক্ষা করছে 'মাইনফিল্ড';তাই যতটা বেশি রান করে নেওয়ার প্রথম ইনিংসেই করতে হবে ভারতকে। সে জন্য ৭৩ রানে অপরাজিত থাকা জয়সোয়ালে তাকিয়ে ছিল স্বাগতিকেরা। কিন্তু চা, বিরতির পর শেষ সেশনে জয়সোয়ালকে বোল্ড করে ইংল্যান্ডের 'মাথাব্যথা'র উৎপাটন করেন বশির। তাতে অবশ্য রাঁচির উইকেটের অদ্ভুত আচরণের 'অবদান'ও আছে। এই সেশনে স্পিনারদের বল যতটা বাঁক পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি ভয়ংকরভাবে কয়েকটি ডেলিভারি নিচে নেমেছে। বল ওঠেনি। বশিরের এমন এক বলেই আউট হয়েছেন জয়সোয়াল। ১৪ রান করা সরফরাজ এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে তুলে নেন ইংল্যান্ডের আরেক স্পিনার টম হার্টলি।

ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে আগের দিনের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান রুট ও ওলি রবিনসন আজও জমাট শুরু করেছিলেন। তাঁদের জুটি ১০২ রানে পৌঁছানোর পর জাদেজার শিকার হন ৫৮ রান করা রবিনসন। অলআউট হওয়ার আগে সকালের সেশনে ৫১ রান যোগ করতে পেরেছে ইংল্যান্ড। শেষ ৩টি উইকেট তারা হারিয়েছে ৬ রানে, ১৭ বলের ব্যবধানে!

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস ১০৪.৫ ওভারে ৩৫৩ (রুট ১২২*, রবিনসন ৫৮, ফোকস ৪৭,ক্রলি ৪২, বেয়ারস্টো ৩৮; জাদেজা ৪/৬৭, আকাশ ৩/৮৩, সিরাজ ২/৭৮, অশ্বিন ১/৮৩) ভারত ১ম ইনিংস ৭৩ ওভারে ২১৯/৭ (জয়সোয়াল ৭৩, গিল ৩৮, জুরেল ৩০*, রজত ১৭, সরফরাজ ১৪, কুলদীপ ১৭*, জাদেজা ১২; বশির ৪/৮৪, হার্টলি ২/৪৭, অ্যান্ডারসন ১/৩৬)।; দ্বিতীয় দিন শেষে।

ফেব্রুয়ারিতেই ছক্কার ভারতীয় রেকর্ড ভাঙলেন জয়সোয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে এক সিরিজে ৬০০ রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন যশস্বী জয়সোয়াল। আগের দুই টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি করা জয়সোয়াল এই টেস্টে ইনিংস অনেক বড় করতে পারেননি। শোয়েব বশিরের বলে বোল্ড হয়েছেন ৭৩ রান করে।

সিরিজে বর্তমানে তাঁর রান ৬১৮, খেলেছেন এখন পর্যন্ত ৭ ইনিংস। ২২ বছর বয়সী জয়সোয়ালের আগে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এক সিরিজে ৬০০ করেছেন সুনীল গাভাস্কার, রাহুল দ্রাবিড়, বিরাট কোহলি ও দিলীপ সারদেশাই। এর মধ্যে গাভাস্কার, দ্রাবিড়, কোহলি ক্যারিয়ারে দুবার করে এমন কীর্তি গড়েছেন।

আর মাত্র ৩৮ রান করলেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক সিরিজে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড গড়বেন জয়সোয়াল। ২০১৬ সালে ৬৫৫ রান করে যে রেকর্ডের বর্তমান মালিক বিরাট কোহলি।

ফেব্রুয়ারি না যেতেই এক পঞ্জিকাবর্ষে টেস্টে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন জয়সোয়াল। ছাড়িয়ে গেছেন ২০০৮ সালে ২২ ছক্কা মারা বীরেন্দর শেবাগকে। আজ তিনি ছাড়িয়ে গেছেন অ্যাডাম গিলক্রিস্টকেও। ২০০৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যান ছক্কা মেরেছিলেন ২২টি।

সব মিলিয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড নিউজিল্যান্ডের ব্রেন্ডন ম্যাককালামের। ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের বর্তমান কোচ ২০১৪ সালে ৩৩টি ছক্কা মেরেছিলেন। সিরিজে এখনো তিন ইনিংস ব্যাটিং করার কথা জয়সোয়ালের। কে জানে, ম্যাককালামের এই রেকর্ড চলতি সিরিজেই জয়সোয়াল ভেঙে দেন কি না! আবারও মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে, এখন মাত্র ফেব্রুয়ারি!

প্রথম সেশন শেষ হওয়ার আগের ওভারে বোলিংয়ে এসেছিলেন। এরপর শোয়েব বশির টানা বল করে গেছেন দিনের খেলা শেষ হওয়ার ৩ ওভার আগপর্যন্ত। টানা ৩১ ওভার বোলিং করেছেন এই স্পিনার। ৩১ ওভারে ৮৩ রান দিয়ে নিয়েছেন ৪ উইকেট। এটা কিন্তু টানা বোলিংয়ের রেকর্ড নয়! ১৯৯০ সালে ওভালে নরেন্দ্র হিরওয়ানি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টানা ৫৯ ওভার বোলিং করেছিলেন। চলতি সিরিজে এখন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের স্পিনাররা উইকেট নিয়েছেন ৪৬টি। যেখানে ভারতের স্পিনাররা নিয়েছেন ৪১ উইকেট। যদিও গড়ে ১ উইকেট নিতে ইংল্যান্ডের স্পিনাররাই বেশি রান খরচ করেছেন;৩৯। আর ভারতের স্পিনারদের গড় ৩১। তাঁদের পার্থক্যটা ৮ রানের। ২০১৩ থেকে ২০২৩;এই সময়ে ভারতের স্পিনারদের সঙ্গে সফরকারী দলের স্পিনারদের পার্থক্য ছিল ১৯।

রাঁচি টেস্টে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড ব্যাটিং করেছে ১০৪.৫ ওভার। বাজবল,যুগে এ নিয়ে মাত্র ৬ বার ১০০,এর বেশি ওভার খেলতে পেরেছে ইংল্যান্ড। গত তিন বছরে এটি ওলি রবিনসনের প্রথম পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস। ইনিংসের হিসাবে ৩১ ইনিংস পর। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নবম পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস। পেসার রবিনসনের ব্যাটিং রেকর্ড দেওয়ার কারণ? প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচেই ২০১৫ সালে সাসেক্সের হয়ে সেঞ্চুরি করেছিলেন রবিনসন। অর্থাৎ ব্যাটিংটা ভালোই জানতেন তিনি।ওলি রবিনসন ও জো রুটের অষ্টম উইকেট জুটির রান এটি। ২০১৭ সালের পর অষ্টম উইকেট জুটিতে টেস্টে ইংল্যান্ডের প্রথম শতরানের জুটি এটাই।

ঘরোয়ায় না খেলায় কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়ছেন কিষান, আইয়ার

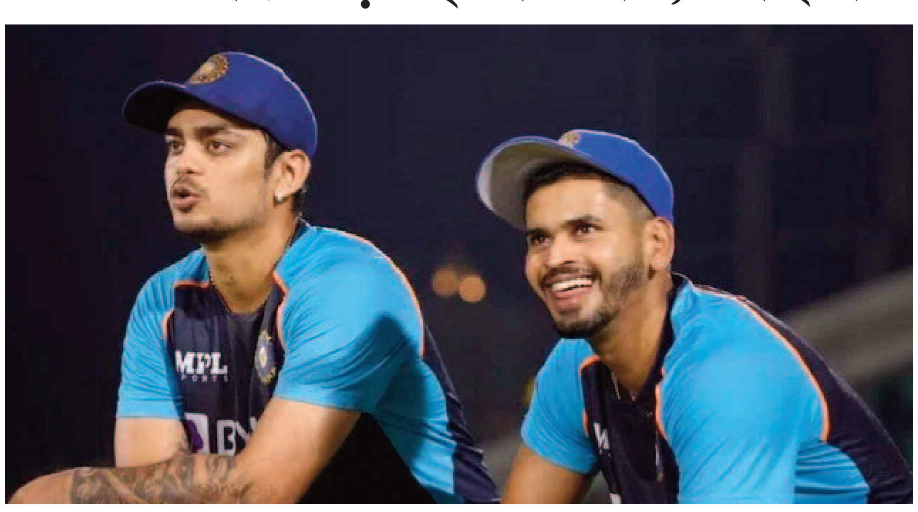

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) তাগাদার পরও রঞ্জি ট্রফিতে খেলেননি ঈশান কিষান, শ্রেয়াস আইয়ার। শাস্তি হিসেবে দুজনকেই কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ দিতে যাচ্ছে বিসিসিআই।

সর্বশেষ চুক্তি অনুসারে আইয়ার 'গ্রেড বি'র খেলোয়াড় হিসেবে বছরে ৩ কোটি এবং কিষান 'গ্রেড সি'র খেলোয়াড় হিসেবে ১ কোটি রুপি করে বেতন পেতেন।

ভারত ক্রিকেট দলের নির্বাচকেরা নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তির খেলোয়াড় তালিকা প্রায় গুছিয়ে এনেছেন। শিগগিরই বিসিসিআই চূড়ান্ত খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশ করবে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছে, নতুন চুক্তিতে আইয়ার ও কিষানকে রাখা হচ্ছে না, 'বিসিসিআইয়ের জোর তাগাদার পরও ঘরোয়া ক্রিকেটে না খেলায় চুক্তির তালিকায় কিষান ও আইয়ার থাকছেন না।'

উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যান কিষান গত ডিসেম্বরে ভারত দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে গিয়েছিলেন। পরে 'ব্যক্তিগত কারণ' দেখিয়ে সফর থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। ভারত কোচ রাহুল দ্রাবিড় বলেছিলেন, টেস্ট দলের জন্য প্রস্তুত থাকতে কিষান যেন ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট রঞ্জি ট্রফিতে খেলেন। কিন্তু ২৫ বছর বয়সী এই বাঁহাতি রঞ্জিতে ঝাড়খন্ড দলে যোগ দেননি। যদিও আইপিএল দল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস সতীর্থ হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে বরোদায় অনুশীলন করতে দেখা গেছে তাঁকে।

ডানহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান আইয়ার ভারত,ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টেস্টের দলে ছিলেন। তৃতীয় টেস্টের আগে তাঁকে জাতীয় দল থেকে ছুটি দিয়ে রঞ্জিতে খেলতে বলা হয়েছিল। আইয়ার রঞ্জির দল মুম্বাইকে জানান, পিঠের সমস্যার কারণে তিনি খেলতে পারবেন না। যদিও ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমির স্পোর্টস সায়েন্স অ্যান্ড মেডিসিন বিভাগের প্রধান নিতিন প্যাটেল বিসিসিআইকে লেখা ই,মেইলে জানান, আইয়ার 'ফিট' ছিলেন।

অবশ্য আইয়ারের ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের দাবি, ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ তিন টেস্ট থেকে আইয়ারকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল পিঠের সমস্যার সতর্কতার অংশ হিসেবে, 'প্যাটেল মেইলটি পাঠিয়েছিলেন দ্বিতীয় টেস্টের পর। আর আইয়ারের সমস্যা দেখা দেয় এর পরে। গত বিশ্বকাপে ভারতের অন্যতম সেরা পারফরমার ছিল আইয়ার। শুধু রঞ্জির ম্যাচ মিস করায় সে চুক্তি হারাবে না।'

গত সপ্তাহে বিসিসিআই সচিব জয় শাহ বলেছিলেন, বোর্ডের চুক্তিতে থাকা এবং 'এ' দলে থাকা সব ক্রিকেটারকে ফিট থাকলে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে হবে। এর ব্যত্যয় সহ্য করা হবে না। প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকারকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান জয় শাহ।

চোটের কারণে নিউজিল্যান্ডে শেষ টি-টোয়েন্টিতে নেই ওয়ার্নার

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্ট ও ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিয়েছেন, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এখনো খেলে যাচ্ছেন ডেভিড ওয়ার্নার। ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, এই সংস্করণেও ক্যারিয়ারের ইতি টেনে দেবেন এ বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর। সে হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এবারের নিউজিল্যান্ড সফরই ছিল তাঁর শেষ দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। কিন্তু সেটা আর শেষ করতে পারলেন কই ওয়ার্নার! কুঁচকির চোটে পরে সিরিজের শেষ ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার।

অস্ট্রেলিয়ার ৭২ রানে জেতা ম্যাচেও ছিলেন না। ম্যাচটিতে ওয়ার্নারের না থাকার বিষয়ে বলা হয়েছিল, তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন জানা গেল, ৩৭ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান আসলে চোটের কারণে ছিলেন না।

সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে খেলতে পারবেন না ২-০,তে পিছিয়ে থেকে এরই মধ্যে সিরিজ হেরে যাওয়া নিউজিল্যান্ডের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ডেভন কনওয়েও। তাঁর চোটটা বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে। গতকাল হেরে যাওয়া

চোট গুরুতর কিছু নয়। সেরে উঠতে অল্প কয়েক দিন সময় লাগবে। তাই আগামী মাসে শুরু হতে যাওয়া আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলতে ওয়ার্নারের কোনো সমস্যা হবে না। নতুন কোনো চোট হানা না দিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও থাকবেন ওয়ার্নার। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচে উইকেটকিপিং করার সময় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে চোট পেয়েছেন কনওয়েও।

৩২ বছর বয়সী কিউই উইকেটকিপার ওয়েলিংটনে তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে গেছেন। সেখানে তিনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখাবেন। এরপরই জানা যাবে, আগামী সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া দুই টেস্টের সিরিজের প্রথমটিতে ওয়েলিংটনে তিনি খেলতে পারবেন কি না।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে টিকিটের চাহিদা ২০০ গুণ বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজনৈতিক বৈরিতায় ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেট দল এক যুগের বেশি সময় ধরে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হয় না। তাই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের লড়াই দেখতে ক্রিকেটপ্রেমীদের বিশ্বকাপ কিংবা এশিয়া কাপের দিকে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকতে হয়। এই ম্যাচে টিকিটের চাহিদাও থাকে অন্য যেকোনো ম্যাচের তুলনায় বেশি।

আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মাঠে বসে দেখতে টিকিটের জন্য এরই মধ্যে হাহাকার শুরু হয়ে গেছে।

আগামী ১ জুন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। গতকাল টুর্নামেন্টের ১০০ দিন বাকি থাকতে ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে। অগ্রিম টিকিট বুকিং শুরু হয়েছিল আরও আগে। সবচেয়ে অর্থকরী ম্যাচ হওয়ায় আইসিসি বেশির ভাগ সময় ভারত-পাকিস্তানকে একই গ্রুপে রাখে। রেখেছে এবারও।

আগামী ৯ জুন নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুই দল। এই ভেন্যুর দর্শক ধারণক্ষমতা ৩৪ হাজার হলেও টিকিটের জন্য এর চেয়ে ২০০ গুণ বেশি আবেদন জমা পড়েছে বলে জানিয়েছে আইসিসি।

এবার পাবলিক ব্যালটের মাধ্যমে অগ্রিম টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা করেছিল আইসিসি। সেখানে ১৬১টি দেশের ৩০ লাখ মানুষ আবেদন করেন। অবিক্রীত টিকিট কেনার শেষ দিন ছিল গত পরশু, অর্থাৎ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ক্ষণগণনা শুরুর দিন। সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন ভেন্যুতে হতে চলা ১৬ ম্যাচের মধ্যে ৯টিরই সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিটের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি।

নিউইয়র্কে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের জন্য তিন ক্যাটাগরির অগ্রিম টিকিট ছেড়েছিল আইসিসি। স্ট্যান্ডার্ড ক্যাটাগরির টিকিটের দাম ধরা হয়েছে ১৭৫ মার্কিন ডলার (১৯ হাজার ২০০ টাকা), স্ট্যান্ডার্ড প্লাস টিকিটের দাম ৩০০ ডলার (৩২ হাজার ৯০০ টাকা) এবং প্রিমিয়াম টিকিটের দাম ৪০০ ডলার (৪৩ হাজার ৯০০ টাকা)।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে ক্রিকেটপ্রেমীদের এমন উন্মাদনায় বেশ সন্তুষ্ট আইসিসি। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের আয়োজক কমিটির প্রধান নির্বাহী ব্রেট জোন্স বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, 'বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান এমনটি একটি ম্যাচ, যা নিয়ে সবার তুমুল আগ্রহ থাকে। দল দুটি যুক্তরাষ্ট্রে খেলতে আসছে, এটা খুবই আনন্দের। টিকিটের জন্য মানুষের এই আগ্রহ চমৎকার ব্যাপার। ব্যালট,প্রক্রিয়াতে দেখেছি, টিকিটের বিশাল চাহিদা ছিল। বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়েরা তাদের আঙিনায় (যুক্তরাষ্ট্রে) খেলতে আসছে। আমার মনে হয়, এখানকার মানুষ ব্যাপারটা এরই মধ্যে উদ্‌যাপন করতে শুরু করেছে।'

বায়ার্নের রেকর্ড ভেঙে শিরোপার আরও কাছে জাবির লেভারকুসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগের ম্যাচে হাইডেনহাইমকে ২,১ গোলে হারিয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে বায়ার্ন মিউনিখের ৩২ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড ছুঁয়েছিল বায়ার লেভারকুসেন। গতকাল রাতে মাইঞ্জের বিপক্ষে ম্যাচে সেই রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল জাবি আলোনসোর দল। চলতি মৌসুমে অপরাজেয় যাত্রা ধরে রেখে রেকর্ডটিতে একক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে তারা।

আগের ম্যাচের মতো মাইঞ্জের বিপক্ষেও লেভারকুসেনের জয় ২-১ গোলে। এই জয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে কোনো জার্মান দলের সবচেয়ে বেশি ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড এখন লেভারকুসেনের (৩৩)। চলতি মৌসুমে অপরাজিত থাকা ৩৩ ম্যাচের ২৯টিতেই জয় পেয়েছে লেভারকুসেন। এর আগে ২০১৯ ও ২০২০ সালে দুই মৌসুম মিলিয়ে সব প্রতিযোগিতায় ৩২ ম্যাচে অপরাজিত ছিল হানসি ফ্লিকের বায়ার্ন।

ঘরের মাঠে ম্যাচের ৩ মিনিটেই গ্রানিত জাকার গোলে এগিয়ে যায় লেভারকুসেন। ৪ মিনিট পর ম্যাচে সমতা ফেরায় মাইঞ্জ। জয়সূচক গোলের জন্য লেভারকুসেনকে অপেক্ষা করতে হয় ম্যাচের ৬৮ মিনিট পর্যন্ত। দূরপাল্লার শটে দলটিকে দ্বিতীয় গোলটি এনে দেন রবার্ট আন্ডরিখ। এই গোলই শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত করে বুন্দেসলিগায় লেভারকুসেনের ১৯তম জয়।

এ জয়ে ২৩ ম্যাচে লেভারকুসেনের পয়েন্ট এখন ৬১। এক ম্যাচ কম খেলে বায়ার্নের পয়েন্ট ৫০। এই মুহূর্তে লিগ জয়ের দৌড়ে বায়ার্নের চেয়ে ১১ পয়েন্টে এগিয়ে

আছে লেভারকুসেন। ম্যাচ শেষে লেভারকুসেনকে জয়সূচক গোল এনে দেওয়া আন্ডরিখ বলেছেন, 'আমরা ভালো খেলতে পারিনি। কিছুটা ভাগ্যের জোরেই জয়টা এসেছে।'

রেকর্ডগড়া জয় নিয়ে জানতে চাইলে ম্যাচ শেষে লেভারকুসেন কোচ জাবি আলোনসো বলেছেন, 'রেকর্ড হওয়ার আগে তা নিয়ে আমি ভাবি না। তবে যখন তা হয়ে যায়, আমি খুব আনন্দিত হই। এই রেকর্ড নিজেদের করে নেওয়া দারুণ ব্যাপার। আপনি এর জন্য পদক পাবেন না। তবে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া দারুণ! আমাদের ঝুলিতে দারুণ সব অর্জন যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু আমরা থামতে চাই না।'

এই ম্যাচ শেষে আগামী মৌসুমে লিভারপুলে ইয়ুর্গেন ক্লপের স্থলাভিষিক্ত হওয়া নিয়েও কথা বলেছেন আলোনসো, 'এটা একজন খেলোয়াড়কে নিয়ে হওয়া গুজবের মতোই। যতক্ষণ পর্যন্ত ড্রেসিংরুমে সব ঠিকঠাক এগোবে, ততক্ষণ তারা বাইরের বিষয় নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**